জাপান-প্রবাস।

শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ, এম্, সি, ই, (জাপান)

প্রণীত।

PUBLISHED BY
S. BANERJEE
FOR THE EMPIRE LIBRARY
57/1 College Street, CALCUTTA.
1910.

PRINTED BY M. GHOSE
College square. CALCUTTA.

 [মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র।

উৎসর্গ পত্র।

মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা প্রমথভূষণ দেব রায়,

নলডাঙ্গাধিপ, যশোহর।

রাজন্,

আপনি সজ্জন, স্বদেশ-হিতৈষী এবং বিদ্যোৎসাহী। আপনারই অনুগ্রহে আমি সেই নবাভ্যুদিত সুদূর জাপানের কর্ম্মময় ক্ষেত্রে যাইতে সমর্থ হইয়াছিলাম। জাপানীদের ন্যায় উন্নতিশীল জাতির মধ্যে জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাগ শিক্ষার্থে অতিবাহিত করিয়া আমার যে টুকু জ্ঞানোন্মেষ হইয়াছে তাহার নিদর্শন স্বরূপ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে এই জাপান-প্রবাস আপনার করকমলে অর্পণ করিলাম। ভরসা করি, ভালই হউক, মন্দই হউক, আপনি উহা সাদরে গ্রহণ করিয়া এ দাসকে চিরবাধিত করিবেন। ইতি—

সন ১৩১৭ সাল ১৫ই শ্রাবণ।

চিরানুগত

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

মথুরাপুর, যশোহর।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বর্ত্তমান যুগে জাপান সমগ্র এশিয়াখণ্ডে এক অভিনব ভাব আনয়ন করিয়াছে। তাহার যশোরাশি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া অধঃপতিত ভারতবাসীরও হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আশার সঞ্চার করিয়াছে। অন্নভুক্ জাপানীদের সহসা অভ্যুত্থানে জগৎ মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছে। তাঁহাদের স্বদেশানুরাগ আজ সকল জাতিরই আদর্শ স্থানীয়। একটী জাতির সকলে সমপ্রাণ হইয়া একতাসূত্রে আবদ্ধ হইলে জাতীয় উৎকর্ষ কি পরিমাণে সাধিত হইতে পারে জাপানের বিগত ৪২ বৎসরের ইতিহাস পাঠ করিলে তাহা উপলব্ধি হয়।

আমি শিল্প শিক্ষার্থে প্রায় তিন বৎসর কাল জাপানে অবস্থান করি। সর্ব্বদা সেই বিনয়ী অথচ স্বাধীনচেতা এবং উদারস্বভাব-সম্পন্ন জাতির মধ্যে বাস করিয়া আমি যে সকল তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা এই পুস্তকে আংশিক ভাবে সন্নিবেশিত হইল। অতঃপর আর দুইখণ্ড পুস্তকে—"অতীত জাপান", এবং "বর্ত্তমান জাপান"—সমুদয় বিষয় কতিপয় মাসের মধ্যে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা রহিল। এই শেষোক্ত পুস্তক দুই খানিতে জাপানের ক্রমোন্নতি কিরূপে সাধিত হইল তাহা দেখান হইবে। "অতীত জাপানে" তাহার পুরাতন ইতিহাস যতদূর সম্ভব সংগৃহীত হইবে। উহা হইতে দেখা যাইবে যে ৪২ বৎসর পুর্ব্বে জাপান কুসংস্কারে পরিপূর্ণ ছিল। ক্রমশঃ এই কুসংস্কারের জাল ভেদ করিয়া জাপানীরা কিরূপে উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইল "বর্ত্তমান জাপান" তাহাই আলোচনা করিবে।

পারিলে, সামাজিক সূক্ষ্মতত্ত্ব জানা যায় না। ভাষা না জানিয়া বিদেশে যাইয়া বিদেশের জ্ঞান "পরের মুখে ঝাল খাওয়ার" মত। ঘোষ ছান্ (ঘোষ মহাশয়) ঠিকই বলিয়াছেন।

"যে কোনও দেশে গমন করিলে তথাকার ভাষা না জানিলে যে অসুবিধা হয় তাহা আমি বড় বেশী বুঝিতে পারি নাই; কারণ, প্রথমতঃ, জাপানে আমাদের পূর্ব্বে যে সমস্ত ভারতীয় ছাত্র শিক্ষার্থে গিয়াছিলেন তাঁহারা আমাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিতেন। দ্বিতীয়তঃ, আমি জাপানে যাইবার পথেই (জাহাজের মধ্যে) তদ্দেশীয় ভাষা যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়াছিলাম। তৃতীয়তঃ, ইংরাজী জানা লোক আজ কাল জাপানে অনেক পাওয়া যায়। তবে নিজে তদ্দেশীয় ভাষা জানিলে যেরূপ সুখানুভব হয় তাহা প্রায় ৫।৬ মাস পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম।"

ইংরাজী শিখিয়া ইংরাজ মুল্লুকে যাওয়ার সুবিধা আছে; জাপান, চীন, ফরাসী বা জর্ম্মাণ দেশে তত্তদ্দেশীয় ভাষা না জানিলে দেশ ভ্রমণে বড় একটা কাজ হয় না। "জাপান-প্রবাস" লেখক জাপানী-ভাষা ভাল খুব না হউক মন্দ শিখেন নাই, তাহাতে গ্রন্থের গরীমা বাড়িয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচলনের আবশ্যক। ইহাতে শিখিবার অনেক আছে। মনে হয় গ্রন্থখানি অনেকেরই ভাল লাগিবে, আমার বেশ ভালই লাগিয়াছে।

কলিকাতার বন্দর হইতে রেঙ্গুন, রেঙ্গুন হইতে পেনাঙ, পেনাঙ হইতে সিঙ্গাপুর, সিঙ্গাপুর হইতে হংকং, হংকং হইতে ইয়োকোহামা; পথের ও দেশের বর্ণনা বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীর লেখনী নিঃসৃত; এ বর্ণনা বাঙ্গালী মাত্রেরই ভাল লাগিবে। বিদেশী ভাব, বিদেশী ভাষা কোন কোন শিক্ষিত বাঙ্গালীর খুব ভাল লাগে জানি; কিন্তু সে ভাল লাগা অপ্রাকৃতিক; তাহা স্বাভাবিক নহে, সম্পূর্ণ কৃত্রিম। আবার

আভিধানিক শব্দের ঘটা, সমাসচ্ছটা, বর্ণনার গম্ভীর নির্ঘোষ, শুনিতে বেশ হইলেও হৃদয়স্পর্শী হয় না। সাদা কথায় সঠিক্‌, বর্ণনার বড়ই আকর্ষণী-শক্তি। ভাষার প্রাঞ্জলতাই সত্য বর্ণনার সৌন্দর্য্যের মূল। "জাপান-প্রবাসে" ইহার সমস্তই সম্যক্‌ বর্ত্তমান। ইহা মহিলাগণেরও সুপাঠ্য হইবে সন্দেহ নাই।

তোকিয়ো জাপানের রাজধানী। সে রাজধানীর পৌরগণের ব্যবহার, বিশেষতঃ পুলিসের ব্যবহার সত্য সত্যই এতদ্দেশীয় পুলিসের শিক্ষার বিষয়। "তোকিয়োর লোকের সহিত আলাপ করিবার পরই বোধ হইতে লাগিল যেন তাঁহারা আমার চির পরিচিত ছিলেন"। 'সতাং হি সৌহার্দ্দংমাপ্ত পদীনমুচ্যতে'। "জাপানীদের মত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতে অন্য কোনও জাতি পারে কি না জানি না।" পুলিসের কথায় মন্মথনাথ বলিয়াছেন "প্রত্যেক বড় বড় রাস্তার মোড়েই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুলিশ ষ্টেসন আছে। কাহারও কোনও সন্ধান জানিতে হইলে ঐ সমস্ত স্থানে গমন করিয়া কনেষ্টবলকে বলিলে, তাঁহারা অতি আগ্রহ সহকারে তাহা সম্পাদন করিয়া থাকেন।" জাপানের শিক্ষিত সভ্য পুলিশ এবং আমাদের দেশের অশিক্ষিত, অসভ্য পুলিস। দৃষ্টান্ত সত্যই অনুকরণীয়।

জাপানীদের আর একটী গুণ আমাদের শিক্ষণীয়,—

"জাপানীদিগের আর একটী গুণ নবাগত ব্যক্তি মাত্রেরই দৃষ্টি পথে পতিত হয়। রেল কিম্বা ট্রামের যাত্রিসংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইলেও টিকিট লইবার কিম্বা গাড়ীতে আরোহণ করিবার সময় একটুমাত্র গোলমাল হয় না। যিনি আগে আসিবেন তিনিই আগে টিকিট পাইবেন এবং গাড়ী চড়িবেন। সাধারণতঃ যাত্রিগণ সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে একজন আর এক জনকে ঠেলিয়া আগে যাইতে পারেন; কিন্তু জাপানীদের কি

অদ্ভুত ধৈর্য্য এবং আত্মসম্মানজ্ঞান; তাঁহারা কখনই তাহা করিবেন না। অনেক সময়েই টিকিট ঘরের বাহিরে ৫।৬ রশি আন্দাজ জমি জুড়িয়া সারি দিয়া যাত্রিগণকে দাঁড়াইয়া থাকিতে, কখনও বা রৌদ্রে পুড়িতে আবার কখনও বা বৃষ্টিতে ভিজিতে দেখা যায়, তথাপি তাঁহারা স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থান ছাড়িয়া অগ্রে কিম্বা পশ্চাতে যাইতে প্রয়াস পান না। এই সমস্ত কারণে যতই ভিড় হউক না কেন, পুলিশের কোনও প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশের যাত্রিগণের ব্যবহার কিরূপ তাহা হাওড়ার ষ্টেসনে গেলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান্ হয়।”

জাপানে শিক্ষার প্রণালী অতি সুন্দর। শিল্প শিক্ষায় জাপান এবং আমেরিকা আদর্শ স্থান। যাঁহারা জাপানে শিক্ষার্থে যাইবেন, “জাপান-প্রবাস” পাঠে তাঁহারা অনেক বিষয়ই শিখিতে পারিবেন। ইহাতে জাপানীদের আহার, ব্যবহার, রীতি, নীতি প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য সকল বিষয়েরই আলোচনা আছে। “ওসাকা” ও “কোবে”র বৃত্তান্ত অতি সরল ও সুপাঠ্য হইয়াছে।

জাপানের বড় বড় সহরে ধর্ম্মজ্ঞান ও ধর্ম্ম বিশ্বাস বড় বেশী আছে বলিয়া বোধ হয় না। অনার্য্য ব্যবহার ও অনেক প্রচলিত। বৌদ্ধ ধর্ম্ম জাপানকে সভ্যতার পথ দেখাইয়াছে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের আর্য্য সমাজের সুন্দর ব্যবহার ও রীতি নীতি অনার্য্যপ্রদেশে বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। স্ত্রীপুরুষের বাধ্য-বাধকতা ভারতবর্ষীয় অনার্য্য জাতিসমূহের ন্যায়। ধর্ম্ম-বিশ্বাস ক্রমশঃ সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে। বিবাহের বন্ধন নাই। জাপানে এখন মার্জ্জিত দর্শন শাস্ত্র-সম্মত ধর্ম্ম প্রচারের সময় আসিয়াছে। এককালে গৌতম বুদ্ধের জ্যোতিঃ জাপানকে আলোকিত করিয়াছিল; এখন শঙ্করের অংশ স্বরূপ শঙ্করের মত প্রচারের দ্বারা নূতন জ্ঞানালোক প্রচারের কাল উপস্থিত।

"জগতের সমস্ত ধর্ম্মেরই প্রচারের ব্যবস্থা আছে কেবল আমাদের হিন্দু ধর্ম্মের নাই। আমাদের ধর্ম্মালোকে কাহাকেও আলোকিত করাও কি দোষ, না ইহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ? খৃষ্টান ধর্ম্ম যেমন জগত বেড়িয়া ফেলিতেছে; হিন্দু ধর্ম্ম কি তাহা পারিত না? নিশ্চয়ই পারিত। বেদান্ত ধর্ম্ম প্রচার করিলে বোধ হয় জগতের লোককে মুগ্ধ করা যায়। বিবেকানন্দ সমিতির চেষ্টায় (The Vivekananda mission) আমেরিকায় কিরূপ সুফল ফলিতেছে পাঠকবর্গ তাহা অবগত আছেন। আমার বোধ হয়, ঐরূপ একদল প্রচারক জাপানে যাইয়া হিন্দু ধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ করিলে, অচিরে জাপানবাসীদিগকে হিন্দু করা যাইতে পারে। জাপানে আজকাল ধর্ম্মভাবের প্রায় লোপ হইয়াছে। জাপানীরা এ অবস্থায় যে ধর্ম্মের সার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবেন।"

এ বিষয়ে গ্রন্থকারের সহিত আমার সম্পূর্ণ মতৈক্য আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অনার্য্যজাতি-সমূহ আর্য্য জাতির বাঁধাবাঁধির ভিতর যাইতে সর্ব্বদাই অনিচ্ছুক। উন্নত আদর্শ উন্নত সভ্যতার উপযোগী; কেবল পার্থিব সুখ ও ঐশ্বর্য্য লালসার উপযোগী নহে।

"জাপানী-প্রহসন"টীতে বড় একটা প্রহসনের কথা দেখিলাম না। জাপানবাসীরা হাসাইতে বা হাসিতে জানেন না কি? তাঁহারা স্ত্রীই কি, পুরুষই কি, সহ্যগুণের প্রতিমা। প্রিয়তম সন্তানের মৃত্যুতেও তাঁহারা না কি কাঁদিয়া শোক প্রকাশ করেন না!

'হারা-কিরি' (আত্মহত্যা) জাপানে অতি সহজ। হয়তো "আত্মার মৃত্যু নাই" এই বোধই এরূপ মানসিক ভাবের কারণ। তাঁহারা মানসিক ভাব প্রকাশে সকল সময়েই সংযত। জাপান ইউরোপীয় পার্থিব ঐশ্বর্য্যের পথে ধাবমান্।

শ্রীমান্ মন্মথ নাথ ঘোষ "জাপান-প্রবাস" লিখিয়া বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। কিন্তু আমি কখনও বিদেশে যাই নাই; আমার বিদেশের জ্ঞান পুস্তক হইতে অর্জ্জিত; যাঁহারা জাপানে গিয়াছেন তাঁহারাই গ্রন্থের দোষ গুণ বিচারে সমর্থ।

পানিসেহলা
৩রা আষাঢ়, ১৩১৭। — শ্রীসারদাচরণ মিত্র।

জাপান-প্রবাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা বন্দর।

আমরা ১৬ জন শিক্ষার্থী * ১৯০৬ সালের ১লা এপ্রেল কলিকাতা হইতে জাপান যাত্রা করি। আমরা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন বিষয় শিক্ষা করিবার জন্য যাইতেছি। কেহ কেহ আমেরিকায় যাইবেন। আমাদের মধ্যে ১৫ জন বাঙ্গালী ও ১ জন উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের ব্রাহ্মণ। শেষোক্ত যুবক চামড়ার কার্য্য শিখিতে যাইতেছেন। ইহা যে দেশের পক্ষে শুভকর, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

কলিকাতার জেটী হইতে জাহাজ যেমনই ছাড়িল, অমনি আমাদের তীরস্থ বন্ধুগণ সকলে একস্বরে 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণ করিয়া আমাদিগকে বিদায় দিলেন। আমরাও সমস্বরে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলাম। তৎপরে তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া সকলে একত্রে উপাসনা করিতে বসিলাম।

পুস্তক পাঠে যেরূপ জ্ঞানলাভ হয়, ভ্রমণেও তদনুরূপ জ্ঞানের সঞ্চার হইয়া থাকে। আমরা যে এতদিনে দেশ ভ্রমণের উপকারিতা বুঝিতে

---

* শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (২) শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মজুমদার, (৩) শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বসু, বি, এ, (৪) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন বসু, (৫) শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রচন্দ্র দাস, (৬) শ্রীযুক্ত রাইমোহন দত্ত,, (৭) শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ঘোষ, (৮) শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র সেন, (৯) শ্রীযুক্ত অবনীনাথ মিত্র, (১০) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মজুমদার, (১১) শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র দাস গুপ্ত; (১২) শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বসু, (১৩) শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী, (১৪) শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র মজুমদার, (১৫) শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, (১৬) শ্রীযুক্ত বি, ডি, পাণ্ডে।

পারিয়াছি, তাহা কম সৌভাগ্যের কথা নহে। যখন জগতের সকল জাতি অসভ্য ছিল তখনও ভারতবাসীরা সভ্য ছিলেন। হায়, সেই সভ্যজাতির দশা আজ এরূপ কেন? ইহার প্রধানতম কারণ, কঠোর সমাজবন্ধন। এই সমাজবন্ধনই মনুষ্যগণের উন্নতির ও অবনতির কারণ হইয়া থাকে। অবশ্য আমি বলিতে চাহি না যে আমাদের সমাজবন্ধন কঠোর হওয়া উচিৎ নহে। তবে আমি এই বলিতে চাহি যে, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সামাজিক রীতিনীতি দেশকাল পাত্রানুযায়ী হওয়া আবশ্যক।

পুরাকালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু ছিলেন। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া তাঁহারা সমাজের রীতিনীতি গুলিকে ক্রমান্বয়ে এত কঠোর করিয়া তুলিয়াছেন যে এক্ষণে অবস্থানুসারে সমাজ-সংশোধন করিতে অনেক সময় লাগিবে। এক্ষণে যেরূপ সময় পড়িয়াছে, তাহাতে শিক্ষিত মহোদয়গণের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিলে অচিরে দেশের উন্নতি সাধন হইবে। এক্ষণে আর সমাজের কূটনীতি লইয়া তর্ক বিতর্ক করিবার অবসর নাই।

স্বর্ণ-প্রসবিনী ভারতভূমির বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার জন্য আমরা দায়ী। আমরা যদি আলস্যপরবশ না হইয়া জগতের অন্যান্য জীবিত জাতির ন্যায় কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতাম তবে আজ আমাদের এ দশা কেন হইবে? এই বিষয়টী সাধারণকে ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য আজ-কাল অনেক মহাত্মাই চেষ্টা করিতেছেন, সুতরাং আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির চেষ্টা বামন হইয়া চাঁদে হাত দিবার ন্যায় হাস্যস্কর। তবে কর্ত্তব্যের অনুরোধে ও মনের আবেগে কয়েকটী কথা বলিয়া ফেলিলাম। যদি একজনকেও আমার মনোগত ভাব বুঝাইতে পারি তাহা হইলে পরম তৃপ্তিলাভ করিব।

বাল্যকাল হইতেই বিদেশ ভ্রমণের ইচ্ছা আমার অত্যন্ত

প্রবল ছিল। এরূপ ইচ্ছা আজকাল আমাদের দেশের অনেক যুবকেরই আছে। কেহবা খরচের অভাবে, কেহ বা সমাজের ভয়ে স্ব স্ব উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারেন না। প্রথম অভাবই অধিকাংশ যুবকের ভবিষ্যতের উন্নতির পথ রুদ্ধ করে। এই অভাব দূর করা বর্ত্তমান ভারতবাসীর পক্ষে সুকঠিন হইয়াছে। তবে যদি দেশস্থ সকলেই যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, তাহা হইলে কিছু কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব নহে। উন্নতির পথ বড়ই অপ্রশস্ত। এ পথে খুব সাবধানে এবং আস্তে আস্তে উঠিতে হয়। এতদিন এপথে যাত্রাও আমাদের দেশে অনেক কম ছিল, কিন্তু এক্ষণে শত শত বাধাসত্ত্বেও অনেকেই অগ্রসর হইতে উদ্যত। ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন।

রেঙ্গুন পৌঁছিতে আমাদের আড়াই দিন লাগিল। কলিকাতা হইতে রেঙ্গুন পর্য্যন্ত যে জাহাজখানিতে আমরা আসিয়াছিলাম, তাহা ছোট হইলেও অতি সুন্দর। জাহাজে চড়ার অনভ্যস্ততা হেতু আমরা কয়েকজন প্রথমতঃ একটু কষ্ট পাইয়াছিলাম। প্রথম দিন খুব ভালই কাটিয়া গেল। চারিদিকে প্রাকৃতিক শোভা দেখিতে দেখিতে মহোল্লাসে আমরা সকলে দিনাতিপাত করিলাম।

দ্বিতীয় দিন সকালে উঠিয়া দেখি বঙ্গোপসাগরে জাহাজ আসিয়া, মেঘোদয়ে ময়ূরের ন্যায়, নৃত্য করিতেছে। বহুক্ষণ পরে নিজ শিশু ক্রোড়ে পাইয়া মাতা যেরূপ আদর সম্ভাষণ করেন, সমুদ্রও জাহাজখানি পাইয়া সেইরূপ করিতে লাগিল। জাহাজ আদরে অভিভূত হইয়া হেলিয়া দুলিয়া চলিতে লাগিল। তখনকার দৃশ্য অতি মনোরম। এই আমাদের প্রথম সমুদ্রযাত্রা হইলেও কাহারও মনে ভয়ের লেশমাত্র হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে ভয়েরও কোনও কারণ দেখিলাম না। সকলেই জাহাজের ছাদের (ডেকের) উপর ডেকচেয়ারে বসিয়া সমুদ্রতরঙ্গের অদ্ভুত লীলা দর্শন করিতে লাগিলাম।

তরঙ্গমালা পরস্পর পরস্পরের ঘাত প্রতিঘাতে ভাঙ্গিয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করিতে লাগিল। বোধ হইল যেন অতি স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল হীরকখণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তদুপরি সূর্য্যরশ্মি পতিত হওয়ায় বর্ণনাতীত শোভা দেখিতে লাগিলাম। মনে কত প্রকার ভাবের উদয় হইতে লাগিল, কিন্তু কিছুই লিখিতে পারিলাম না। গা বমি বমি করিয়া মাথা ঘুরিতে আরম্ভ করিল। বমনেচ্ছা ক্রমান্বয়ে প্রবল হইতে লাগিল। দেশে থাকিতে সামুদ্রিক পীড়ার (Sea Sickness) সম্বন্ধে নানারূপ ভয়াবহ কথা শুনিয়া এতদিন ম্রিয়মাণ ছিলাম এবং নানারূপ ঔষধ সঙ্গে আনিয়াছিলাম, কিন্তু আজ সেই পীড়ায় ৫।৬ জন একত্রে আক্রান্ত হওয়ায় পীড়াজনিত কষ্ট কিছুই অনুভব করিতে পারিলাম না। দেখিলাম কোন ঔষধেই কিছুমাত্র উপকার হয় না, সুতরাং ঔষধাদি নিষ্প্রয়োজন। বমি হইয়া গেলেই শরীর অত্যন্ত হাল্কা বোধ হইতে লাগিল। বমি করিতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না বরং আরাম বোধ হয়। একদিন পরেই শরীর ঠিক পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ হইল। চক্ষু মেলিয়া দেখি জাহাজের চারিদিকে বিস্তীর্ণ নীলবর্ণ জলরাশি। চারিদিকে চাহিয়া দেখি অনতিদূরে আকাশ সমুদ্রের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। একটী বৃহৎ বৃত্তের ঠিক কেন্দ্রস্থলে আমরা সর্ব্বদাই অবস্থিত। জাহাজ যে এত দ্রুত (প্রতিঘণ্টায় ২০ মাইল) চলিতেছিল, তবুও আমরা ঠিক কেন্দ্রেই রহিলাম। পথ ভ্রষ্ট হইলে আমাদের কি দশা হইবে, প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। যে মহাত্মাগণ বিজ্ঞানের সাহায্যে জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, মনে মনে তাঁহাদিগকে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম। অনন্ত সাগরে পড়িয়া ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রেঙ্গুন।

আমরা অনেকে একত্র থাকায় কাহারও কিছু বিশেষ অসুবিধা হয় নাই। তৃতীয় দিবস বেলা ৪টার সময় রেঙ্গুনে পৌঁছিলাম। তিন দিন পরে প্রথমে যখন মাটি দেখিলাম, তখন মনে বড়ই আনন্দ হইল। ইরাবতী নদীতে পড়িয়া খানিক যাইয়া জাহাজে নিশান উঠান হইল। কারণ অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম যে, কলিকাতা হইতে যে সকল যাত্রী রেঙ্গুনে আসিতেছেন, তাঁহাদিগকে ডাক্তার সাহেব পরীক্ষা করিবেন। পরীক্ষার কারণ, প্লেগের বীজ অন্যান্য স্থানে না যায়। দেখিতে দেখিতে ডাক্তার সাহেব নিজ দলবল সমভিব্যাহারে একখানি ষ্টীমার যোগে আসিয়া দেখা দিলেন। শুনিলাম যাহাদিগের প্রতি সন্দেহ হয় তাহাদিগকে প্লেগ ক্যাম্পে (Plague camp) রাখা হয়। আমরা সকলেই সুস্থ থাকায় রক্ষা পাইলাম, কিন্তু আমাদের সহযাত্রী একজন চীনাম্যানকে ক্যাম্পে চালান দেওয়া হইল।

আমরা সকলে জাহাজ হইতে নামিয়া রেঙ্গুন সহরের মধ্যে গেলাম। সে দিন বেশী কিছু দেখিতে পাইলাম না। জেটীর নিকটবর্ত্তী একটী ছোট বৌদ্ধ মন্দির দেখিয়া আসিলাম। মন্দিরে প্রবেশ করিতে কাহারও নিষেধ নাই। আমরা জুতা পায়ে দিয়াই কিয়দ্দূর গেলাম। দেখিলাম, বর্ম্মাবাসিগণ নানারূপ পূজার উপাদান লইয়া দলে দলে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। সকলেরই পরিধানে পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন বস্ত্র। রাস্তায়ও কোনও বর্ম্মাবাসীকে মলিন বসনে দেখি নাই। সে দিন পুনরায় জাহাজে ফিরিয়া আসিলাম ; কারণ, জাহাজে থাকিবার ব্যবস্থা পূর্ব্বেই করিয়া আসিয়াছিলাম। এই প্রসঙ্গে বলা

উচিত যে রেঙ্গুনের বাঙ্গালিগণ একত্র হইয়া একটী 'ক্লব' করিয়াছেন। ইহার নাম "বেঙ্গল সোশাল ক্লব" (Bengal Social Club)। এই ক্লবে একজন পাচক ও একজন চাকর আছে। এখানে একসঙ্গে ২০।২৫ জন অপরিচিত ভারতবাসীর থাকিবার ব্যবস্থা আছে। অপরিচিত ব্যক্তিদিগকে এখানে ৭ দিন থাকিতে দেওয়া হয়। ইহা নবাগত লোকদিগের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক।

পরদিন প্রাতে আমরা হ্রদ (Royal Lake) ও সুবর্ণমণ্ডিত বৌদ্ধ ধর্ম্মমন্দির (Golden Pagoda) দেখিতে গেলাম। ইহা একটী অত্যুচ্চ পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত। মন্দিরটী পূর্ব্বে স্বর্ণপত্র দ্বারা মণ্ডিত ছিল বলিয়াই, ইহার নাম Golden Pagoda বা সুবর্ণমন্দির। মন্দিরের প্রবেশ-পথের দুই পার্শ্বেই বর্ম্মার স্ত্রীলোকেরা নানাপ্রকার পূজার উপাদান বিক্রয় করিতেছেন। পূজার প্রধান উপাদান ফুল, মোমবাতি ও চন্দন।

মন্দিরটী উচ্চে অবস্থিত বলিয়া, উঠিতে উঠিতে ক্লান্ত হইতে হয়। ক্লান্ত ব্যক্তিদের বিশ্রামের জন্য দুই ধারে বেঞ্চ পাতা আছে। আমরা একেবারেই উপরে উঠিয়াছিলাম। সামাজিক সংস্কারবশতঃ জুতা-সমেত মন্দিরে প্রবেশ করিতে বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল। শুনিলাম জুতা হাতে লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারা যায়। যাহা হউক, আমরা জুতা একজনের নিকট রাখিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত অসংখ্য ছোট বড় মূর্ত্তি দেখিলাম। অধুনা যে সমস্ত মূর্ত্তি প্রস্তুত হইতেছে, তাহা সমস্তই ইষ্টক কিম্বা মারবেল পাথরে নির্ম্মিত। প্রায় সমস্তই বুদ্ধদেবের প্রশান্ত মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তি দেখিলে, সকলেরই হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়। মনে হয়, যেন বুদ্ধদেবের সম্মুখে থাকিয়া ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতেছি। এ সময়ে পাপচিন্তা মনে আর যেন স্থানই পায় না।

'প্যাগোদা' রেঙ্গুন।
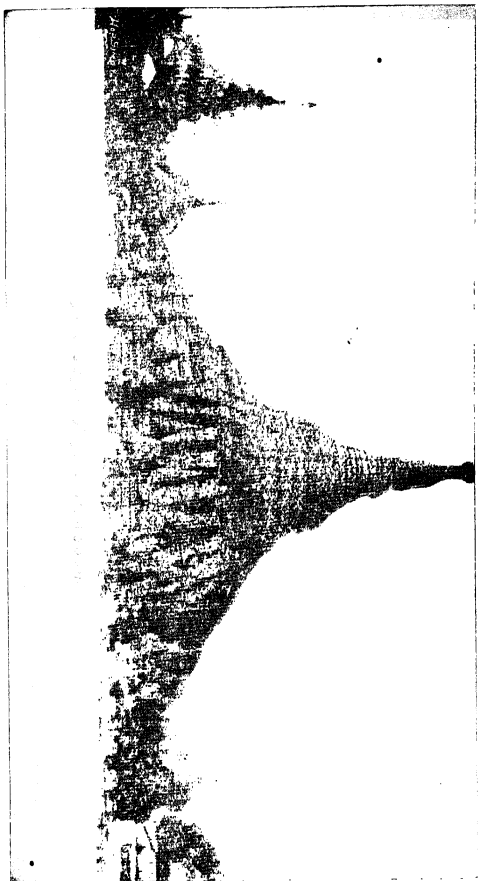
Printed by K. V. Seyne & Bros.

মন্দিরের মধ্যে যে সমস্ত বস্তু দেখিলাম, সে সমস্তই স্বদেশীয়। পূজার উপাদান হইতে আরম্ভ করিয়া মন্দির সাজাইবার জিনিষগুলি পর্য্যন্ত সমস্তই স্বদেশী। বিদেশীয় কোন জিনিষ না দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলাম। রেঙ্গুন কলেজের একজন বর্ম্মাবাসী ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন, "আমরা পূর্ব্ব হইতে স্বদেশী; তবে বাঙ্গালীর বর্ত্তমান আন্দোলন আমাদিগকে অধিকতর স্বদেশানুরক্ত করিয়াছে।" তাঁহার মুখে এই সকল কথা শুনিয়া আমি বড়ই আনন্দিত হইলাম।

জেটীর অনতিদূরে ডাকঘর। ডাকঘরের নিকট হইতে ট্রামে চড়িলে স্বর্ণমন্দির ও হ্রদে যাওয়া যায়। ট্রামের ভাড়া দেড় আনা। রেঙ্গুনে আমাদের দেশের মুদ্রাই প্রচলিত। এখানকার ডাকমাশুল ও টেলিগ্রাম-খরচ ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের ন্যায়। এই ব্রহ্মদেশও ভারতবর্ষের অন্তর্গত। সুতরাং এখানে আমাদের দেশের লোকের বিশেষ অসুবিধা নাই।

আমরা কলিকাতা হইতে রেঙ্গুন পর্য্যন্ত যে জাহাজে আসি, সেখানি ছোট হইলেও, তাহাতে আমাদের থাকিবার স্থান ঠিক দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের উপযুক্ত ছিল। সুতরাং তথায় আমাদের কোনও অসুবিধা হয় নাই। ৪ঠা এপ্রেল বুধবার বেলা ৪টার সময়ে আমাদিগকে ষ্টীমার যোগে অপর একখানি জাহাজে যাইতে হইল। এই জাহাজখানির নাম ওব্রা (Obra)। এখানি মাল-জাহাজ। ইহার গতি ঘণ্টায় ১০মাইল। ইহাতে যাত্রীদের জন্য ভাল বন্দোবস্ত নাই। আমরা একত্রে ১৬ জন; তন্মধ্যে ১০ জনের জন্য একটী কেবিন ও অপর ৬ জনের জন্য অন্য একটী কেবিন নির্দ্দিষ্ট হইল। প্রথমোক্ত কেবিনটী নিম্নশ্রেণীস্থ কর্ম্মচারীগণের ব্যবহারের জন্য নির্ম্মিত বলিয়া মনে হয়। ইহাতে একটীমাত্র দরজা আছে। তাহা বন্ধ করিলে পোতঘরে আলোক কিম্বা বাতাসের গতিবিধি হয় না। এরূপ কেবিনে অনেক দিনের (২১।২২ দিনের)

জন্য বাস করিতে হইবে বুঝিয়া, আমরা সকলে জাহাজের কাপ্তেনের নিকট একটী ভাল কেবিনের জন্য প্রার্থনা করিলাম; তিনি প্রত্যুত্তরে আমাদিগকে বলিলেন "এ বিষয়ে আমি কিছুই করিতে পারি না। জাহাজের এজেণ্টগণ যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহাই হইবে।" এই বলিয়া তিনি আমাদের ব্যবহারের জন্য একটী স্নানাগার ও একটী পায়খানা আমাদিগকে দেখাইয়া দিলেন। দুইই অত্যন্ত অপরিষ্কৃত ও কদর্য্য। জাহাজে আমরা যে, কিরূপ সুখে থাকিব, তাহা বেশ বুঝিলাম। কাপ্তেন সাহেবকে পুনর্ব্বার একটু সুব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। আমরা সকলেই তাঁহাকে জানাইলাম যে, আমরা পূর্ব্বে কখনও জাহাজে চড়ি নাই, সুতরাং আমাদের থাকিবার স্থান একটু ভাল না হইলে, আমাদের অত্যন্ত কষ্ট হইবে। উত্তরে তিনি বলিলেন "তোমরা টিকিটের অর্দ্ধমূল্য * দিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর সকল সুবিধা উপভোগ করিবার আশা করিতে পার না।" প্রভু কি এজেণ্টগণের নিকট হইতেই এ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন? যাহা হউক, আমরা বিস্ময়ান্বিত হইয়া, দ্বিরুক্তি না করিয়া, স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া গেলাম। যেরূপ দরিদ্র দেশের সন্তান, তাহাতে আমরা স্বচ্ছন্দে তৃতীয় শ্রেণীতে গমনাগমন করিতে পারি; তবে, দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট লইয়া, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণের ন্যায় ব্যবহৃত হইলে, আমাদিগকে মর্ম্মাহত হইতে হয়।

জাহাজের আরোহীদের খাইবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাঠকবর্গের জানা আবশ্যক। প্রাতে ৬টার সময় চা রুটী বা বিস্ক ,

---

* B. I. S. N. কোং শিল্প ও বিজ্ঞান সমিতির ছাত্রদিগকে অর্দ্ধ মূল্যে টিকিট দিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় এই যে প্রতি বৎসর উক্ত কোম্পানির একখানি মাল জাহাজ ব্যতীত আর কোনও জাহাজ জাপানে যায় না।

৮ টার সময় মাংস, ভাত, পাউরুটী, মাছ ইত্যাদি ; ১টার সময় চা, রুটী, কলা, আনারস বা পেঁপে এবং সন্ধ্যার সময় ভাত, মাংস, চপ, পুডিং, ইত্যাদি দেওয়া হয়। মোটের উপর খাদ্যের ব্যবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পেনাঙ্।

৫ই এপ্রেল বৃহস্পতিবার রাত্রি ৯ টার সময়ে রেঙ্গুন হইতে জাহাজ ছাড়িল। আমরা সকলে একত্র হইয়া উপাসনা করিলাম। জাহাজ ইরাবতীতে থাকিতে থাকিতেই আমরা ঘুমাইয়া পড়িলাম। সকালে উঠিয়া দেখি, আমরা ভারতমহাসাগরে আসিয়াছি। ভারতমহাসাগরে আসিয়া, অনতিদূরে একখানি জাহাজ দেখিলাম। প্রথমতঃ জাহাজের সর্ব্বাঙ্গ দেখিতে পাইলাম। পরে ক্রমান্বয়ে নিম্নভাগ অদৃশ্য হইতে লাগিল। জাহাজের মাস্তুল বহুক্ষণ ধরিয়া দেখিতে পাইলাম, কিন্তু পরে তাহারও আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। বাল্যকালে পৃথিবীর গোলাকারত্ব প্রমাণের জন্য ভূগোলে যাহা পড়িয়াছিলাম, আজ ১৫ বৎসর পরে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া, আমি বড়ই আনন্দিত হইলাম। অমনি আমাদের দেশের শিক্ষা-প্রণালীর দোষ গুণ মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, অনেক পড়িয়াছি, কিন্তু কিছুই শিখি নাই। অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু কিছুই দেখি নাই। যে টুকু শিক্ষা পাইয়াছি তাহাতে কেবল জ্ঞানের তৃষ্ণা হইয়াছে মাত্র ; কিন্তু সে তৃষ্ণার নিবৃত্তির উপযুক্ত কোনও শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের দেশে এখনও হয় নাই। দেশের সহৃদয় স্বদেশহিতৈষী মহোদয়গণ

এইরূপ শিক্ষার একটী সুব্যবস্থা করিলে, অচিরে দেশের মঙ্গল হইবে, সন্দেহ নাই। ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।

৯ই এপ্রেল সোমবার বেলা ৯।০ টার সময়ে পেনাঙে পৌঁছিলাম। পেনাঙের নিকটবর্ত্তী হইয়াই দেখি, সমুদ্রের মধ্য হইতে অনুচ্চ পর্ব্বত-পুঞ্জ মস্তক উত্তোলন করিয়া যেন আমাদের অভ্যর্থনার জন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পথে ৪ দিন অহোরাত্র সমুদ্রবক্ষে থাকিয়া আমরা যেন ভীত ও ক্লান্ত হইয়াছি; তাই যেন পেনাঙের পর্ব্বত প্রবরেরা আমাদিগকে সাহস দিতেছে। পর্ব্বতগুলিতে বৃক্ষাদি কিছুই দেখিলাম না। কিন্তু কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই দেখিলাম বৃক্ষসমাচ্ছন্ন শত শত ছোট বড় পাহাড় মধ্যে মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে। এখানকার সাগরে ধীবরেরা সামুদ্রিক মৎস্য ধরিবার জন্য নানারূপ সামপান-নৌকায় চড়িয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা যেরূপ ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতার সহিত নৌ-চালনা করিতেছিল, তাহা দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ইহারা পালের সাহায্যে বায়ুর প্রতিকূলে যে দিকে ইচ্ছা নৌকা চালাইতে পারে। বস্তুতঃ ইহারা যথা ইচ্ছা, যাইতে পারে। ইহাদের ব্যস্ততা দেখিলে, বোধ হয় যেন ইহারা সমুদ্রগর্ভে নিহিত কোনও বহুমূল্য রত্নের অন্বেষণে রত। ইহাদের নৌকাগুলি, তরঙ্গমালার ঘাত প্রতিঘাতের সহিত, উত্থিত ও পতিত হইতেছিল। পতনোন্মুখ নৌকাগুলি মুহূর্ত্তের মধ্যে দর্শকবৃন্দের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইতে লাগিল; বোধ হইল, যেন অতল সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য পর-মুহূর্ত্তেই আবার সেগুলি সগর্ব্বে বুক ফুলাইয়া, মাথা উঁচু করিয়া, ভাসিয়া উঠিল!

পেনাঙে জাহাজ নোঙ্গর করিবামাত্র এক জন সাহেব ডাক্তার আসিয়া আমাদিগকে পরীক্ষা করিলেন। দেখিতে দেখিতে কতকগুলি মাদ্রাজী মুসলমান টাকার বদল (Change) আনিয়া উপস্থিত হইল।

পেনাঙে আমাদের দেশের টাকা পয়সা চলে না। এখানে ডলার ও সেণ্ট প্রচলিত। এক টাকা প্রায় ৬০ সেণ্টের সমান। কিন্তু আমাদিগকে বাঁটা দিয়া ভাঙ্গাইতে হইল। আমরা প্রতি টাকায় ৫৭ সেণ্ট পাইলাম। এখান হইতে আমাদের দেশে চিঠি পত্রাদি লিখিতে ৪ সেণ্টের টিকিট ও ৩ সেণ্টের কার্ড লাগে। রেঙ্গুনের ন্যায় আমাদের দেশের টিকিট ও পোষ্টকার্ড চলে না।

দেখিলাম এখানকার সকলেই মোটামুটী কথা ইংরাজীতে বলিতে পারে। পেনাঙ্ সহরে যাইবার জন্য সামপান ভাড়া করিতে যাইয়া দেখি বোটম্যানেরাও ইংরাজী বুঝে ও সামান্য সামান্য কথা ইংরাজীতে বলিতে পারে। এই ভাষাকে পিজন (Pigeon) ইংলিশ বলে। জাহাজের পার্শ্বে অনেকগুলি সামপান আসিয়া দাঁড়াইলে আমরা জাহাজ হইতে জেটীতে যাইতে কত লাগিবে জিজ্ঞাসা করায় তাহাদের মধ্যে একজন বলিল "10 cent each, little raining, much trouble yet." অর্থাৎ প্রত্যেককে ১০ সেণ্ট দিতে হইবে। এক্ষণে একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে, বেশী বৃষ্টি হইলে খুব কষ্ট পাইতে হইবে। যাহা হউক, আমরা ৩০ সেণ্ট করিয়া ৬০ সেণ্টে ২ খানি সামপান ভাড়া করিলাম। প্রত্যেকটীতে ৮জন লোক ধরে। রেঙ্গুনের মাঝিগণ চাটিগাঁয়ে মুসলমান, কিন্তু এখানকার অধিকাংশ মাঝিই চীনাম্যান।

পেনাঙের জেটীতে নামিয়াই দেখি সম্মুখে একখানি ছোট দোকান। এখানে নানাপ্রকার ছবি ও টাকার বদল পাওয়া যায়। এই দোকানের পার্শ্বেই ঘোড়ার গাড়ী ও জিনরিক্সার আড্ডা। ইহার অনতিদূরে পোষ্ট আফিস। ঘোড়ার গাড়ী একটী ছোট বারমীজ ঘোড়ায় টানে এবং প্রত্যেক জিনরিক্সা একজন চীনাম্যানে টানে। দুইই সমভাবে চলে। একখানি জিনরিক্সায় একেবারে দুইজন চড়িতে পারে। এখানকার ও রেঙ্গুনের ঘোড়াগুলি

ছোট হইলেও খুব বলিষ্ঠ। ইহারা যত দ্রুত দৌড়িতে পারে কলিকাতার ভাড়াটীয়া গাড়ীর ২টী ঘোড়াও তত দ্রুত দৌড়িতে পারে না। জেটী হইতে পেনাঙের জলপ্রপাত বাগান * ৪৷৷০ মাইল। এতখানি পথ যাইতে আমাদের আধ ঘণ্টা মাত্র সময় লাগিয়াছিল। আমরা ৭ জনে ১ খানি ঘোড়গাড়ী ও ২খানি জিনরিক্সা ভাড়া করিয়াছিলাম। জিনরিক্সার ভাড়া ঘণ্টায় ৩০ সেণ্ট মাত্র। ঘোড়ার গাড়ী ও জিনরিক্সা একই সময়ে জলপ্রপাত বাগানে পৌঁছিল। আমরা তথা হইতে একজন পেনাঙবাসীকে ১০ সেণ্ট দিয়া সঙ্গে লইলাম। উক্ত ব্যক্তি আমাদিগকে পথ দেখাইয়া পাহাড়ের উপর লইয়া গেল। এই পাহাড়ের পাদদেশে বটানিক্যাল গার্ডেন। ইহাতে নানাদেশীয় নানারূপ বৃক্ষ রোপিত রহিয়াছে। আমাদের দেশীয় গাছ বড় বেশী দেখিলাম না। সহর হইতে ইহা প্রায় ১ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে লোকের সমাগম খুব কম। জলপ্রপাতের জলদগম্ভীর শব্দ ভিন্ন অন্য কোনও শব্দ নাই। পাহাড়ের প্রায় অর্দ্ধেক উঠিয়া জলপ্রপাত প্রথম দেখিতে পাইলাম। ইতিপূর্ব্বে আমি আর কখনও জলপ্রপাত না দেখিলেও এখানে দাঁড়াইয়া যেরূপ দৃশ্য দেখিলাম তাহাতে মনের তৃষ্ণা পূর্ণ হইল না। আমি মানসপটে জলপ্রপাতের যেরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলাম ইহা তাহা অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। বর্ষাকালে বৃষ্টির জল যেমন উচ্চস্থান হইতে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্থানে কলকলধ্বনি করিয়া পড়িতে থাকে এ শব্দও সেইরূপ। তবে একটু শ্রুতিমধুর।

অনন্তর আমি জলপ্রপাতের উৎপত্তির স্থান দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করায় আমাদের সঙ্গের সেই ব্যক্তি বলিল যে, ইহার উৎপত্তির

---

* জলপ্রপাতটী Botanical garden (উদ্ভিজ্জ বাগান) এর মধ্যে অবস্থিত বলিয়া জলপ্রপাত বাগান বলা হইয়াছে।

স্থান অগম্য, তবে আরও খানিক উঠিতে পারা যায়। শুনিবামাত্র আমরা কয়েকজন অতি কৌতূহলের সহিত ঊর্দ্ধদিকে ধাবিত হইলাম। ঠিক বলিতে পারি না, কতদূর উঠিয়াছিলাম, কিন্তু যেরূপ ক্লান্তি বোধ করিতে লাগিলাম, তাহাতে বোধ হইল অনেক দূর উঠিয়াছিলাম। আমরা ৭ জনের মধ্যে ৪ জন সর্ব্বোচ্চ স্থানে উঠিয়াছিলাম, সেখানে যাইয়া যাহা দেখিলাম তাহা বর্ণনাতীত। আমার কল্পিত চিত্র অপেক্ষা মনোহর। যখনই সে বিষয় চিন্তা করি, অমনি জলপ্রপাতটী সম্মুখে দেখিতে পাই। কিন্তু লিখিবার এরূপ ক্ষমতা নাই যে অপরকেও ঠিক সেই ভাবেই দেখাই। আমরা যে স্থলে শেষে দাঁড়াইয়াছিলাম সেখান হইতে ৭০।৮০ হাত উচ্চ হইতে ঠিক সোজাভাবে জল পড়িতে-ছিল। এই স্থানে জলের গতি প্রথম রোধ হওয়ায় বন্য সিংহ যেমন প্রথম রুদ্ধ হইলে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে থাকে এই জলপ্রপাতও সেইরূপ ভীষণ গর্জ্জন আরম্ভ করিয়াছে। অনেকক্ষণ গর্জ্জনের পর ক্লান্ত হইয়া মৃদুমন্দগতিতে নিম্ন দিকে ধাবিত হইতেছে। একবার বাধা পাওয়ায় সে বন্যভাব ক্রমান্বয়ে প্রশম্য হইয়া আসিয়াছে; কিয়দ্দূর গিয়াই পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপে সমস্ত গর্ব্ব খর্ব্ব হওয়ায় ইহার শেষ অবস্থা জানিবার জন্য আর কাহারও আগ্রহ রহিল না। মনুষ্য-জীবনও ঠিক ঐরূপ। যতদিন নিজের মনুষ্যত্ব থাকে ততদিন লোকে তাহাকে আদর করে। ইহার অভাব হইলেই জন-সমাজে হেয় হইতে হয়। জলপ্রপাত আমাকে নিঃশব্দে এই শিক্ষা দিল।

জলপ্রপাত দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে উহার ফটো দেখিয়াছিলাম। ভাবিলাম জলপ্রপাতটী দেখিয়া, পরে ১ খানি ফটো কিনিব। কিন্তু আমি ফিরিয়া আসিয়া আর সে ফটো * কিনিলাম না, কারণ তাহাতে

* এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিবার জন্য দেশে ফিরিবার সময় কয়েকখানি ফটো আনিয়াছি।

কিছুই নাই, সে শব্দ নাই, সে দৃশ্য নাই, সে ফটো অপেক্ষা অধিকত
সুন্দর ফটো আমি মানসপটে আঁকিয়া রাখিয়াছি।

পেনাঙ্ সহরটী অতি ছোট; কিন্তু অতি পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন
রাস্তাগুলি বিস্তীর্ণ ও সোজা, ইহাতে সংলগ্ন ফুটপাথ নাই। প্রায়
সমস্ত বাড়ীতেই পুষ্পোদ্যান আছে। রাস্তা দিয়া গমনকালে নানারূপ
স্নিগ্ধকর গন্ধে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। কোথাও কোনও শব্দ নাই। সব
নিস্তব্ধ। লোকে লোকারণ্য, কিন্তু কাহারও মুখে কোনও শব্দ নাই।
সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে ব্যস্ত। সহরে ইলেক্‌ট্রিক লাইট ও ইলেক্‌ট্রিক
ট্রাম। এমন সুন্দর সহর আর কোথাও দেখি নাই। আমি আমোদে
আত্মহারা হইয়া গেলাম এবং সমস্ত স্বপ্নময় বলিয়া আমার বোধ হইতে
লাগিল।

এখানকার আনারস ও কলা অতি সুস্বাদু এবং সস্তা। এখানে
নারিকেল গাছের সংখ্যা খুব বেশী দেখিলাম। গাছগুলি খুব বৃহৎ।
এখান হইতে নারিকেল নানাদেশে রপ্তানি হয়।

এখানকার অধিকাংশ প্রবাসীই চীনাম্যান। সকলেই ব্যবসাসূত্রে
আছেন। রেঙ্গুন ছাড়িয়া বাঙ্গালীর মুখ আর দেখিলামনা। শুনিলাম
পেনাঙে ২।৩ জন বাঙ্গালী আছেন। বোধ হয় তাঁহারা কলম
পিশিতেই এতদূর আসিয়াছেন। বাঙ্গালী ব্যবসায়ী একজনও
এখানে নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সিঙ্গাপুর।

আমরা ১১ই এপ্রেল বুধবার বেলা ১২ টার সময় সিঙ্গাপুর পৌঁছিলাম। সিঙ্গাপুর পৌঁছিবার পূর্ব্বে অনেকগুলি মনোহর দৃশ্য দেখিলাম। নিম্নে তাহার কতকগুলি বর্ণিত হইল।

প্রভাতে উঠিয়া দেখি, অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় সমুদ্র ভেদ করিয়া সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। অনেক গুলির উপর সুন্দর সুন্দর চিত্রাঙ্কিত ছবির ন্যায় বাংলা অবস্থিত। যতই সিঙ্গাপুরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, ততই বহুসংখ্যক মৎস্য ধরিবার নৌকা দেখিতে পাইলাম। পালযোগে নৌকাগুলি সর্ব্বদিকেই চলিতেছে, দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম।

সিঙ্গাপুরে জাহাজ জেটীতে লাগিলে, আমরা সকলে উক্ত সহর দেখিতে গেলাম। দেখিলাম এখানকার শ্রমজীবী প্রায় সকলেই চীনাম্যান। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই শরীর রুগ্ন কিন্তু সকলেই সমান পরিশ্রমী।

এখানে পৃথিবীর সমস্ত জাতিই ব্যবসায়সূত্রে আছে। কিন্তু কয়েকজন গুজরাটী ব্যতীত আমাদের দেশীয় ব্যবসায়ী কাহাকেও দেখিলাম না। ব্যবসায়ই জাতীয় উন্নতির প্রধান মূল। ইহা ব্যতীত, এ পর্য্যন্ত কোনও জাতি উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে পারে নাই। বর্ত্তমান সময়ে যে সমস্ত জাতিকে উন্নত দেখিতে পাই, তাহারা সকলেই ব্যবসায়ী। যাহারা ব্যবসায়ে যেরূপ উন্নত, তাহারা সেইরূপ জাতীয় উন্নতিলাভ করিয়াছে। সভ্য জগতে ব্যবসায়ই জাতীয় উন্নতির মূলমন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, বাণিজ্য জাতীয় জীবন গঠন ও পোষণ করিয়া থাকে।

বিষুব রেখার নিকটবর্ত্তী বলিয়া, এই স্থানটী নাতিশীতোষ্ণ। এখানে আমাদের দেশের ন্যায় নানারূপ ঋতু নাই।

সিঙ্গাপুরে প্রচুর পরিমাণে আনারস পাওয়া যায়। এখানকার আনারস অত্যন্ত সুস্বাদ্ ও সস্তা। এখান হইতে অনেক আনারস আমাদের দেশে চালান যায়।

সিঙ্গাপুরের জেটীতে নামিবার পূর্ব্বে, অনেক গুলি ছোট ও বড় "জেলি" মৎস্য দেখিতে পাইলাম। এ গুলির বর্ণ ঈষৎ লাল ও হলুদে। অন্যান্য মৎস্যের ন্যায় ইহাদের কোনও নির্দ্দিষ্ট আকার নাই। ইহারা ইচ্ছামত ছোট এবং বড় আকার ধারণ করিতে পারে। স্বভাবতঃ ইহাদের আকার ধুতুরা ফুলের ন্যায়। ইহাদের অবয়বের কোনও অংশ প্রস্ফুটিত নহে এবং চলিবার সময় ইহারা নানারূপ আকার ধরিয়া পুনঃপুনঃ জলে ডুবিতে ও উঠিতে থাকে।

সিঙ্গাপুর ছাড়িয়া যতই চীন সাগরাভিমুখে জাহাজ যাইতে লাগিল, ততই এই সমস্ত মৎস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চীনসাগরে পড়িয়াই, নানাজাতীয় সর্প কুণ্ডলী করিয়া ভাসিতেছে, দেখিলাম। ইহারা সকলেই নিস্পন্দ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছে। বিশাল সমুদ্রে পথ হারাইয়া, জীবনের সমস্ত আশা বিসর্জ্জন দিয়া, যেন গা ভাসাইয়া দিয়াছে। ইহাদিগকে দেখিলে কিঞ্চিন্মাত্রও হিংস্র বলিয়া বোধ হয় না।

এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক যে, সমুদ্রে নানাপ্রকার বিচিত্র জন্তু ও মৎস্য আছে। পাঠকবর্গ শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, সমুদ্রে একপ্রকার পক্ষবিশিষ্ট মৎস্য আছে যাহা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া কতকদূর চলিয়া যায় এবং একটু জলে পড়িয়া আবার উড়িতে থাকে। বঙ্গোপসাগরে এবং চীন-সাগরে ইহার সংখ্যাধিক্য দেখিয়াছিলাম। এই মৎস্যগুলির আকার তত বড় নহে। ইংরাজীতে ইহাদিগকে flying fish বলে।

শুক্লপক্ষে আমরা চীনসাগরে পড়িলাম। জ্যোৎস্নার আলো গায়ে মাখিয়া সুনীল সাগর রমণীয় মূর্ত্তি ধারণ করিল। সমুদ্র চন্দ্রের সমস্ত কিরণ কাড়িয়া লইয়া উহাকে নিষ্প্রভ এবং জ্যোতিহীন করিয়া উপহাস করিতে লাগিল। চন্দ্রও যেন ক্ষুব্ধ হইয়া, নিজ কিরণ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিল। এইরূপে উভয়ের মধ্যে এক প্রকার সুন্দর চিত্তরঞ্জন ক্রীড়া আরম্ভ হইল। বিমল-চন্দ্র-কিরণ-বিমিশ্রিত তরঙ্গমালা একবার উচ্চে উত্থিত এবং পরক্ষণেই নিম্নে পতিত হওয়ায় বোধ হইল, যেন সমুদ্র চন্দ্রকে তাহার রশ্মি ফিরাইয়া দিতে যাইতেছে, কিন্তু যেমনিই চন্দ্র নিজ রশ্মি লইতে অগ্রসর হইতেছে, অমনি সমুদ্র পশ্চাৎপদ হইতেছে। এইরূপ অনেকক্ষণ ক্রীড়া হইবার পর, হঠাৎ একখানি মেঘ আসিয়া দুইজনের মাঝখানে পড়িল। কি-জানি-কেন দুই জনেরই মুখ অন্ধকারময় হইয়া আসিল। সে হাসি খুসী আর কাহারও মুখে রহিল না। মনক্ষুণ্ণ হইয়া তাহারা সেদিনকার মত খেলা ভঙ্গ করিল। প্রকৃতির নিয়মই এইরূপ। কেহই কেবল আমোদ প্রমোদে সমস্ত সময় কাটাইতে পারে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হং কং।

পাঁচ দিন পরে একখানি জাহাজ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। আমরা সকলে অতি আগ্রহের সহিত উহা দেখিতে লাগিলাম। নূতন বর বিবাহ করিতে যাইবার সময় চতুর্দ্দিক হইতে পুরস্ত্রীগণ যেরূপ সাদরে গবাক্ষ দিয়া পথ পানে চাহিয়া থাকে, আমরাও সম্যক আগ্রহের সহিত সেইরূপ জাহাজখানি দেখিতে লাগিলাম। যতক্ষণ দৃষ্টির বহির্ভূত না হইল, ততক্ষণ উহা দেখিতে লাগিলাম। সপ্তম দিবসে

বৃষ্টি ও বাতাস হওয়ায় সমুদ্র অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল। সহসা চতুর্দ্দিকে অন্ধকার হওয়ায়, জাহাজখানি বারে বারে গম্ভীর শব্দ করিতে লাগিল। মনে হইল যেন, ভয় পাইয়া নিকটস্থ বন্ধুবর্গকে সাহায্যের জন্য ডাকিতেছে।

মধ্যে মধ্যে মেঘ ভীষণ গর্জ্জন করিতেছিল। কড় কড় শব্দগুলি যেন অতল সমুদ্রের নিম্নদেশ হইতে উত্থিত হইয়া সহস্র সহস্র কামানের ধ্বনির ন্যায় প্রতিপন্ন হইতেছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের জাহাজ খানি প্রকাণ্ড। কিন্তু এত প্রকাণ্ড হইলেও আর স্থির থাকিতে পারিল না। যে জাহাজ স্থির সমুদ্রকে অবজ্ঞা করিয়া অতি দ্রুত চলিত, আজ তাহার দশা অতি শোচনীয় হইল। ভয়ে তাহার সর্ব্ব অবয়বটি কম্পিত হইতে লাগিল। এই সময়ে গতি একরূপ রোধ হইয়াছিল বলিলেও চলে।

হে ঈশ্বর! এতদিন তোমাকে স্থির প্রকৃতির পুরুষ বলিয়া জানিতাম; কিন্তু আজ আর তোমাকে অস্থির ও চঞ্চল না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। ১৮ই তারিখে খুব ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় ঢেউগুলি দোতালার সমান উচ্চ হইয়া উঠিতে লাগিল। জাহাজের তেতালার ডেক পর্য্যন্ত জলে ভিজিয়া গেল। আমরা ডেকের উপরে আর অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিলাম না। সকলে কেবিনে (Cabin) যাইয়া বসিলাম। এইবার আবার সামুদ্রিক পীড়া অনেককে আক্রমণ করিল।

১৯শে এপ্রেল আমরা নিরাপদে হংকং পৌঁছিলাম।* এখানে জাহাজ জেটীতে না লাগায় সামপানযোগে সহর দেখিতে গেলাম। সহরটী পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। রাস্তাগুলি অতি সুন্দর ও পরিষ্কৃত।

* এই হংকং বন্দর এবং পূর্ব্বোল্লিখিত বন্দরগুলি সমস্তই বৃটিশ শাসনাধীন।

Peak Tramway Station — Peak Building

Peak Tramway

Hong Kong.

পাহাড়ের উপর ট্রাম গাড়ী হংকং।

এখানকার সমস্ত বাড়ীই দোতালা বা তেতালা। একতালা বাড়ী আদৌ দেখিলাম না। প্রায় সমস্ত বাড়ীই প্রস্তর নির্ম্মিত এবং চীনাম্যানেরাই উহার মিস্ত্রী। এখানে বহু সংখ্যক চীনজাহাজ দেখিলাম। এখানকার (Museum) যাদুঘরে যাইয়া চীনাম্যানদের নানা প্রকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কারুকার্য্য দেখিলাম। কাষ্ঠ খুদিয়া সুন্দর জাহাজ, কামান, ধর্ম্মমন্দির প্রভৃতি প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই সমস্ত দেখিলে চীনাম্যানদের প্রকৃত বুদ্ধির কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। জাহাজ হইতে তীরে যাইতে সামপান ভাড়া ২৫ হইতে ৩০ সেণ্ট পর্য্যন্ত। এখানকার কদলী অতি সুস্বাদু এবং বীচিবিহীন। বাহির হইতে কাঁচা বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে।

এখানকার Botanical Garden একটী পাহাড়ের উপর। আমি যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে আমাদের দেশীয় গাছের মধ্যে একটী মাত্র আম্র গাছ দেখিয়াছি। আর সমস্তই অন্য দেশীয়। চীনাম্যানেরা বড় শান্তিপ্রিয় বলিয়া বোধ হইল। সহস্র সহস্র কুলি একত্রে কাজ করিতেছিল, কিন্তু কাহারও মুখে কোনও উচ্চ কথা নাই। সহরে যতগুলি চীনাম্যান দেখিলাম, তাহারা সকলেই গম্ভীর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ক্রমান্বয়ে যত সহরের ভিতর যাইতে লাগিলাম ততই বেশী নিস্তব্ধতা বোধ করিতে আরম্ভ করিলাম। প্রায় সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে ব্যস্ত। কাহারও মুখে বড় একটা হাসি তামাসা নাই। জাপানে ঠিক ইহার বিপরীত। সকলেই স্ব স্ব কার্য্যের সহিত নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ করে। কার্য্যটা তাহাদের নিকট অতি সহজ বলিয়া বোধ হয়। সকলেই প্রফুল্ল অন্তঃকরণে, সহাস্যবদনে নিজ নিজ কার্য্য করে। হংকং এর পিক ট্রাম (Peak tram) অতি প্রসিদ্ধ। ইহাতে দুই শ্রেণীর গাড়ী থাকে। প্রথম শ্রেণীর ভাড়া ৫০ সেণ্ট এবং অপর শ্রেণীর ভাড়া ১৫ সেণ্ট মাত্র। যে পাহাড়ের উপর এই ট্রাম-

চলে, তাহা বেশ উচ্চ। উহার পাদদেশে একটী এবং প্রায় শিং
দেশে আর একটী ষ্টেসন। উপরের ষ্টেসনে ইঞ্জিন আছে। সে
ইঞ্জিনের সহিত একটী খুব মোটা লোহার তার সংলগ্ন থাকে।
তারের দুই প্রান্তে দুই খানি ট্রাম বাঁধা হয়। একই সময়ে একখানি
ট্রাম উঠিতে এবং অপর খানি নীচে নামিতে থাকে। ট্রাম লাইন
পাহাড়ের উপর প্রায়ই সোজাভাবে উর্দ্ধদিকে উঠিয়াছে। যখন ট্রাম
খানি উপরে উঠিতে থাকে, তখন রাবণের প্রস্তাবিত স্বর্গের সিঁড়ি
নির্ম্মাণের কথা বোধ হয় সকল হিন্দুরই মনে আসিয়া পড়ে। আমরা
সকলে এই ট্রামে চড়িয়া পাহাড়ে উঠিলাম। অনেক দূর উঠিয়া ট্রা
ষ্টেসনে থামিল। আমরা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে
পাহাড়ের আরও উপরে উঠিতে লাগিলাম। সেদিন কুজ্ঝটিকা হওয়া
বড় অন্ধকার হইয়াছিল। সুতরাং চতুষ্পার্শ্বের শোভা বড় কি
দেখিতে পাইলাম না। এই পাহাড়ের উপর অনেকগুলি সুন্দর সুন্দ
বড় বাড়ী আছে।

জাহাজে আমাদের ফিরিয়া আসিতে সন্ধ্যা হইল। সে রাত্রি
অত্যন্ত অন্ধকার। জাহাজের ডেকের উপর বসিয়া আমরা সক
সহরের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখি যে, তথায় অসংখ্য দীপমা
প্রজ্বলিত করা হইয়াছে। অমাবস্যার রাত্রিতে সুনীল আকা
তারকারাজি উদিত হইলে যেরূপ শোভা হয়, আজ হংকং সহরও ত
শোভা ধারণ করিয়া আমাদিগকে বিশেষ পরিতৃপ্ত করিল।

চীনা-শ্রমজীবীদের মধ্যে স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়েই সমা পরি
করিতে পারে। অসংখ্য স্ত্রীলোককে পুরুষের ন্যায় নৌকা পরিচা
করিতে, বোঝা বহিতে, দোকান এবং ফেরি করিতে দেখিয়া
ইহারা বিদেশীয়দিগের সহিত Pigeon ইংলিশে কথা বলিতে পা
এ সহরে বিদেশীয় জিনিষের আমদানিই বেশী বলিয়া বোধ হই

চীনাম্যানেরা দোকান খুব পরিপাটী রূপে সাজাইতে পারে, কিন্তু বাড়ীতে বড় অপরিষ্কারভাবে থাকে বলিয়া বোধ হয়। কারণ ইহাদের আবাসস্থল অত্যন্ত অপরিষ্কৃত এবং দুর্গন্ধময়।

চীনদেশে স্ত্রী-স্বাধীনতা থাকিলেও তত্রস্থ স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ বড় লজ্জাশীলা। ইহাঁরা আপন মনে রাস্তা দিয়া চলেন, কাহারও দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করেন না। ভারতবাসীদের মধ্যে অনেক পার্শী এখানে ব্যবসায়সূত্রে আছেন। এখানকার পুলিশের নীচের কর্ম্মচারী প্রায় সমস্তই শিখ। ইহারা সকলেই ভারতবাসীদিগকে যথা সাধ্য সাহায্য করিতে সর্ব্বদা উদ্যত। ভারতীয় (হিন্দি) ভাষায় কথা বলিলে ইহারা বড়ই প্রীতিলাভ করে এবং অতি আগ্রহের সহিত আলাপ করিতে প্রয়াস পায়।

চীনাম্যানদের অখাদ্য জিনিষ বোধ হয় জগতে কিছুই নাই! ইহারা ইন্দুর, শুকর, ভেক প্রভৃতি সমস্তই খায়। হংকং নগর হইতে ক্যাণ্টন নগর ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। শেষোক্ত নগরটী চীনরাজ্য-ভুক্ত। আমাদের সঙ্গীগণের মধ্যে কয়েকজন সেই নগর দেখিতে গিয়াছিলেন। শুনিলাম নগরটী চারিদিকে পাথরের প্রাচীর দ্বারা ঘেরা। বিদেশীয় লোকদিগের আবাসের জন্য নগরের বাহিরে একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। এখানকার রাস্তা গুলি অতি সঙ্কীর্ণ এবং ময়লা। রাস্তার দুই ধারে ঘন ঘন বসতি। নগরের রাস্তায় সূর্য্য-কিরণ কখনও পতিত হইতে পারে কিনা সন্দেহ। সহরটী সমস্ত সময়েই অন্ধকারময় এবং নিস্তব্ধ। শুনিলাম এখানে নাকি আজও পর্য্যন্ত নিতান্ত বর্ব্বর জাতির ন্যায় খড়্গ দ্বারা অপরাধীর মস্তক সদর রাস্তার ধারে বিচ্ছিন্ন করা হয়।

২২শে এপ্রেল ৪॥০ টার সময় হংকং হইতে জাহাজ ছাড়িল। এখান হইতে ইয়োকোহামা পর্য্যন্ত আসিতে আমাদের ৯ দিন লাগিয়াছিল।

চীনসমুদ্রে পড়িয়া অবধি পরিষ্কৃত দিন বড় পাই নাই। তবে কুজ্ঝটিকা ও বৃষ্টির মধ্যে সমুদ্রের অদ্ভুত তরঙ্গখেলা উপভোগ করিয়াছি। একদিন সূর্য্যাস্তের সময় যে শোভা দেখিয়াছি, তাহা বাস্তবিক বর্ণনাতীত। সমস্ত দিন মেঘাচ্ছন্ন থাকিয়া সূর্য্যাস্তের সময় ক্ষণেকের জন্য মেঘ-বিমুক্ত হইয়া পশ্চিম আকাশ পরিষ্কৃত হইয়া গেল। অমনি রক্তিম বর্ণ সূর্য্য আমাদের দৃষ্টিপথে ভাসিয়া উঠিলেন। আমরা অতি আগ্রহের সহিত তাঁহাকে দেখিতেছি, এমন সময় তিনি অপর একখানি মেঘের আড়ালে লুকাইয়া পড়িলেন। বোধ হইল, যেন নববধূ অবগুণ্ঠন সরাইয়া ঔৎসুক্যের সহিত ইতস্ততঃ দেখিতে যাইতেছিলেন, সহসা একজন অপরিচিত পুরুষের আগমনে পুনরায় মুখাবৃত করিলেন। লজ্জা পাইয়া সূর্য্য সে দিনের মত লুকাইলেন। পরদিন তাঁহাকে পুনরায় দেখিবার জন্য আমরা ব্যস্ত হইলাম; কিন্তু তিনি সে দিন পূর্ব্বাকাশে উদিত হইতে অনেক বিলম্ব করিলেন, এবং ক্ষণেকের জন্য উদিত হইয়া পুনরায় কয়েকদিনের জন্য অদৃশ্য হইলেন। সূর্য্যের এরূপ ব্যবহারে আমরা মর্ম্মাহত হইলাম। আমাদের মনে হইতে লাগিল, যেন আমরা জগতের সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছি। কারণ চীনসাগরে পড়িয়া অবধি অনবরত ঝড় বৃষ্টি এবং কুয়াসাতে সমস্ত দিন রাত্রি তমসাচ্ছন্ন হইয়াছিল। দিনে সূর্য্য উদিত হন না, রাত্রি কৃষ্ণপক্ষ হওয়ায় চন্দ্রও আকাশে উদিত হন না, এবং সর্ব্বদা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় তারকাবৃন্দও দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

২৬শে দিন পরিষ্কৃত হইল, কিন্তু সূর্য্য অতি নিষ্প্রভ হইয়া দেখা দিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড অতিক্রম করিয়া সূর্য্যকিরণ সমুদ্র বক্ষে পড়িতে ইচ্ছা করিতেছে কিন্তু এক খণ্ডের পর আর একখণ্ড, তৎপর আর একখণ্ড মেঘ আসিয়া পথ রুদ্ধ করিতে লাগিল। নৈসর্গিক শোভা কি মনোরম!

২৭শে ও ২৮শে দিন মেঘাচ্ছন্ন ছিল এবং মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইয়াছিল। ২৯শে জাপানের দক্ষিণাংশ আমরা দেখিতে পাইলাম। দিন অতি পরিষ্কৃত; সূর্য্য সহাস্যবদনে পূর্ব্বাকাশে উদিত হইলেন। এইবার আমাদের প্রকৃতই মনে হইয়াছিল যেন আমরা এতদিন পরে উদীয়মান সূর্য্যের (Land of the Rising Sun) দেশে আসিয়াছি। সেদিনকার সূর্য্যের তেজঃ অতি স্নিগ্ধকর বোধ হইতে লাগিল। আকাশের কোণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘ ছিল বটে, কিন্তু তাঁহাকে আবৃত করিতে কাহারও সাহস হইল না। সূর্য্য নিজ প্রভাবিস্তারে কাহারও বাধা না মানিয়া সুন্দর আকাশে টলমল করিতে লাগিলেন। ক্রমে যত উপরে উঠিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মূর্ত্তি প্রখরতর হইতে লাগিল। চীন-সাগর পার হইয়া জাপানসাগরে পড়িলাম। হঠাৎ সমুদ্রও প্রশান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল।

জাপানের নবাভ্যুদয়-শক্তির প্রভাব কি সাগর ও গ্রহগণকেও বিচলিত ও বিকম্পিত করিয়াছে?

৩০শে এপ্রেল বেলা ৪॥০ টার সময় আমরা ইয়োকোহামা বন্দরে পৌঁছিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তোকিয়ো।

ইয়োকোহামা বন্দর হইতে তোকিয়ো * রাজধানীতে ট্রাম কিংবা রেলযোগে যাইতে হয়। আমরা ৩০শে এপ্রেল রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় তোকিয়ো নগরীতে পৌঁছিলাম। অনেক মাল পত্র আমার সঙ্গে ছিল। সঙ্গে লইয়া যাওয়া কষ্টকর বিবেচনা করিয়া উহা Carrying Company'র নিকট জমা দিয়া রসিদ লইলাম। পরদিন অতি প্রত্যূষে আমাদের সমস্ত মাল বাসায় পৌঁছিল।

জাপানে মালপত্রাদি সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করিতে কিছু মাত্র অসুবিধা নাই। কারণ রেলে কোনও দ্রব্য চুরি হয় না। বাক্সে তালা চাবি না থাকিলেও কোনও ভয় নাই। ষ্টেসন যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, ইচ্ছা করিলে ভ্রমণকারিগণ তাঁহাদের স্ব স্ব মাল পার্শেল আফিসে জমা দিয়া রসিদ লইতে পারেন। প্রত্যেক মালের জন্য গুদামভাড়া প্রতিদিন দুই পয়সা (নি ছেন্) মাত্র দিতে হয়। এই স্থানে জিনিষ পত্রাদির বিশেষ যত্ন হয়। আমাদের দেশের রেলওয়ে ষ্টেসনগুলিতেও এরূপ ব্যবস্থা হইলে বড়ই ভাল হয়। এইরূপ একটা ব্যবস্থা হইলে আমাদের দেশের অনেক ভ্রমণকারীই নিশ্চিন্ত হইয়া যথেচ্ছা বেড়াইতে পারেন।

জাহাজ হইতে নামিয়া জাপানে পদার্পণ করিলেই তথাকার অধিবাসীদের নানা প্রকার চিত্র বিচিত্র রং বেরঙের ছিটের কিমোনো (পরিধেয় বস্ত্র) এবং গেতার (কাষ্ঠের পাদুকা বিশেষ) প্রতি দর্শক-বৃন্দের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। গেতা পায়ে দিয়া পুরুষ এবং স্ত্রীগণ 'খটাং

* জাপানীরা 'ট' ও 'র' উচ্চারণ করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহারা টোকিয়ো না বলিয়া তোকিয়ো বলিয়া থাকেন।

খট্ খট্' করিতে করিতে অতি সহজেই এবং অনায়াসে চলিতে থাকেন। উহা পায়ে দিয়া পর্ব্বতাদিতে আরোহণ করিতে এবং দৌড়াইতেও দেখা যায়। বৃষ্টির সময়ে যে গেতা ব্যবহৃত হয় তাহা অতি উচ্চ। ব্যবহারে অভ্যস্ত না হইলে উহা পায়ে দিয়া হাঁটিতে গেলে এক হাস্য রহস্যের অভিনয় হইয়া দাঁড়ায়। কারণ কাহার সাধ্য উহা পায়ে দিয়া সোজাভাবে চলিতে পারে?

জাপানী স্ত্রী এবং পুরুষের কিমোনো নবাগত ব্যক্তির দৃষ্টিতে একই প্রকারের বোধ হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। কারণ স্ত্রীলোক-দিগের কিমোনোর হাতার গোড়া (ছোদে) কাটা এবং পুরুষদিগের অপেক্ষা অধিক ঝুলানো। এতদ্ব্যতীত স্ত্রীলোকেরা কোমরে 'ওবি' (লম্বা কোমর বন্ধ বিশেষ) বাঁধিয়া উহা পৃষ্ঠের দিকে ঝুলাইয়া রাখেন। এই ওবি গুলি প্রায় রেশম নির্ম্মিত, সুতরাং মূল্যবান্। পুরুষেরাও কোমরে ওবি জড়াইয়া থাকেন; কিন্তু উহা পাতলা চাদরের ন্যায়, সুতরাং উহার মূল্য তত অধিক নহে।

তোকিয়ো সহরে পৌঁছিবার পরদিন প্রভাতে বাটীর সম্মুখস্থ রাস্তায় বাহির হইয়া দেখি, জাপানীরা সকলেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট এবং বলিষ্ঠ। তাঁহাদের মুখে সর্ব্বদাই হাসি, বিষণ্ণতার ছায়ামাত্র কাহারও মুখে পরিলক্ষিত হইল না। সদর রাস্তায় বাহির হইয়া দেখি, পথিকদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। ইহারা সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে ব্যস্ত। রাস্তাটী লোকে লোকারণ্য, কিন্তু রিক্সার খড়্খড়ি, ফেরিওয়ালার ঘণ্টার ঠন্ঠনি এবং ধীবরের বাঁশীর প্যাঁ পোঁ, ব্যতীত কাহারও মুখে কোনও উচ্চ বাক্য নাই। বাজারে এবং দোকানে অনেক বেচা কেনা হইতেছিল; কিন্তু দরদস্তুরী করিতে কোনও গোলমাল নাই। বোধ হইতে লাগিল যেন জাপানীরা উচ্চস্বরে কথা বলিতে জানেন না।

ট্রামের রাস্তা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া দেখি সেখানে সকল প্রকার

লোক দৌড়াদৌড়ি করিয়া ট্রামে চড়িতেছেন। মোড়ে একজন পুলি কর্ম্মচারী দণ্ডায়মান ছিল, যখন যাঁহার যাহা জানিবার আবশ্যক হইতেছিল, সে অতি বিনীতভাবে তাহা বলিয়া দিতেছিল। ইহাকে এবং অন্য সকলকে অতি ভদ্র এবং বিনয়ী দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিলাম। কারণ ওরূপ একটী নম্রজাতি আমি ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই।

অনন্তর বাসায় প্রত্যাগত হইয়া দেখি, পরিচারিকাগণ তরকারী-ওয়ালার সহিত এক গুরুতর রাজনীতিক বিষয় আলোচনা করিতেছে। তাহাদের সকলের হাতেই এক একখানি সংবাদপত্র ছিল। প্রথম দিনই এই সমস্ত দেখিয়া মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইল, তাহা পাঠকবর্গ বুঝিতে পারেন কি?

দ্বিতীয় দিনে জাপানীদের উপর আমার গাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। দেখিলাম, তাঁহাদের গুণ অসংখ্য এবং বর্ণনাতীত। আমি ঐ দিন বাণিজ্য বিষয়ক (Commercial museum) যাদুঘরে যাইতেছিলাম। পথিমধ্যে দিশাহারা হওয়ায় জনৈক জাপানী ভদ্রলোককে 'নো সে. নু-শো' (যাদুঘর) কোন্ পথে যাইতে হইবে জিজ্ঞাসা করায় তিনি অমনি বলিয়া উঠিলেন "আমি আপনাকে উহা দেখাইয়া দিব। এখান হইতে আরও দুই মাইল যাইতে হইবে।" আমি বলিলাম "আপনিও কি ঐ দিকে যাইতেছেন?" উত্তরে তিনি বলিলেন, "না, আমার ওদিকে কোনও কার্য্য নাই; কিন্তু আপনি নবাগত ব্যক্তি, আপনাকে পথ দেখাইয়া দেওয়া আমার একান্ত কর্ত্তব্য।" এই বলিয়া তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। বলিতে কি, তিনি উক্ত যাদুঘরে যাইবার উভয়েরই ট্রাম খরচ পর্য্যন্ত দিলেন এবং আমি তথায় উপনীত হইলে তিনি আমার নিকট হইতে বিদায় হইতে উদ্যত হইলেন। আমি তাঁহার

বারংবার ধন্যবাদ করিতে লাগিলাম। কিন্তু তিনি বলিলেন, "ধন্যবাদ দিতে হইবে না; আমি আমার কর্ত্তব্য কাজ করিয়াছি, ইহাতে ধন্যবাদের প্রত্যাশা করি নাই।" পথের মধ্যে তাঁহার সহিত আমার বেশ সৌহৃদ্য জন্মিয়া গেল। আলাপ করিবার সময়ে বোধ হইতেছিল যেন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক জাপানীর সহিত এক আধ ঘণ্টা আলাপ করিলেই যেন সেই ভাবটী মনে উদয় হয়। দেশীয় এবং বিদেশীয় নির্ব্বিশেষে আগন্তুকের প্রতি সদাচরণ এবং সম্যক্ আদর সম্ভাষণই বোধ হয় ইহার কারণ। জগতে কে এমন অধম আছে, উপকার করিলে যে ব্যক্তি উপকারকের বাধ্য না হয়? আমাকে যে ব্যক্তি 'নো-সো-মুশো' দেখাইয়া দিয়াছিলেন, আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

পথটী বেশ জানাশুনা হওয়ায় আমি ফিরিবার সময় একাকীই আসিয়াছিলাম। পথে কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিবার দরকার হয় নাই। ইহার কতিপয় দিবস পরে আমি একজন জাপানী পুলিশের ভদ্রতায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কোনও পরিচিত ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমি তাঁহার বাটীতে যাইতেছিলাম। ট্রাম হইতে নামিয়া রাস্তার মোড়ে একটা 'কোবান্ শো' (পুলিশ আফিস) দেখিতে পাইলাম। এই পুলিশ আফিসগুলি কিরূপ এবং তাহাদের কার্য্যপ্রণালী কি, এ স্থলে তাহা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক নহে। আফিস বলিলে স্বভাবতঃ যাহা বুঝায় তাহার কিছুই এখানে নাই। থাকিবার মধ্যে কেবল মাত্র সহরের একটী মানচিত্র, একজন সশস্ত্র পুলিশ কর্ম্মচারী, একটী ঘড়ি, টেলিফোন এবং কুটীরের বাহিরে স্তম্ভাগ্রে একটা ঘণ্টা। কুটীরটী অতি ক্ষুদ্র। উহা এত অপ্রশস্ত যে কেহ হাত পা ছড়াইয়া উহার ভিতর শয়ন করিতে পারে না। সুতরাং উক্ত কর্ম্মচারীকে সর্ব্বদাই একখানি টুলে উপবিষ্ট থাকিতে হয়।

প্রত্যেক বড় বড় রাস্তার মোড়েই এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুলিশ ষ্টেসন আছে। কাহারও কোন সন্ধান জানিতে হইলে ঐ সমস্ত স্থানে গমন করিয়া কর্ম্মচারিগণকে (সাধারণতঃ কনেষ্টেবল) বলিলে তাঁহারা অতি আগ্রহ সহকারে তাহা সম্পাদন করিয়া থাকেন। ঐ সমস্ত স্থানে দিবারাত্র সমভাবে পাহারা দিবার ব্যবস্থা থাকায় সহরে গভীর রাত্রিতেও ভয়ের বিশেষ কোন কারণ নাই। এতদ্ভিন্ন সহরের কোথাও আগুন লাগিলে উক্ত কর্ম্মচারিগণ স্ব স্ব ষ্টেসনের ঘণ্টা বাজাইয়া অধিবাসিগণের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া দেন। এইরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সহরের যেখানেই আগুন লাগে তাহা প্রচারিত হইয়া পড়ে। আগুনের ঘণ্টা তিন তিন বার ঠন্ ঠন্ করিয়া বাজিতে থাকে। ইহা শুনিয়া নিকটস্থ অন্যান্য ষ্টেসনেও ঘণ্টা বাজে। যতক্ষণ অগ্নি নির্ব্বাপিত না হয়, ততক্ষণ এইরূপে চারিদিক্ হইতে ঘণ্টার শব্দ শ্রুত হইতে থাকে।

সে যাহা হউক, উপরে যে মানচিত্রের কথা বলিয়াছি তাহাতে সহরের কোন্ কোন্ স্থানে রেল, ট্রাম, রিক্সা অথবা ষ্টীমার চলে এবং কোন্ রাস্তা কোথা হইতে আরম্ভ হইয়া কোথায় মিশিয়াছে ইত্যাদি স্থূল বিবরণ পাওয়া যায়। অধিকন্তু প্রত্যেক পুলিশ ষ্টেসনে সেই সেই বিভাগের অধিবাসিগণের নাম, ধাম, প্রভৃতি লিখিত থাকায় সহরের কোন বাটী খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য বড় একটা বেগ পাইতে হয় না; যে কেহ এই পুলিশদিগের শরণাপন্ন হইতে পারেন। বিদেশীয়দিগকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে হয় বলিয়া ইঁহারা অল্প অল্প ইংরাজী শিক্ষা করিয়া থাকেন। প্রায় সকল পুলিশ কর্ম্মচারীই স্বল্পবিস্তর ইংরাজী বলিতে ও বুঝিতে পারেন। বিদেশীয়দিগের পক্ষে ইহা কম সুবিধার কথা নহে।

উপরে যে 'কোবান্ শো'র কথা বলিয়াছি, তথাকার পুলিশ প্রহরী

একজন তরুণবয়স্ক যুবক ছিলেন। যথারীতি অভিবাদন করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে তিনিও আমাকে অভিবাদন করিলেন এবং অতি বিনীতভাবে আমার প্রয়োজন কি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, "কাল একজন ভদ্রলোকের সহিত আমার 'নিপ্পন গিঙ্কো'র (অর্থাৎ জাপান ব্যাঙ্ক) প্রাঙ্গণে পরিচয় হয়। তিনি আজ তাঁহার বাটীতে যাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। তাঁহার ঠিকানাটী আমি হারাইয়া ফেলিয়াছি, তবে তাঁহার এবং রাস্তার নাম স্মরণ আছে। যদি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার বাটীর নম্বরটী আমাকে বলিয়া দেন, তাহা হইলে বিশেষ বাধিত হই।" অনন্তর আমি সেই ভদ্রলোকটীর নাম করায় তিনি খাতা উল্টাইয়া বলিলেন, "ঐ নামের একজন লোক 'জুনিবান্ নো উচি' (অর্থাৎ ১২ নম্বরের বাটীতে) বাস করেন। চলুন আপনাকে দেখাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া তিনি আমাকে তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে বলিলেন। প্রায় আধ মাইল পথ গমন করিবার পর সেই স্থানে উপনীত হইলাম। তখন তিনি আমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহার এই ভদ্রতার জন্য বার বার ধন্যবাদ দিয়াছিলাম, কিন্তু তিনিও ধন্যবাদ চাহেন না বলিয়া উত্তর করিলেন। একজন পুলিশ কর্ম্মচারী নিজের ষ্টেসন ছাড়িয়া অর্দ্ধ মাইল পথ আমার সহিত গমন করায় আমি মনে মনে তাহাদের আচরণের সহিত আমাদের দেশের পুলিশ কর্ম্মচারিগণের ব্যবহারের তুলনা করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, জাপানীদের সভ্যতা বৃটিশ শাসিত ভারতে প্রচলিত হইতে এখনও বিলম্ব আছে।

খাতো ছান্ (উল্লিখিত ভদ্রলোকটী) এবং তাঁহার স্ত্রী আমাকে যথারীতি অভিবাদন করিয়া বসিতে 'ফুতোং' (আসন) দিলেন। তাঁহাদিগের ধন্যবাদ করিয়া আমি আসনে উপবিষ্ট হইলে পর মুহূর্ত্ত মধ্যে 'ওচা এবং ওকাশি' (পিষ্টক) তথায় উপস্থিত করা হইল। কিছুক্ষণ

আলাপ করিবার পরই বোধ হইতে লাগিল যেন তাঁহারা আমার চিরপরিচিত ছিলেন। জাপানীদের মত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতে অন্য কোনও জাতি পারে কি না জানি না। আমি তাঁহাদের যত জনের সংস্রবে আসিয়াছি সকলেই যেন আমার নিকট একইরূপ আলাপী এবং অমায়িক বলিয়া বোধ হইয়াছে। প্রায় সকল প্রবাসী বিদেশীয়দিগের মুখেই শুনা যায় যে, জাপানীদের এই ভাবটী আন্তরিক নহে, বাহ্য মাত্র। বাহ্যই হউক আর আন্তরিকই হউক, একটা জাতির মধ্যে কয়জনকে এরূপ পাওয়া যায়?

তবে জাতি হিসাবে ধরিতে গেলে জাপানীরা বেশ স্বার্থপর বলিয়া সহজেই অনুমিত হয়। এই দোষটী কি কেবল জাপ-চরিত্রেই পরিলক্ষিত হয়, না সকল উন্নত জাতিতেই সম্যক্ বর্ত্তমান আছে?

প্রায় এক ঘণ্টাকাল খাতো ছান্ এবং ওক্‌ছান্ (গৃহিণীকে জাপানীতে ওক্‌ছান্ বলে) এর সহিত আলাপ করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমি বাসায় আসিবার পথে এক মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য দেখিয়া চমকিত হইলাম। দেখিলাম, প্রায় ৫০ খানি গৃহস্থের বাটী পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের কাহারও মুখে চিন্তা কিম্বা দুঃখের লেশ মাত্র নাই। সকলেই স্বাভাবিক প্রফুল্লচিত্তে স্ব স্ব গৃহের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, কেহ বা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া ছাইগুলি সরাইয়া দিতেছেন। অগ্নি তখনও সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হয় নাই। তবে চারিদিক্ হইতে জল দেওয়ায় শীঘ্রই নির্ব্বাপিত হইল। স্থানটী লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল, কিন্তু কাহারও মুখে একটু শব্দও ছিল না। এইরূপ বিপৎপাতেও জাপানীদিগকে ধৈর্য্যচ্যুত হইতে না দেখিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইলাম। গৃহখানি পুড়িয়া যাইতেছে বলিয়া একটী রমণীকেও দুঃখিত দেখিলাম না। পাঠকবর্গ! আপনাদের হৃদয়ে অত বল আছে কি?

তোকিয়ো নগরীতে অবস্থানকালে আমি প্রায় প্রত্যহই নূতন নূতন স্থানে গমন করিতাম। তখন মনপ্রাণ সর্ব্বদাই উৎফুল্ল থাকায় আমি অসীম উৎসাহের সহিত সমস্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতাম। জাপানবাসী-দিগের মধুর চরিত্র আমার জীবনে এক সম্পূর্ণ অভিনব ভাব আনয়ন করিয়াছিল। দেশ এবং বাটীর কথা প্রায়ই ভুলিয়া যাইতাম। সর্ব্বদাই মনে পড়িত যেন এক স্বপ্নরাজ্যে স্বর্গীয় সুখ এবং শান্তিতে বাস করিতেছি। কারণ ইতঃপূর্ব্বে জীবনে আর কখনও তদ্রূপ নিরবচ্ছিন্ন সুখানুভব করি নাই। জাপান আমার নিকট ভূ স্বর্গ বলিয়া বোধ হইত।

তোকিয়ো হইতে কোবে যাইবার পূর্ব্বে আমি চীন, কোরিয়া, শ্যাম, ব্রহ্ম এবং ফিলিপিন দ্বীপের কতকগুলি যুবকের সহিত পরিচিত হই। জাপান যুবকদিগের ন্যায় ফিলিপিন যুবকদিগের উৎসাহ এবং স্ফূর্ত্তি দেখিলাম; কিন্তু অন্যান্য দেশের যুবকগণকে সর্ব্বদাই বিমর্ষ এবং নিরুৎসাহ বলিয়া বোধ হইল।

এসিয়াখণ্ডের প্রাদেশিক যুবকগণের তোকিয়ো নগরীতে প্রতি বৎসর একত্র সমবেত হইবার জন্য একটী সমিতি (Oriental Association) গঠিত হইয়াছে। জাপান-প্রবাসী সমস্ত ভারতীয় ছাত্র তাহার সদস্য। যে মাসে আমরা তোকিয়োতে পৌঁছিলাম, সেই মাসে উহার প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয়। এসিয়া খণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক যুবকবৃন্দের সহিত আমরা এই প্রথম পরিচিত হইলাম।

ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় গীত বাদ্যাদি হইবার পর কতকগুলি সারগর্ভ বক্তৃতা হয়। ঐরূপ একটী সমিতির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা এবং তাহার উপকারিতা কি তাহাই সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। বক্তৃতা শেষ হইলে কয়েকটী জাপানী প্রহসনের অনুষ্ঠান হয় এবং সর্ব্ব শেষে জলযোগের পর এক সঙ্গে সকলের ফটো লইলে সভা ভঙ্গ হয়।

জাপানীদিগের আর একটী গুণ নবাগত ব্যক্তি মাত্রেরই দৃষ্টি পথে পতিত হয়। রেল কিম্বা ট্রামের যাত্রিসংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইলেও টিকিট লইবার কিম্বা গাড়ীতে আরোহণ করিবার সময় একটুমাত্র গোলমাল হয় না। যিনি আগে আসিবেন তিনিই আগে টিকিট পাইবেন এবং গাড়ী চড়িবেন। সাধারণতঃ যাত্রিগণ সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে একজন আর একজনকে ঠেলিয়া আগে যাইতে পারেন; কিন্তু জাপানীদের কি অদ্ভুত ধৈর্য্য এবং আত্মসম্মানজ্ঞান, তাঁহারা কখনই তাহা করিবেন না। অনেক সময়েই টিকিট ঘরের বাহিরে ৫।৬রশি আন্দাজ জমি জুড়িয়া সারি দিয়া যাত্রিগণকে দাঁড়াইয়া থাকিতে, কখনও বা রৌদ্রে পুড়িতে, আবার কখনও বা বৃষ্টিতে ভিজিতে দেখা যায়, তথাপি তাঁহারা স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থান ছাড়িয়া অগ্রে কিম্বা পশ্চাতে যাইতে প্রয়াস পান না। এই সমস্ত কারণে যতই ভিড় হউক না কেন, পুলিশের কোনও প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশের যাত্রিগণের ব্যবহার কিরূপ তাহা হাবড়ার ষ্টেসনে গেলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

গাড়ীতে আরোহণ করিবার পর যদি বসিবার স্থানের অভাব হয়, তাহা হইলে যুবকগণ স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ করিয়া তথায় বয়োবৃদ্ধ কিম্বা স্ত্রীলোকদিগকে বসাইয়া দেন এবং অনুগৃহীত ব্যক্তিগণ স্বার্থত্যাগী যুবকদিগকে ধন্যবাদ করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন।

জাপানীরা অতি খর্ব্বাকার হইলেও তাঁহাদের যেমন বলবী[illegible] তেমনই উৎসাহ। তাঁহাদের কার্য্যকলাপ দেখিলে তাঁহারা যে[illegible]প শ্রমশীল এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ তাহা বেশ বুঝা যায়।

আমি জাপানে প্রায় তিন বৎসরকাল ছিলাম। এই সুদীর্ঘকাল তথায় কি করিতাম পাঠকবর্গ বোধ হয় শুনিতে উৎসুক হইয়া থাকিবেন। জাপানে পৌঁছান হইতে কোবের বোতাম ফ্যাক্টরীতে

বোতাম প্রস্তুত শিক্ষা করণ পর্য্যন্ত যাহা যাহা করিয়াছিলাম এখানে তদ্বিষয় একটু স্থূলভাবে আলোচনা করা যাউক।

যে কোনও দেশে গমন করিলে তথাকার ভাষা না জানিলে যে অসুবিধা হয় তাহা আমি বড় বেশী বুঝিতে পারি নাই; কারণ, প্রথমতঃ, জাপানে আমাদের পূর্ব্বে যে সমস্ত ভারতীয় ছাত্র শিক্ষার্থে গিয়াছিলেন তাঁহারা আমাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিতেন। দ্বিতীয়তঃ, আমি জাপানে যাইবার পথেই (জাহাজের মধ্যে) তদ্দেশীয় ভাষা যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়াছিলাম। তৃতীয়তঃ, ইংরাজী জানা লোক আজ কাল জাপানে অনেক পাওয়া যায়। তবে নিজে তদ্দেশীয় ভাষা জানিলে যেরূপ সুখানুভব হয় তাহা প্রায় ৫।৬ মাস পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

আমি জাহাজে থাকিতে থাকিতে যে কয়েকটী কথা মুখস্থ করিয়াছিলাম তাহার সাহায্যে মোটামুটী কিছু কিছু বলিতে ও বুঝিতে পারিতাম। ইহা দেখিয়া আমার সঙ্গীগণ প্রথম মাসেই আমাকে বাসা চালাইতে অনুরোধ করেন। বাসা চালাইতে গেলে নানারূপ লোকের সহিত কথাবার্ত্তা বলিবার সুযোগ ঘটিবে এবং হিসাব লিখিবার সময় দাস দাসীদিগের কথা শুনিয়া ভাষা কিছু কিছু শিখিতে পারিব, এই আশায় আমি আর তাঁহাদের অনুরোধের কোনও প্রতিবাদ করিলাম না। বস্তুতঃ, এই সুযোগে এক মাসের মধ্যে আমি অনেক কথা শিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। আমার আর ১৫ জন সঙ্গীর মধ্যে একজন মাত্র অন্যত্র গিয়াছিলেন। বাকি সকলেই এক সঙ্গে তোকিয়োর কেন্দ্রস্থলে এক বাটী ভাড়া করিয়া বাস করিতাম। প্রায় দেড় মাস পরে আমিও আমার জনৈক বন্ধু (মিঃ সেন) কোবেতে বোতাম-শিক্ষা করিতে গমন করি। তথায় যাইবার পূর্ব্বে তোকিয়ো সহরের কয়েকটী সাবান, পেন্সিল, ছাতা, কাঁচ ইত্যাদির কারখানা

গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুল (Art School) এবং কলাবিদ্যালয় (Technical Institution) দেখিয়া তথাকার উচ্চ রাজকর্ম্মচারীগণের সুপারেশ পত্র লইয়াছিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কোবে।

আমরা কোবেতে যাইয়া 'কুছাকারী' নামক জনৈক ভারতহিতৈষী জাপানী ভদ্রলোকের বাটীতে উপস্থিত হইলে, তিনি আমাদিগকে যথোচিত সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহারই বাটীতে বাসের ব্যবস্থা করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে আমাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে পর তিনি আমাদিগের শিক্ষার জন্য একটী বোতাম ফ্যাক্টরী স্থির করিলেন। মিঃ 'কুছাকারী' একজন ভাল ইঞ্জিনিয়ার, সুতরাং কোবে সহরে তাঁহার বেশ প্রতিপত্তি ছিল। বোতাম ফ্যাক্টরীর স্বত্বাধিকারী এবং ম্যানেজারের সহিত তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই বেশ আলাপ থাকায়, তিনি স্বয়ং আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া ফ্যাক্টরীতে গমন করিয়া আমাদের শিক্ষার যাহাতে সুব্যবস্থা হয় তজ্জন্য অনুরোধ করেন।

প্রায় ৬ মাস কাল আমরা মিঃ 'কুছাকারীর' বাটীতে থাকিয়া বোতাম প্রস্তুত শিক্ষা করিয়াছিলাম। তিনি যতদিন বাটীতে ছিলেন ততদিন আমরা সেখানে মহাসুখে ছিলাম। কিছুদিন পরে তিনি চাকুরী লইয়া স্থানান্তরে গমন করায় উক্ত বাটী বোর্ডিংএ পরিণত হয়। এই বোর্ডিং সম্বন্ধে পরে বলিব।

ফ্যাক্টরী হইতে আমাদের বোর্ডিং খুব নিকটে ছিল। আমরা প্রায় সর্ব্বদাই ফ্যাক্টরীতে থাকিতাম। জাপানী ভাষা ভালরূপ না জানায় সে সময়ে আমাদের বিশেষ কোনও অসুবিধা হয় নাই;

কারণ, ফ্যাক্টরীর স্বত্বাধিকারী মহাশয়ের পুত্র, মিঃ 'আয়োয়াঙ্গি' আমেরিকা-প্রত্যাগত হওয়ায় তিনি বেশ ইংরাজী জানিতেন। তিনি ও কারখানার ম্যানেজার সাহেব যেরূপ যত্ন এবং আগ্রহসহকারে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা আমরা কখনও ভুলিব না।

বোতাম ফ্যাক্টরীতে প্রবেশ করিয়া উহা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমরা মিঃ 'আয়োয়াঙ্গির' নিকট প্রত্যহ জাপানী ভাষা রীতিমত শিক্ষা আরম্ভ করি। প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে এই মহাত্মা এবং আমাদের বোর্ডিংস্থ কমারসিয়াল স্কুলের (Commercial School) ছাত্রগণই আমাদিগকে ভাষা শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত ছাত্রগণ আমাদিগের নিকট ইংরাজী শিক্ষা করিতেন এবং আমাদিগকে তৎপরিবর্ত্তে জাপানী ভাষা শিখাইতেন। এই সমস্ত কারণে কার্য্য চালাইবার উপযোগী ভাষা-জ্ঞান আমাদের অতি অল্প সময়ের মধ্যেই হইয়াছিল। অনেকে বলেন যে ভাষা রীতিমত শিক্ষা করিবার পর ফ্যাক্টরীতে প্রবেশ করা উচিত; কিন্তু আমি সে মতের অনুমোদন করি না। শুধু ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য জাপানে যাইয়া মাসিক ৫০৲ টাকা খরচ করা ভারতবর্ষের ন্যায় দরিদ্র দেশের ছাত্রগণের পক্ষে কষ্টকর। প্রথম প্রথম প্রচলিত কথাবার্ত্তা বলিতে ও বুঝিতে পারিলেই শিল্পশিক্ষার্থীগণের একরূপ চলিয়া যায়। এইরূপ ভাষা ঘরে বসিয়া শিক্ষা না করিয়া ফ্যাক্টরীতে যাইয়া শিখিলে ভাল হয়; কারণ, তাহা হইলে এক সঙ্গে দুই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। কারখানায় কারিকর ও কর্ম্মচারীগণের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে একদিকে ভাষা শিক্ষা হয়, অপর দিকে কারখানার কার্য্যও শিখা যায়। সুতরাং এইরূপ করিলে শিক্ষার্থীগণের মূল্যবান সময় আদৌ নষ্ট হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমি স্বয়ং ভাষা না জানিলেও ফ্যাক্টরীতে প্রবেশ করিয়া কার্য্যারম্ভ করিয়াছিলাম। এতদ্ব্যতীত জাপান-প্রবাস কালে যে সকল ভারতীয়

যুবকগণকে আমি ফ্যাক্টরীতে প্রবেশ করাইয়াছিলাম তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই জাপানে পদার্পণ করিয়াই স্ব স্ব কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন এবং আমি যতদূর অবগত আছি, তাঁহারা বেশ কাজ কর্ম্ম শিক্ষা করিতেছেন। ইঁহারা সকলেই কয়েক মাস কারখানায় গমনাগমন করিয়া যেরূপ ভাষা শিখিয়াছেন, পুস্তক লইয়া বাসায় বসিয়া সর্ব্বদা পড়িলেও সেরূপ পারিতেন কি না সন্দেহ।

আমি কোবে যাইয়া জাপানীদের প্রকৃত চরিত্র পাঠ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, পুরুষদিগের ন্যায় জাপানী স্ত্রীলোকেরাও খুব শ্রমশীলা এবং কর্ত্তব্যপরায়ণা। ছোট ছোট সন্তানগুলিকে ইঁহারা কাপড় দ্বারা পৃষ্ঠে বাঁধিয়া স্বচ্ছন্দে সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন। ইঁহাদের কাহাকেও একদণ্ডও বৃথা কাটাইতে দেখি নাই। ইঁহাদের কাহারও মুখে শোক কিংবা দুঃখের চিহ্ন আদৌ পরিলক্ষিত হয় না। ইহাঁরা সর্ব্বদাই হৃষ্টচিত্তা এবং হাস্যময়ী। আমি স্বচক্ষে যে হৃদয়বিদারক অভিনয় দেখিয়াছি, তাহা শুনিলে সহৃদয় পাঠকবর্গ বিস্ময়াপন্ন হইবেন, সন্দেহ নাই। আমাদের কারখানার ম্যানেজারের একটী এক বৎসরের কন্যা প্রায় তিন মাস জ্বরে ভুগিয়া কালের করালগ্রাসে পতিত হয়। কন্যাটীর মৃত্যুর সময়ে আমরা তথায় উপস্থিত ছিলাম। তাহার অসুখের সংবাদ জানিয়া আমরা প্রত্যহ দেখিতে যাইতাম এবং যদি উহাকে শুশ্রূষা করিবার জন্য আমাদের সাহায্যের দরকার হয়, তাহা কন্যাটীর মাতা ও পিতাকে প্রত্যহ বলিতাম। কিন্তু উঁহারা প্রত্যহ আমাদিগকে বারম্বার ধন্যবাদ দিতেন এবং বলিতেন, "কন্যাটী এক্ষণে অপেক্ষাকৃত ভাল আছে, সাহায্যের কোনও দরকার হইবে না। যখন দরকার হইবে, তখন বলিব।" একদা আমরা বৈকালে ৬ টার সময় কন্যাটীকে দেখিতে গিয়াছিলাম। আমরা গৃহের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র ম্যানেজার এবং তাঁহার স্ত্রী আমাদের সহৃদয়তার জন্য বারম্বার

ধন্যবাদ দিয়া বলিতেছিলেন "গতকল্য মেয়েটী একটু ভাল ছিল, কিন্তু আজ অপেক্ষাকৃত একটু খারাপ হইয়াছে। যাহা হউক,. আপনাদের সাহায্যের কোনও দরকার হইবে না। যখন দরকার হইবে নিশ্চয়ই আপনাদিগকে বলিব।" এই বলিয়া দুই জনেই হাস্যমুখে হর্ষোৎফুল্ল লোচনে আমাদিগকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছিলেন, এদিকে তাঁহাদের বহু যত্নের এবং স্নেহের পুত্তলিকা নিদ্রাদেবীর অঙ্কে চিরশান্তিতে নিদ্রিত হইল। আমরা সকলেই হাস্যমুখে কথাবার্ত্তা বলিতেছিলাম। ইতিমধ্যে কন্যার মাতা স্নেহপরবশ হইয়া তাহাকে দেখিতে গেলেন, যাইয়া দেখেন, কন্যা চিরনিদ্রাভিভূতা এবং নিস্পন্দা। দেখিবামাত্র তিনি স্বাভাবিক সহাস্য বদনে আমাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, "আপনারা যে আমাদিগকে সাহায্য করিতে চাহিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাদিগকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছি; কন্যাটীর শেষ হইয়াছে।" বলিবা মাত্র কন্যার পিতাও হাসিতে হাসিতে আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া মৃত কন্যাকে দেখিতে গেলেন। পিতার মুখে শোকের চিহ্ন একটু দৃষ্ট হইল বটে; কিন্তু শোক, মাতার হৃদয়কে আদৌ অধিকার করিতে পারিল না। দেখিলাম, শুধু রুষিয়া কেন, নৈসর্গিক দুর্ঘটনা ও জাপানীদের দুর্জ্জয় হৃদয়কে পরাভূত করিতে পারে না। সাবাস মাতা! তুমিই বীররমণী! তোমা হইতে খুব শিক্ষা পাইলাম। শোক! এ রাজ্যে তোমার স্থান নাই!

জাপানীরা মৃতদেহ কিরূপভাবে সৎকার করিয়া থাকেন, তাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য একটু বিবৃত করিয়া লেখা আবশ্যক। জাপানী রীতি অনুসারে মৃতদেহ ২৫ ঘণ্টা বাড়ীতে রাখিতে হয়। ঐ সময়ে মৃত ব্যক্তির পরকালের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে পুরোহিত নানা উপকরণে পূজা করিয়া থাকেন। পূজার উপকরণ সাধারণতঃ নানা প্রকার ফল, পিষ্টক, ধূপ এবং প্রদীপ। পুষ্পাদি কিছুই ব্যবহৃত হয়

না। তবে মৃতদেহটী যে দোলায় বা বাক্সে রক্ষিত হয়, তাহা পুষ্প দ্বারা সজ্জিত করা হইয়া থাকে। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পুরোহিতগণ চীনদেশীয় ভাষায় মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। বৌদ্ধধর্ম্ম চীন দেশ হইতে এখানে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া পুরোহিতগণ চীন-ভাষা ব্যবহার করেন। বুদ্ধদেব ভারতবাসী হইলেও, তাঁহার কোন ভারতীয় অনুচর জাপানে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসেন নাই। চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইলে, তথা হইতে ধর্ম্মপ্রচারকগণ এখানে আসিয়া উক্ত ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই কারণেই বোধ হয় পুরোহিতগণের মন্ত্রে সংস্কৃত কিংবা পালি ব্যবহৃত না হইয়া চীন-ভাষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পুরোহিতের ঠিক সম্মুখে মৃতদেহটী একটী সুরম্য বাক্সে বা দোলায় রক্ষিত হয়। উক্ত বাক্স কিম্বা চতুর্দ্দোলা একখানি বহুমূল্য বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া পুষ্প দ্বারা অতি সুন্দররূপে সাজান হয়। মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশ-ভূষা পরিধান করিয়া চতুর্দ্দিকে বসিয়া থাকেন। যেন একটী বৃহৎ পূজার আয়োজন করা হইয়াছে। সকলেরই মুখে স্বাভাবিক হাসি; কাহারও মুখে শোক কিংবা দুঃখের লেশ মাত্র পরিলক্ষিত হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের ফ্যাক্টরীর ম্যানেজারের কন্যার মৃত্যুতে তাহার মাতা কিংবা পিতা আদৌ কাঁদেন নাই। শুনিলাম, জাপানের সর্ব্বত্রই না কি এইরূপ! মৃত ব্যক্তির জন্য কাঁদিয়া যখন ফল নাই, তখন বৃথা কাঁদিয়া কি হইবে। প্রিয়জনের বিয়োগে সকলেরই প্রাণে সমান আঘাত লাগে। ঈশ্বরের সৃষ্ট সকল জীবের হৃদয়েই মায়া এবং মমতা সম্যক্ বর্ত্তমান রহিয়াছে। জন্ম হইলেই মৃত্যু অনিবার্য্য, সুতরাং জন্ম হইলেই সর্ব্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এ অবস্থায় মৃত ব্যক্তির জন্য অনর্থক শোক প্রকাশ না করিয়া, বরং হৃষ্টচিত্তে তাহার পরিণামের মঙ্গল কামনা করাই যুক্তিযুক্ত এবং একান্ত বাঞ্ছনীয়।

জাপানীরা এই মতাবলম্বী। ইহাঁদের অদম্য হৃদয়কে পরাজিত করিতে পারে এরূপ কিছু, শুধু জড় জগতে কেন, প্রকৃতিরও বহির্ভূত।

আমাদের দেশে কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার পরিবারস্থ সকলে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া শোক প্রকাশ করিয়া থাকেন। অনেকে বলেন, ইহাতে হৃদয়ের আবেগ কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হইয়া থাকে। কথাটীর সত্যতা কিছু থাকিলেও থাকিতে পারে; কিন্তু এরূপ প্রথা যে অতীব নিন্দনীয় তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত লক্ষণই ভয়াবহ এবং হৃদয়-বিদারক। এই সময়ে রোগী যেরূপ অশান্তি ভোগ করিতে থাকে এবং দুঃসহ যাতনায় জর্জ্জরিত হয়, তাহা যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই অবগত আছেন। এই সমস্ত কারণেই মৃত্যুকে লোকে অত্যন্ত ভয় করে। এতদুপরি প্রিয়জনের সকরুণ ক্রন্দন মৃত্যুকে অধিকতর বিভীষিকাময় করিয়া তুলে। সকলে মৃত্যুমুখী রোগীর কল্যাণের চিন্তা আদৌ না করিয়া, বৃথা চীৎকার করিয়া তাহাকে শেষ পর্য্যন্ত জ্বালাতন করে। মৃত্যুশয্যায় লোকে যেরূপ বর্ণনাতীত কষ্ট ভোগ করে, তাহাতে বোধ হয় সে সময়ে শান্তি এবং নিস্তব্ধতাই পরামর্শ-সিদ্ধ। সেই সময়ের শান্তিকেই চিরশান্তিতে পরিণত করা উচিত।

সন্ধ্যা ৬টার সময় ম্যানেজারের কন্যাটীর মৃত্যু ঘটে সুতরাং জাপানী রীতি অনুসারে তৎপরদিন ৭টার সময় মৃত শিশুটীকে সমাধি-স্থলে লইয়া যাইবার আয়োজন করিলেন। সমাধিস্থল পর্য্যন্ত আমরাও গিয়াছিলাম। মৃত দেহটী একটী সুন্দর দোলার ভিতর রাখিয়া দু জন কুলী উহা স্কন্ধে করিয়া লইয়া গেল। পরিবারস্থ আত্মীয়গণ শাদা বস্ত্র পরিধান করিয়া শবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। আমাদের সঙ্গে একজন পুরোহিতও গিয়াছিলেন। তাঁহার উপ-বেশনের জন্য একখানি চিত্রিত চেয়ারও সঙ্গে লওয়া হইল। আমরা

একত্রে প্রায় ২০ জন গিয়াছিলাম। কাহারও মুখে সময়োচিত শোকের চিহ্নমাত্রও ছিল না। কেবল অনভ্যস্ততাহেতু আমাদের দু জনের মনকে সময়ে সময়ে বিষাদের ছায়া আসিয়া অধিকার করিতে লাগিল। এবং যখনই পার্শ্বস্থ কোনও জাপানীর সহাস্যবদনের দিকে দৃষ্টি পড়িতেছিল, অমনি লজ্জা পাইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইতে লাগিলাম। এরূপ শোকের সময়েও যে কিরূপে বাজে গল্প করা যায়, তাহা আমাদের ইতিপূর্ব্বে কখনও জানা ছিল না। আমরা তৎসময়োচিত মৌনাবলম্বন করিতে যাইতেছিলাম, এবং মধ্যে মধ্যে পরিচিত জাপানী বন্ধুদের মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া চকিতের ন্যায় এদিক সেদিক চাহিয়া দুই একটী কথা হাসিমুখে বলিতে চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু কি-জানিকেন, মুখে হাসি প্রকটিত না হইয়া বরং অধিকতর গাম্ভীর্য্য আসিয়া পড়িল। এইরূপ অবস্থায় কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে, আর একটী মৃত শিশুর শব দোলায় চড়িয়া অন্যদিক হইতে আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিল। শেষোক্ত শিশুটী কোন ধনী লোকের সন্তান বলিয়া বোধ হইল। ইহার সহিত অনেক লোক ছিল। রাস্তার দুধারে সারি বাঁধিয়া অনেক লোক ফুলের তোড়া লইয়া যাইতেছিল, তৎপরে একটী পিঞ্জরে কতিপয় কপোত, তৎপরে শিশুর সুরম্য দোলা এবং সর্ব্বশেষে শিশুর আত্মীয় স্বজন কেহ রিক্সা কেহ বা পদব্রজে যাইতেছিলেন। দেখিলে সহসা একটী মঙ্গলময় দৃশ্য বলিয়াই অনুমিত হয়। আমাদের দেশে অন্নপ্রাশনের সময় যেরূপ সমারোহের সহিত শিশুকে দোলায় চড়াইয়া সর্ব্বত্র লইয়া বেড়ান হয়, এই শিশুটীর সমাধির ব্যবস্থাও তদনুরূপ হইয়াছিল। দুইটী শিশুর শব একত্র হওয়ায় রাস্তায় লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। আমরা সকলে ইহাদিগকে চির-পরিণয়-সূত্রে বন্ধন করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যথাসময়ে সমাধির পরম পবিত্র স্থানে উপস্থিত হইয়া বুদ্ধদেবের প্রশান্ত

মূর্ত্তির সম্মুখে ইহাদিগকে রাখা হইল। তৎপরে পুরোহিত দণ্ডবৎ হইয়া মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। ইঁহারাও আমাদের দেশের পুরোহিতগণের ন্যায় ঈষৎ চীৎকার করিয়া মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। জাপানীরা স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয় এবং প্রায়ই উচ্চকণ্ঠে কথাবার্ত্তা কহেন না। ইঁহাদের পুরোহিতকে উচ্চকণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে শুনিয়া আমরা একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম।

বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তির দক্ষিণ পার্শ্বে একটী প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া তাহার সম্মুখে একটী ধূপের পাত্র রক্ষিত হইল। এই ধূপ-পাত্রে মৃত শিশুর আত্মীয় স্বজন তাহার পরকালের মঙ্গল কামনা করিয়া মন্ত্রপাঠ-পূর্ব্বক ধূপ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরে আমরা সকলে ফিরিয়া আসিলাম, কেবল মাত্র একজন ভদ্রলোক এবং কয়েক জন কুলি সমাধির কার্য্য শেষ করিবার জন্য তথায় রহিল।

আমরা ফিরিয়া আসিবার সময় ফটকের নিকটবর্ত্তী হইলে একজন ভদ্রলোক আমাদের সকলের হাতে একখানি করিয়া চিত্রিত খাম দিলেন। কৌতূহলপরবশ হইয়া খুলিয়া দেখি উহার ভিতরে দুই-খানি পোষ্টকার্ড। এতদ্দর্শনে অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইয়া তৎপরদিন ইহার অর্থ অনুসন্ধানে জানিলাম যে, সমাধিস্থলে যাহারা মৃত ব্যক্তির সঙ্গে যায়, তাহাদিগকে ব্যবহারের উপযোগী কোনও জিনিষ উপ-ঢৌকন দিতে হয়। কেহ কেহ পিষ্টক কিংবা অন্য কোনও প্রকার খাদ্য দ্রব্য দিয়া থাকেন। আমাদের মধ্যে সকলে খাদ্যদ্রব্য পছন্দ না করিতে পারেন, তজ্জন্য পোষ্টকার্ড দেওয়া হইল। এইটী এবং অপর আর একটী রীতি বড়ই খারাপ বলিয়া বোধ হইল। মৃত ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া যদি তাঁহার সমাধির জন্য কিছু অর্থ তাহার আত্মীয়বর্গকে দেওয়া হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রদত্ত অর্থের দ্বিগুণ মূল্যের ব্যবহারোপযোগী জিনিষ ক্রয় করিয়া সাহায্যকারীগণকে দেওয়া

হয়। এই শেষোক্ত নিয়মটী অতীব নিন্দনীয় হইলেও, আমরা ইহা আমাদের ম্যানেজারের কন্যার মৃত্যু উপলক্ষে পালন করিয়াছিলাম।

জাপানীরা প্রাকৃতিক শোভা অত্যন্ত ভাল বাসেন। সৌখীন দ্রব্য যাহা কিছু ইঁহারা প্রস্তুত করিবেন, তাহাতেই প্রাকৃতিক শোভার কিছু না কিছু আভাস নিশ্চয়ই থাকিবে। জাপানীদের ঘরের দেওয়াল কাগজ-নির্ম্মিত। উহাতে নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কিত করা হয়। এমন কোন চিত্র নাই, যাহাতে প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কিত নাই। কাল্পনিক দৃশ্য এখানে বড় বেশী নাই। আমাদের দেশে তীর্থস্থানে যেরূপ লোকের সমাগম হয়, এখানে প্রাকৃতিক শোভার জন্য বিখ্যাত স্থলেও তদ্রূপ লোকের সমাগম প্রতিদিন হইয়া থাকে। জাপানীদের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই স্বভাবের শোভাকে অত্যন্ত আদর করেন। এই শোভা উপভোগ করিবার তৃষ্ণাও উঁহাদের অত্যন্ত প্রবল। ইহার জন্য কত দূরদেশে ইঁহারা কত অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। জীবিতাবস্থায় ইঁহারা স্বাভাবিক শোভার অন্বেষণে সতত ব্যস্ত থাকেন; এই জন্যই বোধ হয়, ইঁহাদের মৃত্যুর পর উহার মধ্যে শায়িত করা হয়। আমি যতগুলি সমাধিস্থান দেখিয়াছি, সমস্তগুলিই অতি সুন্দর জায়গায় অবস্থিত। যে সমাধিস্থলে কন্যাটীকে রাখিয়া আসিলাম, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিলেই, জাপানীদের প্রাকৃতিক শোভার প্রতি কিরূপ অনুরাগ তাহা সহজে বুঝা যাইবে। প্রকৃতিকে ইঁহারা বাস্তবিকই দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন। এমন কি, আধুনিক শিক্ষিত জাপানীদের মধ্যে, অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ইঁহারা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং পুনরায় প্রকৃতিতে মিশিয়া যাইবেন। মনুষ্য কিম্বা অন্যান্য জীব বৃক্ষলতাদির ন্যায় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়। ইঁহাদের সৃষ্টি করিবার জন্য কোনও বিধাতাপুরুষের প্রয়োজন হয় নাই। সকলেই আপনা হইতে

প্রকৃতির সাহায্যে উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপ একটী বিশ্বাস ইঁহাদের মনে বদ্ধমূল হওয়ায় আধুনিক জাপানীদের ধর্ম্মবিশ্বাস অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে।

যে স্থানে পূর্ব্বোক্ত শিশুদ্বয়কে সমাধি দেওয়া হইল, তাহার দৃশ্য অতি চমৎকার। এই স্থানটীকে প্রকৃতিদেবীর লীলাভূমি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই পবিত্র স্থানটী একটী পর্ব্বতশ্রেণীর পাদদেশে অবস্থিত। ইহার অনতিদূরে সুনীল সাগর চিরজাগ্রত হইয়া ভীমগর্জ্জন করিতেছে। মৃদুমন্দ বায়ু সমুদ্রবক্ষ হইতে প্রবাহিত হইয়া সমাধি স্থানটীকে পবিত্র স্রোতে ধৌত করিয়া পর্ব্বত-শ্রেণীর উপরিস্থ তরু-রাজির সহিত অনবরত ক্রীড়ায় মত্ত হইতেছে। সামান্য তৃণ হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহদাকার বৃক্ষ পর্য্যন্ত সকলেই বায়ুর সংযোগে একত্র নৃত্য করিতেছে। এরূপস্থলে আমাদের মনে বিষাদ আর বেশীক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিল না। বিমল বায়ুর পবিত্র স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গেল! প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতি নয়ন স্বতঃ নিপতিত হইল এবং ক্ষণেকের জন্য সমস্ত ভুলিয়া গিয়া, মনে কত কি ভাবিতে লাগিলাম। দেখিলাম, এই স্থানে যাঁহারা শায়িত আছেন, তাঁহারাই প্রকৃত পুণ্যবান্ এবং তাঁহারাই প্রকৃত শান্তি অনুভব করিতেছেন। ইঁহারা এই নির্জ্জন স্থানে পর্ব্বতোপরি শিরঃস্থাপন করিয়া, সমুদ্রজলে পদ প্রসারিত করিয়া, পরমানন্দে বীরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। ইঁহাদিগকে দেখিলে, মনে হয়, যেন সহস্র সহস্র ভাবী বীরের বীজ বপন করা রহিয়াছে। ইঁহাদের প্রত্যেক হইতে অসংখ্য বীরের উৎপত্তি হইবে।

জাপানীদের মৃতদেহ সৎকার সম্বন্ধে আর একটু বক্তব্য আছে। সাধারণতঃ জাপানীরা মৃত ব্যক্তিকে তাহার জন্মস্থানে সমাধি দিয়া থাকেন। যদি কাহারও মৃত্যু দূরদেশে ঘটে, তাহা হইলে তাহাকে দাহ করা হয় এবং তাহার দাঁত এবং কয়েক গাছি কেশ লইয়া তাহার জন্মস্থানে সমাধি দেওয়া হয়। আমরা যে বোতামের কারকাখানায়

(Factory) বোতাম প্রস্তুত করা শিখিতেছিলাম, তাহার স্বত্বাধিকারীর স্ত্রীর মৃত্যু কোবেতে হয়, সুতরাং তাঁহাকে কোবেতে দাহ করা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার জন্মস্থান তোকিয়ো বলিয়া তাঁহার দাঁত এবং কেশ তোকিয়োতে সমাধি দেওয়া হইয়াছে। জন্মভূমির প্রতি জাপানীদের কিরূপ অনুরাগ তাহা ইহা হইতে কিছু বুঝা যায়। প্রাণান্তেও ইঁহারা জন্মভূমি ত্যাগ করিতে চাহেন না। মৃত্যুর পর যখন এ জগতের কাহারও সঙ্গে আর কোনও সংস্রব থাকে না, তখনও মৃতদেহটী জন্মস্থানে রাখিবার জন্য ইঁহারা ব্যস্ত। মৃত্যু পর্য্যন্ত "স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি"র প্রতি ইঁহাদের অনুরাগ সম্যক বর্ত্তমান থাকে। মৃত্যুর পরেও যাহাতে ইঁহাদের সেই অনুরাগ পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা দেখাইবার জন্যই, ইঁহাদের মৃতদেহ সমুদয় জন্মভূমিতে সমাধি দেওয়া হইয়া থাকে। এই প্রথাটী অতি সুন্দর এবং প্রশংসনীয় নহে কি?

মৃত দেহটীর সমাধি শেষ হইলে, ৪১ দিন অশৌচ থাকে। এবং প্রতি মাসে পিষ্টক কিংবা অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য সমাধি স্থানে দেওয়া হয়। মাতা কিংবা পিতার মৃত্যু হইলে, একখানি কাষ্ঠে পুত্র তাঁহাদের নাম লিখিয়া ঘরের এক কোণে স্থাপিত করেন। প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যার সময়ে উক্ত স্থানে কিছু কিছু খাদ্য দ্রব্য দেওয়া হয়। এইরূপে জাপানে পূর্ব্বপুরুষদিগের পূজা প্রচলিত হইয়াছে। জাপানীদের প্রত্যেকের বাটীতেই পূর্ব্বপুরুষদের পূজার জন্য একটী নিভৃত স্থান নিরূপিত আছে। সেইখানে রীতিমত তাঁহাদিগকে নানারূপ উপকরণে পূজা দেওয়া হয়। পূর্ব্বপুরুষদিগকে ইঁহারা ঠিক দেবতাস্বরূপ পূজা করিয়া থাকেন। যে মহাত্মাগণের প্রসাদে সংসারে জন্ম হইয়াছে, তাঁহারা বাস্তবিকই দেবতা স্বরূপ এবং অর্চ্চনীয়। এইরূপে প্রতি পরিবারের ইতিহাস সযত্নে রক্ষিত হয়। মৃত পূর্ব্বপুরুষগণের সকলের নাম একই কাষ্ঠে লিখিত হয়।

ইহাতে এই বুঝায় যে মৃত্যুর পরও ইঁহারা পুনর্ব্বার সকলে একত্র বাস করিতেছেন।

এই পূর্ব্বপুরুষদিগের পূজা ইঁহারা বৎসরান্তে একবার করিয়া থাকেন। কাহারও মাতা কিংবা পিতার মৃত্যু হইলে, প্রথমতঃ কয়েক বৎসর প্রতিমাসে তাঁহাদিগকে পূজা করা হয়, পরে বৎসরান্তে একবার মাত্র।

পূজার অর্থ আমাদের দেশে যাহা বুঝায়, তাহা নহে। এ পূজায় পুষ্পাদি কিছুই লাগে না। কেবলমাত্র কিছু খাদ্য সামগ্রী এবং ধূপ ও প্রদীপ লাগে; এবং পরলোকগত ব্যক্তিগণের পরমাত্মার মঙ্গল ঈশ্বরের নিকট মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক প্রার্থনা করা হয়।

কোবের বোতাম ফ্যাক্টরীতে আমি যে কয় মাস ছিলাম তাহা কিরূপ ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল তাহার একটু বিবরণ সংক্ষেপে দিতেছি।

জাপানীরা, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা অতি প্রত্যুষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া থাকেন। সুতরাং দারুণ শীতের সময় ইচ্ছা না থাকিলেও আমাদিগকে লজ্জার 'খাতিরে' উঠিতে হইত। জাপানীরা সকাল ৬টার সময় আহার করিয়া ৭টার মধ্যে স্ব স্ব কার্য্যস্থলে গমন করেন। এই সমস্ত কারণে আমরাও ৬টার সময় উঠিয়াই হাত মুখ ধুইয়া আহার করিতে বসিতাম। প্রথমতঃ, এত সকালে আহারে প্রবৃত্তি হইত না; পরে ক্রমান্বয়ে অভ্যস্ত হইলে অল্প অল্প ক্ষুধাও লাগিত। ঠিক ৭টার সময় ফ্যাক্টরীতে পৌঁছিতে হইত। সেখানে ১২টা পর্য্যন্ত স্বহস্তে কাজ করিয়া পুনর্ব্বার বাসায় ফিরিয়া আসিতাম। এই সময়ে 'ফুরো'য় (স্নানাগার) যাইয়া স্নান করিতাম; পরে দুধ ও রুটি খাইয়া অর্দ্ধঘণ্টাকাল বিশ্রামান্তে আবার ফ্যাক্টরীতে যাইতে হইত। সন্ধ্যা ৬টার সময় বোর্ডিংএ ফিরিয়া আসিতাম এবং ৭টার মধ্যে সান্ধ্য-

ভোজন শেষ হইয়া যাইত। সন্ধ্যার সময় আহার শেষ হইলেও জাপান-অবস্থান কালে কখনও ১১টার পূর্ব্বে শয়ন করিতে পারি নাই; কারণ, ঐ সময়ের মধ্যে পরিচিত ব্যক্তিরা আমার বাসায় বেড়াইতে আসিতেন কিম্বা আমি তাঁহাদের বাটীতে যাইতাম। যেদিন কোথাও না যাইতাম কিম্বা কেহ আমার নিকট না আসিতেন সেই দিন বাসায় বসিয়া জাপান সম্বন্ধে নানাবিধ পুস্তক পাঠ করিতাম।

কোবেতে 'গবর্ণমেণ্টের' একটী Higher Commercial School আছে। মিঃ 'কোকুবো' উহার একজন অন্যতম বিখ্যাত প্রফেসর। তিনি ১৪ বৎসর কাল আমেরিকায় থাকিয়া শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সহিত আমার বেশ আলাপ হওয়ায় এবং তিনি বেশ ইংরাজী জানায়, আমি প্রায়ই তাঁহার বাটীতে সন্ধ্যারাত্রি যাপন করিতাম। মিঃ 'কোকুবো' আমার পরম হিতৈষী ছিলেন। তিনি গল্পচ্ছলে আমাকে অনেক উপদেশ দিতেন। জাপান সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহের পক্ষে তিনি আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। স্কুল লাইব্রেরী হইতে তিনি অনেক পুস্তক আমাকে পাঠ করিতে দিতেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার নিজের পুস্তকাগার আমার জন্য সর্ব্বদাই খোলা ছিল। 'কোকুবো' ছানের এই অমায়িক ভালবাসা আমার স্মৃতিপটে চির-জাগ্রত থাকিবে।

কোবে থাকিতে আর একজন সদ্বংশজাত শিক্ষিত ভদ্রলোকের সহিত আমার বেশ পরিচয় হয়। তিনি আমেরিকা হইতে কৃষিবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া সমগ্র জগৎ ভ্রমণ করতঃ কৃষিসম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশ বৎসরের উপর হইলেও উৎসাহে এবং উদ্যমে তিনি যুবকের তুল্য ছিলেন। প্রতিমাসে তিনি অন্ততঃ ৪।৫ বার আমাদের বোর্ডিংএ আসিতেন এবং আমাকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন।

জনৈক শিক্ষিতা ভদ্রমহিলার সহিতও এই সময়ে আমার আলাপ পরিচয় হয়। ইনি কোবের প্রধান বিচারপতির কন্যা। ইঁহার স্বামী একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সহিত আলাপ থাকায় তিনি তাঁহার স্ত্রীকে আমাদিগকে দেখিবার জন্য বোর্ডিংএ প্রেরণ করেন। এই মহিলার কতকগুলি জ্ঞানপূর্ণ প্রশ্ন শুনিয়া আমরা বুঝিয়াছিলাম যে তিনি একজন সামান্যা স্ত্রীলোক নহেন। স্বাধীন দেশের স্ত্রীলোক হইলেও তাঁহাকে যেরূপ লজ্জাশীলা এবং মধুরভাষিণী দেখিলাম তাহাতে স্বতঃই তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তির উদয় হইয়াছিল।

আর একটী ঘটনা এস্থলে উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বে যে সমাধিস্থলের কথা বলিয়াছি তাহা যে পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত তাহাকে 'মায়াছান্' * বলে। ইহা কোবের পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান। এই পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিয়া ফিরিয়া আসিতে স্ত্রীলোকদিগের সাধারণতঃ একদিন লাগে। উৎসব উপলক্ষে আজও পর্য্যন্ত সেখানে সময়ে সময়ে যেরূপ জনতা হয় তাহা দেখিলে পুরাকালে জাপানীদের ধর্ম্মবিশ্বাস কিরূপ প্রবল ছিল তাহার বেশ আভাস পাওয়া যায়। সেই দুর্গম বনে পাহাড়ের উপরে মায়াদেবী এবং বুদ্ধদেবের মন্দির দুইটী প্রস্তুত করিতে যে সমস্ত উপাদান লাগিয়াছিল তাহা আহরণ করাও কম পরিশ্রম ও ব্যয়সাপেক্ষ নহে। জনসাধারণের ধর্ম্মভাব অতি প্রগাঢ় না হইলে অত কষ্ট করিয়া কখনও সেই পাহাড়ে উঠিতে যাইত না।

পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে শিখর পর্য্যন্ত আন্দাজ ৪ মাইলের উপর

---

* বুদ্ধদেবের মাতা মায়াদেবীর স্মৃতি রক্ষণার্থে উক্ত পর্ব্বতকে মায়াছান্ নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

হইবে না; কিন্তু উঠিবার পথটী সমতল না হওয়ায় আরোহীগণকে অত্যন্ত ক্লান্ত হইতে হয়। যে পথ দিয়া পর্ব্বতে উঠিতে হয় তাহার উভয় পার্শ্বে বন এবং উহার একধার দিয়া একটী ছোট জলপ্রপাত মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হইতেছে।

একদা সন্ধ্যাকালে আমাদের বোর্ডিংএর জনৈক জাপানী বন্ধুর সহিত আমি ঐ পাহাড়ে আরোহণ করি। অতি কষ্টে দুই জন গন্তব্য-স্থানে পৌঁছিলাম বটে; কিন্তু শরীর এত অবসন্ন হইয়া পড়িল যে আর আমাদের চলিবার ক্ষমতা রহিল না। অতঃপর প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা বিশ্রাম করিবার পর খুব খানিক জলপান করিয়া একটু সুস্থ হইলে ধীরে ধীরে মায়াদেবীর মূর্ত্তি দর্শন করিতে গমন করিলাম। মন্দিরের বারান্দায় এক বিচিত্র শিলা-মূর্ত্তি দেখিলাম। ঠাকুরটী আকারে খর্ব্বকায় হইলেও তাঁহার উদরটী অপরিমিতরূপে স্ফীত। অনেকটা আমাদের সিদ্ধিদাতা গণেশের অনুরূপ। ভক্তগণ এই ঠাকুরের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া স্ব স্ব অবয়বের ব্যাধিগ্রস্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে হাত বুলাইয়া থাকেন। মাথা ধরিলে ঠাকুরের মাথায় হাত ছুঁয়াইয়া সেই হাত নিজ মস্তকে বুলাইতে হয়। আবার যাহার পেটের অসুখ থাকে, সে ঠাকুরের পেটে হাত দিয়া স্বীয় উদরে হাত বুলাইয়া থাকে। এই ঠাকুর নাকি সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি নাশ করিয়া থাকেন। এইরূপ 'সেকেলে' ধরণের লোকগুলির ধর্ম্মে অনেকস্থলে অন্ধ বিশ্বাস আজও পরিলক্ষিত হয়।

সেদিন আমাদের ফিরিয়া আসিতে রাত্রি ১২টা বাজিয়া যায়। যেরূপ শ্রান্ত হইয়া বাটীতে প্রত্যাগত হইয়াছিলাম তাহা 'ভুক্তভোগী' ব্যতীত অন্য কেহ ধারণাও করিতে পারিবেন না।

কোবের বোতাম ফ্যাক্টরীর কার্য্য শেষ হইলে আমি Celluloid (কৃত্রিম গজদন্ত) শিক্ষা করিবার জন্য কৃতসংকল্প হই।

সমগ্র জাপানে কৃত্রিম গজদন্তের কারখানা একটী মাত্র আছে।

উহাতে প্রবেশ করিয়া শিক্ষা করা দূরে থাকুক, একবার মাত্র ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখাও কষ্টকর; কারণ, অধিকারী মহাশয় উহা কাহাকেও দেখাইতে রাজি নন। আমার বন্ধুবর্গের মধ্যে অনেকেই বলিয়াছিলেন এবং আমিও ভাবিয়াছিলাম যে উক্ত ফ্যাক্টরীতে ঢুকিতে চেষ্টা করা বৃথা; কিন্তু "ইচ্ছা থাকিলেই পন্থা হয়" (where there is a will, there is a way) ইহা আমার খুব দৃঢ় বিশ্বাস থাকায় আমি ভগবানের প্রতি গাঢ় ভক্তি রাখিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সর্ব্ব প্রথমে His Excellency the British Embassyর নিকট যাইয়া তাঁহাকে আমার অভিপ্রায় জানাইলাম এবং তাঁহার নিকট হইতে একখানি সুপারিশ পত্র লইয়া His Excellency the Minister for Agriculture and Commerce of Japan এর নিকট গমন করিলাম। ইনি আমাকে Director of Agriculture and Commerce of Japan এবং ওসাকার শাসন-কর্ত্তার (Governor of Osaka) সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন। এই শেষোক্ত মহোদয়গণ আমাকে জাপান-প্রবাস-কালে যখনই প্রয়োজন হইয়াছে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহাদের অনুগ্রহেই আমি অনেকগুলি শিল্প শিক্ষা করিতে পারিয়াছি।

কৃত্রিম গজদন্ত নির্ম্মাণের কারখানাটী (Celluloid Factory) 'ওসাকা'য় অবস্থিত হওয়ায় তথাকার শাসনকর্ত্তা উক্ত ফ্যাক্টরীর অধিকারী মহাশয়কে কাছারীতে ডাকাইয়া আমাকে কারখানায় লইবার জন্য অনুরোধ করেন এবং জনৈক কর্ম্মচারীকে সঙ্গে দিয়া আমাকে উক্ত ফ্যাক্টরীতে যাইতে বলিলেন। আমি নির্দ্দিষ্ট দিনে তথায় উপনীত হইলে অধিকারী মহাশয় বলিলেন, "দেখুন মহাশয়, আমি এই ফ্যাক্টরী আজও পর্য্যন্ত নিজের দেশের লোককেও দেখাই নাই; আপনি বহু দূরদেশ হইতে আসিয়াছেন

এবং আমাদের মাননীয় শাসনকর্ত্তা মহোদয়ের বিশেষ অনুরোধে আপনাকে এই ফ্যাক্টরীটি একবার মাত্র দেখাইব। ক্ষমা করিবেন, এখানে আপনার কোনও শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিব না।" আমি শুনিয়াই অবাক্! একবার মাত্র সেই ফ্যাক্টরী দেখিয়া কি করিব! আমি চাই সেখানে প্রবেশ করিয়া কৃত্রিম গজদন্ত প্রস্তুতকরণ শিক্ষা করিতে। অনন্তর আমার সঙ্গের সরকারী কর্ম্মচারী মহাশয়কে একটু চাপ দিয়া অনুরোধ করিতে বলিলাম; কিন্তু অধিকারী মহাশয় অচল ভাবে সেই একই উত্তর দিলেন। উপায়ান্তর নাই দেখিয়া আমি সেদিনকার মত ফিরিয়া আসিলাম। অনন্তর নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টায় প্রায় তিনমাস কাল অতীত হইলে, উপরোক্ত কর্ম্মচারী মহোদয় 'ওসাকা'র শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক পুনরায় আমার সহিত প্রেরিত হন।

শেষ দিন যে সময়ে আমি উক্ত ফ্যাক্টরীতে যাই, তখন অধিকারী মহাশয়ের স্ত্রীও তথায় উপস্থিত ছিলেন। বাল্যকালে ইংরাজী পাঠ করায় এবং বিবাহের পূর্ব্বাবধি উহা শিখিবার জন্য জনৈক আমেরিকানের কোবেস্থিত বাসভবনে থাকায় ইনি বেশ ইংরাজী শিখিয়াছেন। বলিতেও হাসি পায়, অধিকারী মহাশয় সর্ব্বদাই কোট প্যাণ্ট আঁটিয়া বেড়ান; কিন্তু এক কথা ইংরাজীও জানেন না! সে যাহা হউক, আমি ফ্যাক্টরীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলে, তাঁহারাও আমাকে যথারীতি অভিবাদন করিলেন এবং দেশাচার অনুসারে আমাকে বসিতে আসন দিয়া 'ওচা' (অর্থাৎ গরম চা) এবং মিষ্টান্ন আমার সম্মুখে দিলেন। আমি তাঁহাদিগকে বারম্বার ধন্যবাদ দিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলাম এবং 'ওচা' পানান্তে পুনর্ব্বার ধন্যবাদ দিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম।

এই সময়ে আমি জাপানী ভাষা বুঝিতে ও বলিতে পারায় উরাইয়ামা ওক্‌ছান্‌কে (উরাইয়ামার স্ত্রী) বলিলাম, "আমি celluloid

এবং তৎসঙ্গে celluloid এর দ্রব্যাদি প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষার জন্যই দুস্তর সাগর পার হইয়া এত দূরদেশে আসিয়াছি, আশা করি, আমাকে ঐ সমস্ত শিক্ষা দিয়া আমার তথা ভারতবর্ষের উপকার সাধন করিবেন। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ওকুছান্ বলিলেন "পুরাকালে ভারতবর্ষ যখন উন্নত ছিল তখন আমরা সমস্ত বিষয় তথা হইতে শিক্ষা করিয়াছি। এমন কি আমাদের আচার ব্যবহার পর্য্যন্ত আপনাদের অনুকরণ মাত্র। আপনাদের দেশ হইতে ধর্ম্মালোক না পাইলে আমাদের বোধ হয় অস্তিত্বও থাকিত না। সে যাহা হউক, আপনি যখন এতদূর আসিয়াছেন তখন আপনার শিক্ষার ব্যবস্থা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।" এই বলিয়া উরাইয়ামা ছানের অনুমতি তিনি স্বয়ং লইয়া আমাকে সেখানে যোগদান করিতে বলিলেন। অনন্তর আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে স্ত্রীস্বভাব সুলভ ভারতীয় স্ত্রীজাতি সম্বন্ধীয় নানা প্রশ্নের উত্তর প্রাপ্ত হইয়া ওকুছান্ আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হইল।

এস্থলে 'কোবে'তে যে বোর্ডিংএ ছিলাম, তাহার কিছু বিবরণ দেওয়া উচিত। এখানে ৭।৮ জন Commercial school'এর জাপানী ছাত্র এবং আমরা দুইজন ছিলাম। আমরা দুই জনেই এক ঘরে থাকিতাম এবং প্রত্যেকে মাসিক ১৫ ইয়েন্ অর্থাৎ প্রায় ২৩৲ টাকা দিতাম। আমাদিগকে সকালে গরম ভাত ও একটী ভাজা (আলু, বেগুন কিম্বা কুমড়া) ; দ্বিপ্রহরে একপোয়া আন্দাজ দুধ, পাউরুটী ও চিনি, এবং সন্ধ্যাকালে ভাত এবং একটী মৎস্য কিংবা নিরামিষ তরকারী দেওয়া হইত। উপরোক্ত ভাজা এবং তরকারী তৈল, লবণ এবং curry powder (মিশ্রিত মসলার গুড়া) সংযোগে প্রস্তুত করা হইত, উহা দ্বারাই কোনও রকমে প্রাণ রক্ষা করা যাইত। জাপানী ছাত্রেরা মাসিক ৯ ইয়েন অর্থাৎ প্রায় ১৩৲ টাকা দিয়া পৃথক্

পৃথক্ কক্ষ পাইয়াছিল এবং তাহাদের আহারের ব্যবস্থাও বে ভদ্রোচিত ছিল।

কোবে থাকিতে জাপানী প্রথার রন্ধন কখনও খাইতে চেষ্টা করি নাই; কারণ উহার তীব্র গন্ধ আমাদের আদৌ সহ্য হইত না। আমার বন্ধু শ্রীযুত সেন মহাশয় বাস্তবিকই বলিতেন যে জাপানীরা যাহা খান তাহাতেই 'কুচ্ছুরী' অর্থাৎ ঔষধ মিশ্রিত করেন। প্রথমাবস্থায় যেখানে জাপানী রন্ধন হইত সেখানে তিষ্টিতেও পারিতাম না। বোর্ডিংএ থাকিবার সময়ে অনেক সময়েই রন্ধনকালে নাকে কাপড় বাঁধিয়া দ্বিতলের উপর বসিয়া থাকিতাম, কিম্বা গন্ধ অতি বিকট হইলে গৃহের বাহিরে গিয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতাম। যে খাবার এক-কালে এতই ঘৃণিত বোধ হইয়াছিল, কালক্রমে আমি তাহার বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলাম। জাপানী পরিবারে বাস করিবার অভিপ্রায়ে আমি তদ্দেশীয় রন্ধন অল্প অল্প প্রত্যহ ঔষধের ন্যায় খাওয়া অভ্যাস করিতাম। অবশেষে আমার নিকট উহা বেশ ভালই লাগিত।

কোবে একটী সদর বন্দর হওয়ায়, সেখানে অনেক বিদেশীয় এবং আমাদের দেশীয় বণিক্ বাস করেন। এই কারণেই অর্থ থাকিলে সব্ব প্রকার খাদ্য দ্রব্যই তথায় পাওয়া যায়, কিন্তু 'ওসাকা' উহার বিপরীত, এটী জাপানের কারখানা এবং আড়তের কেন্দ্রস্থল। এখানকার অধি-বাসিগণ (অধিকাংশই ব্যবসায়ী) তোকিয়ো কিংবা কোবের অধিবাসীদিগের ন্যায় ভদ্র ও নম্র নহেন। এতদ্ব্যতীত ইঁহাদের ভাষাও অতি কদর্য্য। ইহাতে আদৌ লালিত্য নাই, শুনিতে যেমন নীরস তেমনি কর্কশ। তবে এখানকার লোকেরা (স্ত্রী এবং পুরুষ) শিল্পকার্য্যে সিদ্ধহস্ত এবং অত্যন্ত শ্রমশীল। আজকাল 'ওসাকা'তে প্রস্তুত না হয় এমন জিনিষ জগতে খুব কমই আছে। এখানে ভিন্ন ভিন্ন এবং একই

জিনিষের কারখানার অবধি নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে 'ওসাকা'র প্রতি গৃহই এক একটী কারখানা বিশেষ। এই বৃহৎ সহরটীর (আয়তনে কলিকাতার প্রায় সমান) যেখানে যাইবেন সেইখানেই কারখানা দেখিতে পাইবেন। দরিদ্র লোকের বাটীতে গেলে দেখিবেন, গার্হস্থ্য কার্য্য হইতে অবসর পাইলেই তাহাদের স্ত্রী কন্যাগণের কেহ সূতা পাকাইতেছে, কেহ দেশলায়ে কাটী পুরিতেছে, কেহ হয়ত গেঞ্জি ও মোজা সেলাই করিতেছে। এইরূপ সমস্ত কার্য্যই বড় বড় কারখানা হইতে ইহারা লইয়া থাকে। ভদ্র লোকের বাটীতে যাইয়া দেখুন, তথাকার স্ত্রী কন্যাগণের কেহ রেশমের উপর কারুকার্য্য, কেহ কৃত্রিম ফুল, আবার কেহ বা নানাপ্রকার বস্ত্রাদি সেলাই কার্য্যে সর্ব্বদাই রত। ইঁহাদের অনেকেই নিজকৃত শিল্প দ্বারা বেশ দুপয়সা উপায় করিয়া থাকেন। যাঁহারা উপায় করিতে ইচ্ছুক নহেন, তাঁহারা সংসারের সমস্ত কার্য্য স্বহস্তে করিয়া খরচের ভার অনেক কমাইয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত নিম্নশ্রেণীস্থ (অবশ্য জাতির হিসাবে নহে, দারিদ্র্যের হিসাবে) স্ত্রীলোকেরা ফ্যাক্টরীতে কার্য্য করে। জাপানে হাট বাজারের ভার স্ত্রীলোকেরই উপর থাকে। এইরূপে কেহই কাহারও উপর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করেন না। সকলেই স্বাধীনভাবে থাকিতে চেষ্টা করেন এবং সেইরূপ ভাবে থাকিতে পারিলেই আপনাদিগকে সুখী মনে করেন।

ফলকথা, যে যে কাজ মেয়েদের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে, জাপানীরা তাহা তাহাদেরই হস্তে ন্যস্ত করিয়া, পুরুষোচিত কার্য্যগুলি নিজেরা করিয়া থাকেন। এইরূপে স্ত্রী পুরুষ একত্রে কার্য্য করায় জাপানের উন্নতি এত শীঘ্র হইতেছে। আমাদের ন্যায় এক অঙ্গ অকর্ম্মণ্য হইলে, আজ জাপানী জাতির কি অবস্থা হইত কে বলিতে পারে?

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

'ওসাকা'

শিল্প শিক্ষার্থীগণের পক্ষে 'ওসাকা' সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান। এখানে একটী উচ্চ শ্রেণীর কলাবিদ্যালয় (Technical institution) আছে। আমি অনেক সময়েই ইহার প্রফেসারদিগের নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই জার্ম্মানী এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ প্রত্যাগত। আমি যখন যে জন্যই তাঁহাদের শরণাপন্ন হইয়াছি, তাঁহারা তদ্দণ্ডে তাহা আমাকে বলিয়া দিয়াছেন। ইঁহারা ভারতীয় ছাত্রদিগকে সাহায্য করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছেন। ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি আশা করা যাইতে পারে? এখানে প্রত্যেক জিনিষের কারখানা অনেকগুলি আছে; এবং উহা ছোট বড় উভয় প্রকারের হওয়ায় শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে খুব সুবিধার বিষয় সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ বৃহৎ কারখানা দেখিলে মস্তিষ্ক বিকৃত হইতে পারে; তজ্জন্য ছোট ছোট ফ্যাক্টরীর কার্য্য-প্রণালী সূক্ষ্মভাবে শিক্ষা করিয়া বড় কারখানায় যোগদান করিলে অথবা কয়েকবার পরিদর্শন করিলেই চলিতে পারে। 'ওসাকা' ভিন্ন জাপানের অন্য কোথাও এই সুবিধা-টুকু সমভাবে নাই। তোকিয়োতে অনেক ফ্যাক্টরী আছে বটে; কিন্তু উহা প্রায়ই অতিবৃহৎ। এতদ্ব্যতীত সেখানে সর্ব্বপ্রকার জিনিষ প্রস্তুত হয় না।

কিরূপ ভাবে থাকিলে কম খরচে অথচ স্বচ্ছন্দ ভাবে থাকা যায় তাহা নির্ণয় করিবার জন্য আমি কোবে, ওসাকা, এবং তোকিয়োতে অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াছি। নিজেদের লোক ৩।৪ জন একত্র হইয়া একটী ঝি রাখিয়া পৃথক্ বাটী করাই আমার মতে শ্রেয়ঃ। তাহা

হইলে বেশ স্বাধীনভাবে থাকা যায় এবং আমাদের অনেকগুলি স্বভাবজাত দোষ জাপানীদের সূক্ষ্ম খুঁৎ নজরে পতিত হইতে পারে না, সুতরাং তাহার জন্য হাস্যাস্পদও হইতে হয় না।

উরা ইয়ামা বংশ।

সে যাহা হউক, 'ওসাকায়' যাইয়া কি করিতাম তাহার একটী বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া আবশ্যক। তথায় পৌঁছিয়াই Celluloid (কৃত্রিম গজদন্ত) ফ্যাক্টরীর স্বত্বাধিকারী মহাশয়ের বাটীতে গেলাম। তিনি তাঁহার বাটীতে থাকিতে আমাকে বারংবার অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তাঁহার গলগ্রহ হইয়া থাকা আমি ভাল বিবেচনা করিলাম না। সুতরাং অনুগ্রহের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া অন্যত্র কোথাও বাসস্থান আছে কি না জিজ্ঞাসা করায়, তিনি তাঁহার শ্বাশুড়ীকে আমার জন্য একটী বোর্ডিং দেখিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। ওবাছানের (বৃদ্ধাকে জাপানীতে ওবাছান্ বলে) বয়স ৬৫ বৎসর হইলেও তাঁহার স্ফূর্ত্তি দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। শুনিবামাত্র তিনি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে একটী বোর্ডিংএ বন্দোবস্ত করিয়া প্রত্যাগত হইলেন। এত অধিক বয়সেও তাঁহার অসীম উৎসাহ এবং স্ফূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার সমবয়স্ক ভারতীয় বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাদের দুরবস্থা আমার মনে পড়িল। অনন্তর কিছুক্ষণ পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মাপ করুন, আপনার বয়স কত হইবে? আপনার কখনও কোনও অসুখ হয় নাই কি?"

ওবাছান্ উত্তর করিলেন, "আমার বয়স ৬৫ বৎসর। আমি জীবনে কখনও কোনও কঠিন পীড়াগ্রস্ত হই নাই; সুতরাং আমার স্বাস্থ্য ভালই আছে। জাপানে আমার ন্যায় সুস্থ এবং সবল বৃদ্ধ

বৃদ্ধা অনেক আছেন। আমরা সাধারণতঃ ৭০।৮০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচি এবং মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যথোচিত কাজকর্ম্ম করিয়া থাকি। দেশের জল বায়ু ভাল হওয়ায় এবং আমরা সর্ব্বদাই প্রফুল্লচিত্তে কালযাপন করায় আমাদের পরমায়ুঃ বোধ হয় আপনাদের দেশের লোক অপেক্ষা অধিক। শোক কিংবা দুঃখ আমাদিগকে অভিভূত করা দূরে থাকুক, উহা আমাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে না; কিন্তু শুনিতে পাই ভারতবাসীগণ শোক কিংবা দুঃখ আদৌ সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহারা নাকি অতি অল্পতেই অধীর হইয়া পড়েন। আমার বোধ হয় এই কারণেই আপনারা অতি অল্পদিন বাঁচেন। এতদ্ভিন্ন আপনাদের দেশের জল বায়ুও জাপান অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট।"

ওবাছানের জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিয়া আমি অবাক্ হইলাম। একজন সাধারণ ঘরের 'সেকেলে' বৃদ্ধার সহিত আলাপ করিয়া দেখি তাঁহারও নিকট আমাদের শিক্ষা করিবার অনেক বিষয় আছে। এই বৃদ্ধা প্রত্যহ সংবাদ পত্রাদি পাঠ করিয়া থাকেন এবং জগতের কোথায় কি হইতেছে, কোন্ দেশের সহিত কোন্ দেশের বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা, এবং তাহার ফলই বা কি হইবার সম্ভাবনা ইত্যাদি গুরুতর রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা পুত্র, জামাতা এবং অন্যান্য পরিচিত ব্যক্তিগণের সহিত করিয়া থাকেন। ইঁহার সহিত আলাপ করিতে বসিয়া অনেক সময়েই জ্ঞানের সংকীর্ণতা হেতু আমাকে লজ্জা পাইয়া 'আসর ভঙ্গ' করিতে হইত।

এই ওবাছানের জীবন বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপে পাঠকবর্গকে বলিব। ইনি কিরূপ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কাহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েন এবং শেষ-জীবন কিপ্রকারে অতিবাহিত করিতেছেন তাহা পাঠ করিলে জাপ-সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থা বেশ বুঝা যায়।

ওবাছান্ 'ঘাগোসীমা' প্রদেশের 'উরাইয়ামা' নামধেয় 'সামুরাই' -

বংশে (ক্ষত্রিয় বংশ) জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমান মেজি (Era of reformation) অব্দের পূর্ব্বে সামুরাইগণের কচিৎ কখন সাধারণ জাপানীদের সহিত বিবাহ হইত। যাহা হউক, 'উরাইয়ামা' বংশ দরিদ্র অথচ শিক্ষিত (advanced) হওয়ায় 'খানো' নামক এক সাধারণ ধনী বংশে কন্যা অর্পণ করেন। যখন ওবাছান্ বিবাহিতা হন তখন তাঁহার বয়স খুব কম ছিল ; কারণ পুরাকালে জাপানীরাও কম বয়সেই বিবাহ করিতেন। তবে ইহাও বলা আবশ্যক যে বাল্যবিবাহ জাপানে কখনও প্রচলিত ছিল না।

কালক্রমে সেই ওবাছানের গর্ভে একটী পুত্র এবং একটী কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। পুত্রের নাম 'খানো ইউসিরো' (জাপানীরা আসল নাম পারিবারিক উপাধির পর ব্যবহার করেন) এবং কন্যার নাম 'খানো তাকা'। এই পুত্র এবং কন্যার জন্মের কয়েক বৎসর পরেই ওবাছান্ পুনরায় পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিলেন (খাইরিনাগিত্ত') এই সময়ে তিনি কন্যাকে ('তাকা') সঙ্গে আনিয়াছিলেন ; কিন্তু পুত্রটী তাহার পিতার নিকটই রহিল।

একদা আমি ওবাছান্‌কে শ্বশুরালয় হইতে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন ঃ—"আমার শরীর দুর্ব্বল হওয়ায় আমি পুরুষ সংসর্গ ত্যাগ করিতে মনস্থ করি। স্বামীকে আমার অভিপ্রায় জানাইয়া তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে বিদায় দিলেন। অনন্তর আমি তাঁহার সেবা শুশ্রূষার জন্য জনৈক রূপসী যুবতীকে উপপত্নীরূপে রাখিয়া 'তাকা'র সহিত পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিলাম।"

বৃদ্ধার এই বাক্যগুলি পাঠকবর্গের নিকট অশ্লীল বোধ হইবে সন্দেহ নাই ; কিন্তু সদ্বংশোদ্ভব জাপানীদের মধ্যেও এইরূপ ভাষা কিছু-মাত্র দোষের নহে। ওবাছান্ যাহা বলিয়াছিলেন আমি তাহার ঠিক্

অনুবাদ দিয়াছি মাত্র। ইহাতে আমার নিজের কথা কিছুই নাই। অতএব আশা করি এই অশ্লীলতার জন্য পাঠকবর্গ আমাকে ক্ষমা করিবেন। জাপানী সমাজের প্রকৃত চিত্র দেখাইতে হইলে এ সমস্ত উল্লেখ না করিলে তাহা অসম্পূর্ণ থাকে। স্ত্রীর জ্ঞাতসারে কিংবা তাঁহার সম্মুখে জাপানীরা বারবিলাসিনীগণের এবং গেইসাদিগের (Dancing girls) সহিত কিরূপ আমোদ প্রমোদে মত্ত হন তাহা জাপানভ্রমণকারীমাত্রই অবগত আছেন। এতদ্ব্যতীত কোনও নবাগত বিদেশীয়ের সহিত কিঞ্চিৎ আলাপ হইবার পরই জাপানী মেয়েরা কিরূপ, তাহাদিগকে পছন্দ করেন কিনা, এখানে আপনার কয়টীর সহিত আলাপ আছে ইত্যাদি অকথ্য ভাষা চলিতে থাকে। অনেক জাপানী স্ত্রী এবং পুরুষ আমাকেও এই সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমাদের দেশের অতি নীচ বংশোদ্ভব লোকেরা যে ভাষা ব্যবহার করিতে ঘৃণা বোধ করে, জাপানীরা তাহা কিছুমাত্র দোষের মনে করেন না। জানি না, এটী তাঁহাদের কোন্ দেশীয় সভ্যতা!

সে যাহা হউক, 'ওবাছান্ পিত্রালয়ে প্রত্যাগত হইয়া পুনরায় পিতৃবংশের পারিবারিক উপাধি (উরাইয়ামা) গ্রহণ করিলেন। তাঁহার কন্যা 'খানো তাকা' এক্ষণে 'উরাইয়ামা তাকা' হইলেন। খানো বংশ বেশ ধনী হওয়ায় ওবাছানের হাতে কিছু অর্থও ছিল। নিজের কোনও পুত্র সন্তান সঙ্গে না থাকায় তিনি পোষ্যপুত্র লইতে মনস্থ করিলেন। জাপানে পোষ্যপুত্র এবং কন্যা গ্রহণের প্রথা অত্যন্ত প্রচলিত এবং উহার সংগ্রহও অতি সহজে হইয়া থাকে। এই দত্ত পুত্র কন্যাগণ সাধারণতঃ নিজেদের আত্মীয় স্বজনের মধ্য হইতেই গৃহীত হইয়া থাকে। তবে অনেক সময়ে দরিদ্র অথবা মাতৃপিতৃহীন বালক বালিকাগণকেও পোষ্য পুত্র কিংবা কন্যা রূপে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন জাপানীরা 'জারজ' দত্ত সন্তানও গ্রহণ করিয়া থাকেন। জাপান গতি-

ক্ষুদ্র দেশ হইলেও উহার সমাজ এতই প্রকাণ্ড এবং মহৎ যে 'জারজ' সন্তানও ইহার সমস্ত অধিকারই সমভাবে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সাধারণ জাপানীরা 'জারজ' বালক বালিকাদিগের সহিত বিবাহাদি আদান প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। ফল কথা, যাহাদের শরীরে জাপ-শোণিত বিন্দুমাত্র আছে জাপানীরা তাহাদিগকে সামাজিক প্রায় সমস্ত অধিকারই দিয়া থাকেন। জারজ সন্তানকে সমাজভুক্ত করা দোষনীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু ভারতীয় হিন্দুগণ সামান্য দোষে পরস্পরকে সমাজচ্যুত করিয়া এবং কোনও প্রাদেশিক লোককে সমাজে প্রবেশ করিতে না দিয়া কি সংকীর্ণ মনেরই পরিচয় দিয়া থাকেন! এই গেল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের বন্ধন, ইহার উপর আবার ধর্ম্মের বাধন আছে। ইহা অকাট্য এবং প্রসারণশক্তিবিহীন (inelastic)। কোনও বিধর্ম্মীকে ইহাতে গ্রহণ করা দূরে থাকুক, যে কেহ কুসংস্কারের জাল ছিন্ন করে কিম্বা করিতে চেষ্টা করে তাহাকেই ধর্ম্মচ্যুত হইতে হয়। জগতের সমস্ত ধর্ম্মেরই প্রচারের ব্যবস্থা আছে কেবল আমাদের হিন্দু ধর্ম্মের নাই। আমাদের ধর্ম্মালোকে কাহাকেও আলোকিত করাও কি দোষ, না ইহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ? খৃষ্টান ধর্ম্ম যেমন জগত বেড়িয়া ফেলিতেছে; হিন্দু ধর্ম্ম কি তাহা পারিত না? নিশ্চয়ই পারিত। বেদান্ত ধর্ম্ম প্রচার করিলে বোধ হয় জগতের লোককে মুগ্ধ করা যায়। বিবেকানন্দ সমিতির চেষ্টায় (The Vivekananda mission) আমেরিকায় কিরূপ সুফল ফলিতেছে পাঠকবর্গ তাহা অবগত আছেন। আমার বোধ হয় ঐরূপ একদল প্রচারক জাপানে যাইয়া হিন্দু ধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ করিলে, অচিরে জাপানবাসীদিগকে হিন্দু করা যাইতে পারে। জাপানে আজকাল ধর্ম্মভাবের প্রায় লোপ হইয়াছে। জাপানীরা এ অবস্থায় যে ধর্ম্মের সার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবেন; কারণ মানব-হৃদয়

ধর্ম্মালোক ব্যতীত কখনই থাকিতে পারে না। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির এই সমস্ত বৃহৎ কথা হইতে দূরে থাকাই উচিত; কিন্তু দেশের এবং দেশবাসীর যাহাতে উন্নতি হয় তাহা বলিবার সকলেরই অধিকার আছে, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কয়েকটী কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

এইস্থানে দত্ত পুত্র সম্বন্ধে আর একটু বক্তব্য আছে। জাপানে পুত্র দ্বারা যেমন বংশ রক্ষা করা হয়, কন্যা দ্বারাও তদ্রূপ হইয়া থাকে। পুত্রের ন্যায় কন্যা গ্রহণ করিয়া তাহাকে পারিবারিক উপাধি দেওয়া হয় এবং তাহাকে বিবাহ দিয়া জামাতাকে 'ঘর জামাই' করা হয়।

এক্ষণে দেখা যাউক ওবাছান্ 'উরাইয়ামা তাকা'র বিবাহ কিরূপে দিলেন। পিতৃবংশে আর কোনও পুরুষ সন্ততি না থাকায় ওবাছান্ জনৈক শিক্ষিত যুবককে পোষ্য পুত্র লইয়া তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন। এই যুবক "তোকিয়ো" বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া অবশেষে celluloid প্রস্তুত আরম্ভ করেন। সমগ্র জাপানের মধ্যে একটী মাত্র celluloid factory হওয়ায় তিনি শীঘ্রই বেশ লাভবান্ হইলেন। যুবকটী পোষ্যপুত্ররূপে গৃহীত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি 'উরাইয়ামা' বংশের উপাধি গ্রহণ করিয়া 'উরাইয়ামা তারাস্থ' নামে আখ্যাত হইলেন। বৃদ্ধা এবং তাঁহার কন্যার, ('উরাইয়ামা তাকা' অর্থাৎ বর্ত্তমান Celluloid Factoryর অধিকারী মহাশয়ের স্ত্রী) মুখে এই সমস্ত কাহিনী শ্রবণ করিয়া একদা আমি ওবাছান্‌কে বলিলাম "ওবাছান্, 'তারাস্থ'কে যখন আপনি পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন তখন তিনি 'তাকা'র ভ্রাতৃস্থানীয় হইলেন, সুতরাং ভ্রাতা এবং ভগ্নীর বিবাহ কিরূপে হইল?"

ওবাছান্ উত্তর করিলেন:—"পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ না করিলে 'উরাইয়ামা' বংশ লোপ পাইত, কারণ 'তাকা'কেও 'তারাস্থ'র পিত্রা-

বংশের উপাধি লইতে হইত। 'তারাস্থ'কে 'উরাইয়ামা' উপাধি দান করিয়া আমার পিতৃবংশ রক্ষার উপায় করিলাম।"

উত্তরটী আমার মনের মত হইল না। পাঠকবর্গ, ওবাছানের উত্তরে আপনারা সন্তুষ্ট হইবেন কি? 'উরাইয়ামা তাকা'র সহিত 'তারাস্থ'র কি সম্পর্ক হওয়া উচিত?

এদিকে ওবাছান্ 'খানো' পরিবার পরিত্যাগ করিলে, ওজিছান্ (বৃদ্ধার স্বামী, বৃদ্ধকে জাপানীতে ওজিছান্ বলে) পুত্র লইয়া ব্যবসা করিতে লাগিলেন। এক্ষণে পুত্রের বিবাহ দিয়া ওজিছান্ সংসারকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসরেরও অধিক হইয়াছে, তথাপি স্বাস্থ্য এখনও পর্য্যন্ত বেশ ভালই রহিয়াছে। একদা ওবাছান্‌কে তাঁহার স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "আমার স্বামী নাই।" আমি বলিলাম, "কেন, 'খানো ওজিছান্' আপনার কে"? বৃদ্ধা হাসিয়া বলিলেন, "এককালে স্বামী ছিলেন বটে; কিন্তু এক্ষণে তিনি আমার বন্ধু। আমি তাঁহার পরিবার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি।"

এস্থলে 'উরাইয়ামা তাকা'র কিরূপ শিক্ষা হইয়াছিল, তাহা উল্লেখ যোগ্য। উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া 'তাকাছান্' (জাপানীতে নামের শেষে স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে ছান্ যোগ করা হয়। ইহার অর্থ মহাশয় কিংবা মহাশয়া।) কোবে প্রবাসী জনৈক আমেরিকানের বাটীতে ইংরাজী শিখিবার জন্য তিন বৎসর কাল অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যেই তিনি বেশ ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন।

অতঃপর ওবাছান্ কন্যাকে কোতো, ছামিছেন (বাদ্যযন্ত্র বিশেষ; অনেকটা আমাদের সেতারা ও সারিন্দার মত) ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজান, বস্ত্রাদি সেলাই এবং নানা প্রকার কারুকার্য্য শিক্ষা দিয়াছিলেন। শিক্ষার শেষ হইলে প্রায় বিংশতি বৎসর বয়সে তাকাছানের

বিবাহ হয়। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে প্রায় সমস্ত জাপ-বালিকাদিগকেই 'তাকার' ন্যায় শিক্ষা দেওয়া হয়। 'কিমোনো' (জাপানীদের পরিধেয় বস্ত্র) সেলাই করিতে না জানে এমন বালিকা জাপানে খুব কমই আছে। যিনি যত বড় ঘরের মেয়ে তিনি তত ভিন্ন ভিন্ন কারুকার্য্য এবং গীতবাদ্যাদি অবগত আছেন। বিবাহের পাত্রীর বংশ এবং শিক্ষার যেরূপ সন্ধান লওয়া হয়, সংসারকার্য্যে তাহার গুণের ও তদনুরূপ তত্ত্ব লওয়া হইয়া থাকে।

সে যাহা হউক, উরাইয়ামা পরিবারস্থ ওবাছান্ এবং অন্যান্য সকলেই আমাদের দেশ সম্বন্ধে জানিবার জন্য উৎসুক হওয়ায় আমি তাঁহাদের সহিত অতি শীঘ্রই সৌহৃদ্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলাম। সকলেই শিক্ষিত হওয়ায় তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া বেশ সুখানুভব করিতাম। তাকাছানের কন্যাদ্বয় এবং পুত্রটী অতি অল্প দিনের মধ্যে আমার এরূপ বাধ্য হইয়া উঠিল যে তাহারা অবসর পাইলেই ছুটিয়া আমার বোর্ডিংএ আসিয়া উপস্থিত হইত। এবং কেহ হাত, কেহ 'কিমোনো' (আমি বাটীতে জাপানী কাপড় পরিধান করিতাম) ধরিয়া তাহাদের বাটীতে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিত। 'একটু পরে যাইতেছি' বলিলে আরও পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিত।

অনন্তর 'উরাইয়ামা' পরিবারের সকলের সহিত ঘনিষ্ঠতা বেশ দৃঢ়ীভূত হইলে আমি তাঁহাদের সকলেরই এক একটী pet name অর্থাৎ 'আদুরে' ডাক নাম দিয়াছিলাম। ওবাছান্ সর্ব্বদা অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকায় তাঁহাকে 'হাইকারা বাবা' (হাইকারা শব্দের অর্থ বাবু; বাবা, বৃদ্ধনারী) বলিতাম; তাকাছান্ আমার নিকট ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেন, সুতরাং তাঁহাকে 'মোন্তো' (শিষ্য) বলিতাম। বালক বালিকাদের মধ্যে বড় কন্যাটীকে 'সেন্সে' (শিক্ষয়িত্রী) উপাধি দিয়াছিলাম। ছোট কন্যাটী দেখিতে চিত্রা-

ঙ্কতের ন্যায় হওয়ায় তাহাকে শাশিন্ (ফটো) বলিতাম; বালকটী স্বেচ্ছাক্রমে আমার সহিত কুটুম্বিতা পাতাইয়াছিল, তাই আমি তাহাকে 'শিনরুই' বলিতাম। তাহার শিন্রুই হইবার কারণ এই যে তাহার বর্ণ কিছু কাল ছিল (অবশ্য তাহার অন্যান্য ভগ্নীগণের তুলনায়)। এইরূপে প্রত্যেকের নূতন নূতন নামকরণ করায় তাঁহারা অতি আনন্দিত হইয়া আমাকে বলিতেন "ঘোষ ছান্, আনাতা গা তাইহেন ওমোশিরোই ওকাতা দেস্, অর্থাৎ ঘোষ মহাশয়, আপনি বড় আমুদে লোক।" বাটীতে কেহ আসিলেই আমার কথা উঠিত এবং আমি তাঁহাদের যে সমস্ত নাম দিয়াছিলাম তাহা লইয়া একটু না একটু আলোচনা নিশ্চয়ই হইত। ইহাতে আমার মনে কি বিমল আনন্দের উদয় হইত তাহা বলিবার নহে!

ওসাকা বোর্ডিং।

আমি যে বোর্ডিংএ ছিলাম তাহা 'উরাইয়ামা' বাটীর খুব নিকটবর্ত্তী হওয়ায় তাঁহাদের বাটীতে এবং ফ্যাক্টরীতে যাইবার বিশেষ সুবিধা ছিল। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর রাত্রিতে ২।১ ঘণ্টা ওবাছান্ এবং তাকাছানের সহিত গল্প করিয়া শ্রান্তি দূর করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিতাম। এই সময় হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত লেখাপড়া করিতে হইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জাপানে অবস্থান কালে ১১টার পূর্ব্বে কখনও শয়ন করি নাই। তাহার প্রধানতম কারণ সন্ধ্যাকালে আহার করিয়া ২।১ ঘণ্টা আমোদ প্রমোদ করিবার পর ঘুম শীঘ্র আসিত না। আহার করিয়াই নিদ্রা যাওয়া অতীব অন্যায়, কারণ উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর। প্রায় প্রত্যেক জাপানীর মুখেই একথা শুনিবেন। ভারতবাসীগণ অল্পজীবী হওয়ার ইহাও একটী অন্যতম কারণ বলিয়া তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই বোর্ডিংএ থাকিয়া আমি রীতিমত

প্রত্যহ জাপানী রন্ধন খাইতে আরম্ভ করি। বলা বাহুল্য অনভ্যস্থতা হেতু উহা আমার নিকট ঔষধের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। আমি কিছুই খাইতে পারিতাম না, কয়েক দিবস শুধু ভাত খাইয়া যে কোন প্রকারে প্রাণটাকে দেহের মধ্যে রাখিয়াছিলাম।

সকালে উঠিয়াই মুখ হাত ধুইয়া ঔষধ সেবনের ন্যায় অনিচ্ছায় দুটী ভাত খাইয়া factory তে চলিয়া যাইতাম। দ্বিপ্রহরের সময় আবার বাসায় আসিয়া খাইয়া যাইতাম। পরে সন্ধ্যাকালে factory হইতে প্রত্যাগত হইয়া পুনরায় ঔষধ সেবনে উপবিষ্ট হইতাম। ভাতগুলি প্রায়ই শুক্না এবং বাসি, তরকারীর মধ্যে কোনও দিন একটু মাছ পোড়া, কখনও বা আধসিদ্ধ মাছ, (চিনি এবং 'ওসিয়ো' নামক জাপানী sauce মিশাইয়া গরম জলে সিদ্ধ; প্রায় সমস্ত জিনিষই এই প্রণালীতে রন্ধন হইয়া থাকে); কখনও বা জলবৎ তরলং ঝোল এবং 'ও কোকো' অর্থাৎ পচানো মূলো (জাপানীদের এক উপাদেয় খাদ্য)। আহারান্তে 'ওকোকো' না হইলে জাপানীদের তৃপ্তি হয় না। অনেক গরীব পরিবার শুধু দুই এক খণ্ড 'ও কোকো' পাইলেই সন্তুষ্ট। ভাতে গরম 'ওচা' ঢালিয়া 'ও কোকোর' সহিত উহা খাওয়া হয়। এই উপাদেয় বস্তু কি প্রকারে প্রস্তুত হয় তাহা একবার শুনুন। এক সঙ্গে অনেক গুলি মূলো লইয়া একটী টবের ভিতর লবণ দিয়া পাথর চাপা দেওয়া হয়। মূলো গুলি পচিয়া যখন দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকে তখন উহা ধুইয়া চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া ভক্ষণ করা হয়। মূলো, বেগুন, কিম্বা আলুর তরকারী গুলির গন্ধ প্রায়ই একরূপ। লবণ, তৈল, ঝাল কিংবা মসলার লেশ মাত্র উহাতে না থাকায় আমার মুখে কিরূপ উপাদেয় হইত পাঠকবর্গ বোধ হয় সকলেই অনুমান করিতেছেন!

আমি যে সময়ে 'ওসাকায়' গিয়াছিলাম, তখন জাপানে অত্যন্ত শীত

পড়িয়াছিল। প্রত্যহ সকাল বেলা যেখানে যে জলটুকু থাকিত সমস্ত জমিয়া বরফ হইয়া যাইত। এমন কি জলের কল পর্য্যন্ত, ভিতরের জল জমিয়া যাওয়ায়, বন্ধ হইয়া যাইত। এই কারণে আমরা গরম জলে মুখ হাত ধুইতাম। এই গরম জলের ব্যবস্থা প্রতি জাপানী গৃহে সর্ব্বদাই আছে। ইহার কয়েকটী বিশেষ কারণ আছে। প্রথমতঃ জাপানীরা কখনও কাঁচা জল (নদী, পুষ্করিণী, কিংবা কলের) গরম না করিয়া পান করেন না। কাঁচা জল পান করিলেই নাকি তাঁহাদের পেট ব্যথা করে! দ্বিতীয়তঃ, 'ওচার' নিমিত্ত সর্ব্বদাই গরম জলের প্রয়োজন। এই 'ওচা' সামাজিক ও দেশাচার অনুসারে আগন্তুক মাত্রকেই দিতে হয়। তৃতীয়তঃ, জাপান শীতপ্রধান দেশ হওয়ায় হস্ত পদ প্রক্ষালন পর্য্যন্ত গরম জল দ্বারা করিতে হয়।

নবম পরিচ্ছেদ।

জাপ-চরিত্র।

ওসাকার বোর্ডিংএ যাইয়া এবং 'উরাইয়ামা' পরিবারে মিশিয়া আমি জাপানীদের প্রকৃত জীবন পাঠ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম জাপানীরা বাহিরে যত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ভিতরে তত নহেন। পায়-খানাতে ইঁহারা কাগজ ভিন্ন জল ব্যবহার আদৌ করেন না। ইঁহারা উভয় হস্ত দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিয়া থাকেন। এই মুখ প্রক্ষালন ক্রিয়া এক গুরুতর ব্যাপার! গামলার ন্যায় একখানি কাষ্ঠ কিংবা ধাতু নির্ম্মিত পাত্রে জল রাখিয়া উহা হইতে উভয় হস্ত দ্বারা জল লইয়া চোখ মুখ ধোয়া হয়। ঐ ধৌত জল নাক্, মুখ, চখের সমস্ত ময়লা সমেত আবার টবে পড়িতে থাকে। কিন্তু তৎপ্রতি তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপও নাই;

আবার তুলিয়া ঐ জল মুখে এবং চোখে দিয়া থাকেন, যে জলে একবার মুখের কুলকুচি ফেলা হয় এবং চোখ মুখ ধোয়া জল পড়িতে থাকে তাহা দ্বারা পুনর্ব্বার কুলকুচি করা জাপানী ভিন্ন অন্য কোনও জাতি পারে কি ?

এতদ্ব্যতীত জাপানীদের স্নানের ব্যবস্থা অতীব নিন্দনীয়। পূর্ব্বে স্ত্রী পুরুষ একই টবে নগ্নাবস্থায় নামিয়া স্নান করিতেন। আজকাল সভ্যতার নবালোকে আসিয়া স্ত্রী এবং পুরুষের স্নানের স্থান পৃথক্ পৃথক্ করা হইয়াছে বটে ; কিন্তু পুরুষই হউন, আর স্ত্রীই হউন উলঙ্গ হইয়া এক সঙ্গে ২০।২৫ জন এক ক্ষুদ্র টবের (অনেকটা চৌবাচ্ছার ন্যায়) ভিতর অবগাহন করিতে ঘৃণাও বোধ হয় না কি ? মুটে, মজুর, ভদ্র, অভদ্র সকলেই একই টবের ভিতর নামিয়া গাত্র মার্জ্জন করিয়া থাকেন। একই জলে একাধিক্রমে দু তিন শত লোক গাত্র ডুবাইয়া স্নান করিতেছেন, অথচ উহা নির্ব্বিকারে মুখে দেওয়া হইতেছে ! পাঠকবর্গ ! স্বচক্ষে না দেখিলে বোধ হয় আমার কথায় প্রতীতি জন্মিবে না। যাঁহারা প্রত্যহ সাবান ঘসিয়া গাত্র পরিষ্কার করেন তাঁহারা এইরূপ ময়লা জল কিরূপে ব্যবহার করিতে পারেন ?

অধিক লোকের সমাগম হইলে বিবস্ত্র হইতে লজ্জা করায় এবং ময়লা জলে অবগাহন করিতে ঘৃণা বোধ হওয়ায় আমি প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে "ফুরো"য় যাইতাম। স্নানাগারকে জাপানীতে "ফুরো" বলা হয়। এই ফুরো গুলির দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং গভীরতা প্রায়শঃ কোনও দিকে ৪ হাতের বেশী হইবে না। ইহার জল এত গরম করা হয় যে বিদেশীয়দের পক্ষে তন্মধ্যে হাত ডুবানও কঠিন। জলের বাষ্প উঠিয়া স্নান কক্ষটী এত গরম করিয়া তুলে যে উহার ভিতর প্রবেশ করিলে দম বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, এরূপ গরম জলে গা ডুবাইয়া আধ সিদ্ধ হওয়ায় শরীর স্বতঃ অবশ হইয়া পড়ে। অনেককে এই সুযোগে চক্ষু

মুদিয়া এক আধ ঘণ্টার জন্য নিদ্রা দেবীর স্মরণ লইতেও দেখা যায়! ইঁহারা এক দিকে সিদ্ধ হইতে থাকেন আর এক দিকে নাক্ ডাকাইয়া ঘুমাইয়া শান্তি সুখানুভব করেন। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, জাপানীদের স্নানের কোনও নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, সকাল ৬টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত "ফুরো" খোলা থাকে। ইহার মধ্যে যখন ইচ্ছা স্নান করিতে পারেন। জাপানীরা সাধারণতঃ সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর বিশ্রামের পূর্ব্বে রাত্রিতে স্নান করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন শরীর গরম থাকিতে থাকিতে বিছানায় শয়ন করিলে স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকে। অবশ্য দিনের বেলায়ও অনেকে স্নান করিয়া থাকেন। ফল কথা আমরা যেমন বেলা দ্বিপ্রহরের মধ্যেই স্নান শেষ করিয়া ফেলি, জাপানীরা তাহা করেন না।

'ফুরো' সম্বন্ধে আর একটু বলিবার আছে, ইহা একটী দোকান বিশেষ, টিকিটের মূল্য ২।৩ পয়সার অধিক নহে। উহা খরিদ করিলে যে কেহ 'ফুরো'য় প্রবেশ করিতে পারেন এবং ইচ্ছানুসারে স্নান করিয়া সুস্থ হইতে পারেন। এই 'ফুরো' প্রণালীর উপকারিতা সম্বন্ধে জাপানী-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন যে উহা তাঁহাদিগকে নিরহ-ঙ্কারী হইয়া একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে শিক্ষা দেয়, কারণ সেখানে তাঁহারা রোগী, নিরোগী, ধনী, নির্ধন, ভদ্র, অভদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত বাল বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে সমবেত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ এইরূপ নানা শ্রেণীর লোক স্নানাগারে যাইয়া অতি অমায়িকভাবে আলাপ সালাপ করিতে থাকেন। এখানে কোনও বাটীর ভৃত্যের সহিত হয়তো এক জন সুশিক্ষিত লোক বন্ধুভাবে আলাপ করিতে বসিয়াছেন, কোথাও বা ৪।৫ জন একত্র হইয়া সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছেন! বলা বাহুল্য জাপানের 'ফুরো'তে পর্য্যন্ত সংবাদ পত্রাদি লওয়া হয় এবং উহার পাঠকও নিতান্ত কম নহে।

জাপানীরা তৈল মর্দ্দন কিংবা ভক্ষণ না করায় আমিও বাধ্য হইয়া তাহা ত্যাগ করিয়াছিলাম। যন্ত্রাদিতে প্রয়োগ ভিন্ন তৈলের ব্যবহার জাপানীরা জানেন না বলিয়া বোধ হয়, তবে জাপানী স্ত্রীলোকেরা নানা প্রকার সুগন্ধি 'আবুরা' (তৈল বিশেষ) কেশের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেশগুচ্ছ ঘোর কৃষ্ণ-বর্ণ করিবার জন্যই বোধ হয় ঔষধি জ্ঞানে এই * ঘৃণিত পদার্থকে জাপ-রমণীগণ মস্তকে দিয়া থাকেন। আমার অনুমান সত্য হইলেও হইতে পারে; কারণ কেশ বিন্যাশের সময় তাঁহাদিগকে কাঁচা ডিম পর্য্যন্ত মস্তকে দিতে দেখা যায়।

কতিপয় বৎসর হইতে জাপানে চিংড়ি মাছের 'তেম্পোরা' (ভাজা) প্রচলিত হইয়াছে। ইহা ঠিক আমাদের দেশের অনুকরণে সরিষার তৈলে ভাজা হইয়া থাকে। জাপানীদের নিকট তৈল অতি ঘৃণিত পদার্থ হইলেও তাঁহারা 'তেম্পোরা'র আস্বাদে সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে অচিরে ভারতীয় প্রণালীতে মসলা এবং তৈলাদি দ্বারা রন্ধন হইবে বলিয়া বোধ হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জাপানীরা সন্ধ্যা ৬।৭ টার মধ্যেই সান্ধ্য ভোজন শেষ করিয়া থাকেন। সকালে রাঁধিবার সময় বেশী না পাওয়ায় এবং দ্বিপ্রহরের সময়ে সকলে কাজে ব্যাপৃত থাকায় আহারের ভাল ব্যবস্থা হইয়া উঠে না; সুতরাং সন্ধ্যাকালে তাঁহাদের প্রকৃত

---

* জাপানীরা তৈল এত ঘৃণা করেন যে উহা দ্বারা ব্যঞ্জনাদি রন্ধন কিংবা গাত্রে মর্দ্দন করা দূরে থাকুক উহা হাতে লাগিলে অমনি সাবান দিয়া হাত ধুইয়া ফেলেন। আমাদের বাসাস্থ পরিচারিকাগণ তৈল দ্বারা রাঁধিবার সময় নাক বাঁধিয়া অতি অনিচ্ছায় একটু তরকারী পাক করিয়া দিত। জাপানীরা বলেন যে তৈল ভক্ষণ করিলে নানা প্রকার ব্যারাম হয় এবং পরমায়ু কমিয়া যায়, আর উহা শরীরে মর্দ্দন করিলে নাকি রং কাল হয়।

'গোৎসো' প্রস্তুত হয়। এই সময়ে তাঁহারা প্রায়ই ৪।৫টী তরকারী এবং নানাবিধ 'ও সুকে মোনো' (পচানো মূলো, শশা ইত্যাদি) গরম ভাতের সহিত ভক্ষণ করিয়া থাকেন। সকাল এবং দুই প্রহরের সময় ২।১টী তরকারী হইলেই যথেষ্ট। পাঠকবর্গ! আমি বোর্ডিংএ কি 'গোৎসো' পাইতাম তাহা শুনিবেন কি? 'গোহান' (ভাত), 'ওসাকানা' (মাছ পোড়া এবং কাঁচা); 'ও সুকেমোনো' (মূলো কিংবা শশা পচানো, এই শেষোক্ত জিনিসটীতে ঠিক আরসুলার গন্ধ, ইহা বড় বড় লোক ভিন্ন প্রত্যহ খাইতে পারেন না), এবং 'ওচা' (গরম জলে চার পাতা সিদ্ধ করিয়া পাতা সমেত সেই তিক্ত রক্তিমবর্ণ চা ভাতে ঢালিয়া খাইতে হয়। এই চাতে দুধ কিংবা চিনি কিছুই দেওয়া হয় না)।

এক্ষণে গোৎসো শব্দের অর্থ বুঝিলেন কি? কোনও আগন্তুককে যাহা কিছু খাদ্য দ্রব্য (চা, পিষ্টক, বিস্কুট, ফল, ভাত কিংবা 'আজুকে নো মামে' অর্থাৎ খিঁচুড়ি বিশেষ) দেওয়া যায় তিনি আহারান্তে গৃহস্থকে "গোৎসো সামা দে গোজাই মাশিতা" (অর্থাৎ ভোজনের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ) বলিয়া ধন্যবাদ দিয়া থাকেন। অমনি গৃহস্থও তাঁহাকে 'দো ইতাশি মাশিতা' (বলিবার প্রয়োজন নাই) বলিয়া স্বীয় ভদ্রতা প্রকাশ করেন। জাপানীরা এইরূপ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও পরস্পর পরস্পরের সহিত কিরূপ ভদ্র ভাষা ব্যবহার করিয়া তাঁহাদের মধ্যে সহানুভূতির ভিত্তি স্থাপন করেন তাহা একবার দেখুন, আর আমাদের ব্যবহার তাঁহাদের সহিত তুলনা করিয়া কাহারা অসভ্য-পদ-বাচ্য তাহা স্থির করুন।

হে সভ্য দেশবাসিগণ! আপনারা কাহারও বাটীতে জলখাবারের কথা দূরে থাকুক, চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় উদরস্থ করিয়া গৃহস্থের নিকট কি বলিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া থাকেন? যে সংস্কৃত ভাষা সমগ্র

জগতে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন এবং সাধু বলিয়া বিবেচিত হয় তাহাতে কি এরূপ কোনও কথা নাই? যদি থাকে তাহা হইলে তাহার ব্যবহার আপামর সাধারণ সকলে কেন করেন না? পাঠকবর্গ! জানেন কি (আমি ত জানি না) বাঙ্গালা ভাষায় ঐরূপ অর্থবোধক কোনও প্রচলিত বাক্য আছে কিনা? ধরুন, এ কথাটী আমাদের ভাষায় নাই। আচ্ছা বেশ, সকালে, দ্বিপ্রহর, সন্ধ্যা কিম্বা রাত্রিকালে পরিচিত কিংবা অপরিচিত ব্যক্তিদিগকে অভিবাদন করিবার ভাষাও কি আমাদের ভাষায় নাই? কেহ কোনও কারণে ধন্যবাদ দিলে কিংবা মাপ করুন মহাশয়, বলিলে আপনি তাহাকে কি বলিয়া উত্তর দিয়া থাকেন? ইহাও কি ভাষায় নাই? এই ত গেল ভদ্রতার কথা! এখন দেখা যাউক অভদ্রতার কথা আমাদের ভাষায় আছে কি না। নিত্য প্রয়োজনীয় ভদ্র ভাষা একটীও না জানিলে কিংবা উহার ব্যবহার কাহারও মুখে না শুনিলেও অভদ্র ভাষার আমিও একখানি বৃহদাকার অভিধান বিশেষ। মাপ করিবেন, বোধ হয় আপনাদের মধ্যেও অনেকেই এ বিষয়ে আমাপেক্ষা ক্ষুদ্র অভিধান হইবেন না! বলুন তো শিক্ষিত মহোদয়গণ! কোন্ জাতির ভাষায় আমাদের ন্যায় গালাগালির ছড়াছড়ি। সহধর্ম্মিণীর ভ্রাতা হইতে আরম্ভ করিয়া গাধা, গরু, শুকর, বোকা, পাঁঠা, লক্ষ্মীছাড়া, হারামজাদা (এখানে বাঙ্গালা ভাষায় গালিটী শ্রুতিমধুর না হওয়ায় হিন্দুস্থানী ধার করিয়া "শুকর কো বাচ্চা" বলা হইয়া থাকে) ইত্যাদি নিজেদের অভিধান খুঁজিয়া বাছাই করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতেও তৃপ্তি না হওয়ায় ইংরাজী হইতে stupid, fool, nonsense, dam, rascal ইত্যাদি মুখরোচক শব্দগুলি আমদানী করিয়া ভাষার কি উন্নতিই করিয়াছেন! বলি ইংরাজীতেও তো সভ্য এবং ভদ্র ভাষা অনেক আছে। ইংরাজ এবং জাপানীরা কোনও আগন্তুককে দেখিবামাত্র কি বলিয়া অভিবাদন করেন তাহা দেখুন, এবং তৎসঙ্গে

আপনাদের ভাষাতে কি বলিলে ভাল হয় তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন কি ?

সকালে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে কোনও প্রকার আলাপ করিবার পূর্ব্বেই জাপানীরা 'ওহায়ো গোজাইমাস্' (good morning) বলিয়া থাকেন। আমরা এ স্থলে কি বলিয়া থাকি ? প্রাতঃ প্রণাম বলিয়া একটী কথা জানি, কিন্তু উহা সর্ব্বস্থানে এবং পাত্রে প্রযুজ্য কি ? আমাপেক্ষা জাতি (!) কিংবা বয়সে ছোট হইলেও আমি কি ঐ বলিয়া তাহাকে অভিবাদন করিতে পারি ? যদি না পারি, তবে কি বলিলে ভাল হয় ? এই গেল সকালের কথা। দ্বিপ্রহর, বৈকাল, সন্ধ্যা কিংবা রাত্রিতে কি বলিয়া অভ্যর্থনা করিতে হয় পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ জানেন কি ? যে জাপানীদিগকে আপনারা অসভ্য বলিতেন তাহারা অতি প্রাচীন কাল হইতেই ঐ সমস্ত স্থলে উপযুক্ত ভাষা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। কোনও জাপানীর সহিত বেলা দ্বিপ্রহরের সময় দেখা হইলে, তিনি যত বড় লোকই হউন না কেন, এবং আগন্তুক যতই নীচ এবং দরিদ্র হউন না কেন, অমনি 'কন্নি চিউ আ' বলিয়া যথারীতি অবনত হইয়া অভিবাদন করিয়া থাকেন। সন্ধ্যাকালে 'কম্বাংওয়া' বলা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত রাত্রিকালে বিদায় লইতে হইলে "ও ইয়াসুমি নাসাইমাসে" (অর্থাৎ মহাশয়, সুনিদ্রা ভোগ করুন) বলিতে হয়।

কোনও পরিচিত কিংবা অপরিচিত জাপানী বাটীতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে অসভ্যের ন্যায় বাহির হইতে চীৎকার করা কিংবা দরজায় ধাক্কা দেওয়া দেশাচার বিরুদ্ধ। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে জাপানীদের গৃহের সম্মুখ দরজা সর্ব্বদাই ভেজানো থাকে। ইচ্ছা করিলেই কাহাকেও না ডাকিয়াও প্রবেশ করা যায়। কিন্তু জাপানীরা, দেশে স্ত্রীস্বাধীনতা পূর্ণ মাত্রায় থাকিলেও, নিজের পরমা-

স্বীয় কিংবা বন্ধুর বাটীতে পর্য্যন্ত ঝপ্ করিয়া দ্বার উদ্ঘাটন না করিয়া উহার সম্মুখে, দাঁড়াইয়া 'গো মেন্ নাসাই" (অর্থাৎ মাপ করিবেন) বলিয়া আস্তে আস্তে দরজায় টোকা দিতে থাকেন। নিমেষ মধ্যে গৃহ স্বামিনী (হাতে শত শত কার্য্য থাকিলেও, যাই যাবো' এইখন, আর একবার ডাকুক্, ইত্যাদির আবৃত্তি মনে মনে না করিয়া) আসিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করতঃ আগন্তককে যথারীতি 'ইয়োকু ইরাস্বাই মাশিতা' (অর্থাৎ আসিতে আজ্ঞা হউক) বলিয়া বারংবার অনুরোধ করেন। আগন্তকও বারংবার 'আরিংগাতো গোজাইমাস্' (ধন্যবাদ দিতেছি) বলিয়া অবশেষে গৃহে প্রবেশ করেন। এইরূপ ধন্যবাদ আদান প্রদানে ২।৩ মিনিট শেষ করিয়া পরে আসনে উপবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে এক পালা, উপবিষ্ট হইয়া একপালা, এবং চা বিস্কুটাদি ভক্ষণের পূর্ব্বে আর এক পালা ধন্যবাদ আদান্ প্রদান হইয়া থাকে। পরিশেষে আগন্তক গৃহ স্বামিনীর কার্য্যের বাধা দেওয়ায় 'ও জামা ইতাশি মাশিতা' বলিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন। এই সময়ে আর এক পালা ধন্যবাদ আদন প্রদান হইয়া থাকে। কোনও পরিচিত বাটীর পরিচারিকাকে পর্য্যন্ত এইরূপ সমাদরে অভিবাদন করা হয়।

ভাষা সম্বন্ধে আরও একটী বিষয় জাপানীদের নিকট হইতে আমাদের শিক্ষনীয় আছে, উহা হইতে "তুই তুকারাদি" শব্দ উঠাইয়া দিয়া আমাদের মধ্য হইতে ছোট বড় এই জ্ঞানটীর মূল উৎপাটিত করিতে হইবে। এই সমস্ত না করিলে সকলে কখনই একতার সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিব না, ইহাই আমার বিশ্বাস। এই বিষয়টী লিখিতে এবং আমাদের আর আর দোষ সমূহ দেখাইতে গিয়া আমার ভাষা একটু কর্কশ হইয়াছে, আশা করি, পাঠকবর্গ তজ্জন্য আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন।

সে যাহা হউক উল্লিখিত বোর্ডিং এবং 'উরাইয়ামা' পরিবারের

গৃহস্বামিনী কর্তৃক অভ্যাগতার অভ্যর্থনা।
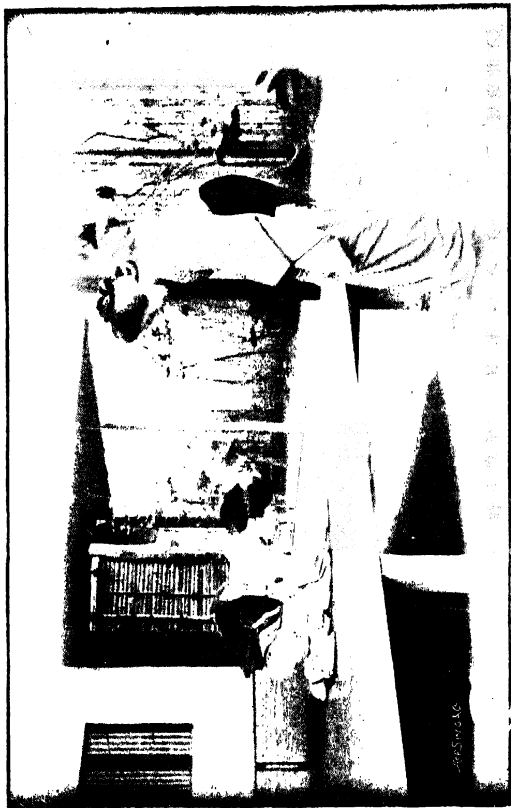
Printed by K. V. Seyne & Bros.

সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় জাপানীদের প্রকৃত সভ্যতা শিক্ষার হাতে খড়ি হয়। তোকিয়ো এবং কোবেতে অবস্থান কালে ভাষার অনভিজ্ঞতার হেতু তাঁহাদের হাবভাব হইতে সভ্যতার নিদর্শন কিছু কিছু পাইলেও উহা পূর্ণ মাত্রায় বুঝিতে পারিতাম না।

ওসাকার বোর্ডিংএ খাবার ব্যবস্থা যেরূপ ছিল তাহা আমাদের দেশের হটেলকারী মহাপ্রভুদের ন্যায়। সুতরাং বেশী দিন সেখানে না থাকিয়া একটী পৃথক বাড়ী ভাড়া করিলাম। এই বাড়ীতে আমি একাকীই প্রায় ৮।৯ মাস ছিলাম। একাকী থাকিতে খরচ, বাড়ী ভাড়া এবং পরিচারিকার মাহিয়ানা সমেত, প্রায় ৪০ টাকা পড়িত। অবশ্য খুব হিসাব করিয়া চলিতে হইত। এইখানে সর্ব্ব প্রথম যে দিন আমি মসলার গুড়া (Curry powder) ও তৈল দ্বারা রন্ধন করিয়া তরকারী খাইয়াছিলাম, সেদিন কি অভাবনীয় সুখই অনুভব করিয়াছিলাম! পাঠকবর্গ! আপনাদের মধ্যে কয়জন লবণ ঝাল, তৈল এবং মসলা ব্যতীত 'ও খাজু' (তরকারী) খাইয়া থাকিতে পারেন? আমি ঐ অবস্থায় দেড় মাস কাল ছিলাম। পৃথক্ বাটী করিবার পর হইতে অপেক্ষাকৃত সুখ এবং স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিতে লাগিলাম। তখন ২।১টী তরকারী দেশী মতে রন্ধন করাইয়া খাইতাম। এতদ্ব্যতীত সময়ে সময়ে জনৈক দেশীয় বন্ধুর বাটীতেও নিমন্ত্রিত হইয়া নানা প্রকার দেশীয় প্রণালীতে প্রস্তুত অতি উপাদেয় খাদ্যাদি খাইয়া আসিতাম। এই সমস্ত সময়ে সেই বোর্ডিংএর কথা প্রায়ই স্মৃতি পথে উদয় হইত। উল্লিখিত * বন্ধুটী ওসাকার এক প্রসিদ্ধ Brush Factoryতে কার্য্য

* মিঃ এস, সি, কর মহাশয় প্রায় ৭ বৎসর কাল জাপানে আছেন। তিনি জাপানের ব্যবসা বাণিজ্য এবং শিল্পাদি সম্বন্ধে অনেক সন্ধান রাখেন। ঐ সমস্ত বিষয় এবং জাপানের কোথায় কোন্ যন্ত্রাদি পাওয়া যায় ইত্যাদি সংবাদ মিঃ কর স্বদেশবাসিগণকে সানন্দে দিবেন বলিয়া আমার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছেন।

করেন। ইঁহার সহিত ক্রমান্বয়ে আমার এত সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল যে, আমি দেশে ফিরিবার দিন পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যহ তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতাম না। তিনিও তদ্রূপ হওয়ায় আমার খাওয়াটী প্রায়শঃ তাঁহারাই ওখানে ঘটিত। এই হইতে আমার সুখের সূত্রপাত হয়।

অনন্তর Celluloid শিক্ষা শেষ হইবার পূর্ব্বেই আমি কৃত্রিম চর্ম্মের (artificial leather and oil cloth) ফ্যাক্টরীতে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইলাম। এই ফ্যাক্টরীটী ওবাছানের পুত্রের (অর্থাৎ যাহাকে খানো ওজিছানের সহিত রাখিয়া বৃদ্ধা পিত্রালয়ে ফিরিয়া গিয়াছিলেন)। কৃত্রিম চর্ম্মের সহিত তিনি ছাতা এবং লাঠির বাঁট (handle) প্রস্তুত করিতেন। সুতরাং এই কয়টী বিষয় এক সঙ্গেই শিক্ষার আমার বেশ সুবিধা হইয়া গেল। আমি নিজকে ভাগ্যবান্ মনে করিতে লাগিলাম।

খানো ওজিছানের পুত্র খানো ছান্ (ওরফে 'খানো ইউশিরো') বেশ একজন আমুদে লোক। উরাইয়ামা ছানের বাটী হইতেই তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয়। একদা তিনি আমাকে, "ঘোষ ছান্, দোজো আঁছোবিনি ইরাস্থাই" (অর্থাৎ ঘোষ মহাশয়, আমার বাটীতে বেড়াইতে যাইবেন) বলিয়া তাঁহার বাটীতে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার অনুগ্রহের জন্য আমি তাঁহাকে "আরিংগাতে গোজাইমাস্" (অর্থাৎ আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি) বলিয়া ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম, "ইপ্পেন মাইরিমা'শো" (অর্থাৎ একবার যাইব)।

এমন কি জাপান হইতে কাহারও কোনও জিনিষের প্রয়োজন হইলে তিনি তাহাও সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে সম্মত আছেন। তাঁহার ঠিকানা আমার নিকট আছে। যাঁহার দরকার হয় পত্র লিখিলেই পাইবেন।

অতঃপর কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে আমি একদা তাঁহার বাটীতে ভ্রমণার্থে গমন করি। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক যে কোন জাপানীর সহিত আলাপ হইলেই তিনি তাঁহার বাটীতে বেড়াইতে যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। চীনবাসীদের আচরণ ঠিক্ ইহার বিপরীত। সাধ্যমত তাঁহারা কোনও পরিচিত বিদেশীয়কে বাটীতে আহ্বান করেন না। প্রয়োজন হইলে তাঁহারা আপনার বাসায় আসিবেন, কিন্তু আপনি যদি তাঁহাদের বাটীতে যাইতে চাহেন তাহা হইলেই বিপদ্। তাঁহাদের বাসস্থান অপরিষ্কার বলিয়াই কি কোনও বিদেশীয়কে তথায় লইতে লজ্জা বোধ করেন?

সে যাহা হউক আমি 'খানো উচি' (অর্থাৎ খানো পরিবারের বাড়ী) যাইয়া দরজায় 'গো মেন নাসাই' (মাপ্ ক'র্বেন) বলিয়া দাঁড়াইলাম। নিমেষ মধ্যে 'হাই' (হাঁ) বলিয়া কে যেন উত্তর দিয়া বহির্দ্বার উদ্‌ঘাটন করিল। চাহিয়া দেখি খানো ছান্ আমার সম্মুখে অবনত হইয়া অতি বিনীতভাবে বলিতেছেন "ইয়োকু ইরাস্বাই মাশিতা" (অর্থাৎ আস্‌তে আজ্ঞা হউক) অতঃপর আমি তাঁহাকে 'কন্নিচিউ আ' (Good day) বলিয়া অভিবাদন করিলে তিনিও আমাকে উহা বলিয়া যথারীতি সম্ভাষণ করিলেন।

খানো ছান্—"দোজো ও হাইরি নাসাই মাসে" (অনুগ্রহ পূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করুন)।

আমি—'আরিংগাতো গোজাইমাস্'।

উভয়ের ৩।৪ বার এইরূপ বাক্য বিনিময়ের পর আমি খানো ছানের সহিত ধীরে ধীরে বাটীর সম্মুখ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম। জাপানীদের ঘর সাধারণতঃ কাষ্ঠনির্ম্মিত। উহার মেজে মাটী হইতে বেশ উঁচু এবং 'তাতামি' (মাদুর বিশেষ) দ্বারা আচ্ছাদিত। এক খানি ঘরকে অনেক ভাগে বিভক্ত করিয়া 'সোজি' (অর্থাৎ কাগজ

নির্ম্মিত পরদা বিশেষ) দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ কক্ষে পরিণত করা হয়। এই 'সোজি' গুলির উপর নানাপ্রকার চিত্তরঞ্জন নৈসর্গিক শোভা এবং পশু পক্ষী প্রভৃতি চিত্রিত থাকে।

জাপানীরা বাটীতে চেয়ার টেবিল ব্যবহার করেন না; সুতরাং তাঁহাদের বাটীতে জুতা খুলিয়া আসনে উপবিষ্ট হইতে হয়। দেশাচার অনুসারে আমিও জুতা খুলিয়া খানো ছানের গৃহে প্রবেশ করিলাম। খানো ছান্ স্বহস্তে আমার জুতা জোড়া যথাস্থানে রাখিলেন, এবং শশব্যস্তে আসিয়া আমাকে আসন দিয়া বলিলেন, "দোজো ও সোয়াল্লা-সাই" (অর্থাৎ অনুগ্রহপূর্ব্বক বসিতে আজ্ঞা হউক; চেয়ারে বসিবার জন্য অনুরোধকালে 'দোজো ও খাকেন্নাসাই' বলা হয়)। আমি 'দোমো আরিংগাতো' (খুব ধন্যবাদ দিতেছি) বলিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলাম; কিন্তু তথাপি আসনে উপবিষ্ট হইলাম না। তিনি আর ৩।৪ বার বসিতে অনুরোধ করিবার পর আমিও বারংবার ধন্যবাদ দিয়া পরে আসনে উপবিষ্ট হইলাম।

এই সময়ে 'যোচিউছান্'কে (পরিচারিকা) লক্ষ্য করিয়া খানো ছান্ বলিলেন, "ওই * ও হানা ছান্," (অর্থাৎ ওগো হানা)! ডাকিবামাত্র 'ও হানা ছান্' আমাদের সম্মুখে আসিয়া জানু পাতিয়া অবনত মস্তকে উপবিষ্টা হইল। তখন খানো ছান্ তাহাকে

---

* ও হানা—'হানা' পরিচারিকাটীর নাম; ও সম্মান সূচক শব্দ; লোক-দিগের নামের পূর্ব্বে উহা সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ভদ্রলোকের সহিত সাধু ভাষায় কথা বলিতে হইলেই অধিকাংশ জিনিসের পূর্ব্বেও উহা ব্যবহার করা হয়। পরিচারিকা হইলেও তাঁহার নামের শেষে ছান্ থাকে।

পরিচারিকাকে সম্মানসূচক ভাষায় আহ্বান আমরা কদাচিৎ করি। যে পরি-চারিকার নাম সৌদামিনী, তাহাকে সো'দো বলিতে জানি, কিন্তু সো'দোকে সৌদা-মিনী কয়জনে বলিয়া থাকি? এইতো আমাদের সভ্যতা!

অগ্নি এবং চা ('ওহি তো ওচা তো') আনিতে আজ্ঞা করিলেন। "হাই, তাদা ইমা' (হাঁ, এখনই—অর্থাৎ অগ্নি এবং চা এখনই আনিতেছি) বলিয়া ও হানা ছান্ গাত্রোত্থান করিয়া অগ্নি এবং চা আনিতে গমন করিল।

আমি এবং খানো ছান্ আলাপ করিতে লাগিলাম। সর্ব্বপ্রথম খানো ছান্ বলিলেন, "কিও আ ঈ তেঙ্কি দেস্ নে" (অর্থাৎ অদ্যকার দিন বেশ পরিষ্কার। কেমন না?) আমি বলিলাম, "সো দে গোজাই-মাস্" (অর্থাৎ আজ্ঞে হাঁ, তাই বটে)।

খানো ছান্—"ও কুনি নো হো দেমো কোনো গুরাই ইউকি গা ফুরিমাস্ কা?" (অর্থাৎ আপনাদের দেশেও এইরূপ তুষার পতন হয় কি?)

আমি—"ইন্দো নো কুনি গা তাইহেন হিরোই দেস্ কারা, ফুরু তোকোরো তো ফুরাং তোকোরো গা গোজাইমাস্" (ভারতবর্ষ অতি প্রকাণ্ড দেশ। সেখানে তুষার পতনের স্থানও আছে, আবার বরফ আদৌ পড়ে না এমন জায়গাও আছে)।

খাঃ—"আনাতা ইকুৎসু দে গোজাইমাস কা?" (আপনার বয়স কত হইবে?)

আঃ—নি জু শি দে গোজাইমাস্ (২৪ বৎসর)।

খাঃ—"মো কেক্কোন্ ও শিমাশিতা দে'শো, ইন্দোজিন আ তাইহেন্ হায়াই দেস্ (সম্ভবতঃ বিবাহ হইয়াছে, ভারতবাসিগণ অতি অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া থাকেন)।

আঃ—"হাই, ওয়াতাকুশি আ মো ওক্ছান্ ও মোরাইমাশিতা" (হাঁ, আমি স্ত্রীগ্রহণ করিয়াছি)।

খাঃ—"ওক্ছান্ আ মাদা কোদোমো দে'শো"? (বৌঠাকুরাণী এখনও ছেলে মানুষ বোধ হয়?)

আঃ—ইয়ে, সো জা আরিমাসেন্ (না, তাহা নহে)।

খাঃ—“আনাতা নো ও’য়াছান্ আ ইকিতরি দে’শো ? (সম্ভবতঃ আপনার মাতা পিতা জীবিত আছেন)।

আঃ—‘ইয়ে, মো শিনিমাশিতা’ (না, মরিয়া গিয়াছেন)।

খাঃ—“আনাতা নো কুনি নো ওকাতা আ নাঙ্গাকু ইকিমাসেন্নু কা” ? (আপনার দেশের লোক বেশী দিন বাঁচেন না কি ?)

আঃ—সো দেচ্ নে ! নিহন্‌জিন্ ইয়োরি শুকোশি হা’য়াই শিন্নুরু দে’শো” (তাই তো, জাপানীদের অপেক্ষা কিছু শীঘ্র মরিয়া থাকেন) !

এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময়ে ওহানাছান্ ‘হিবাচি’ (অগ্নিপাত্র বিশেষ) এবং ‘ওচা’ লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। এবং আমাদের সম্মুখে জানু পাতিয়া উপবেশন করিয়া ‘ও চাওয়ানে’ (ক্ষুদ্র টি কাপ্ বিশেষ) চা ঢালিতে লাগিল। অগ্নিপাত্র পাইয়াই খানো ছান্ “গোকুরো ছামা দেশিতা” (কষ্টের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছি) বলিয়া ওহানা ছান্‌কে ধন্যবাদ দিলেন। সে ও “দো ইতাশিমাশিতা” ধন্যবাদের প্রয়োজন নাই) বলিয়া উত্তর করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

‘ওহানা ছান্ আমাদের নিকট হইতে যাইবার অব্যবহিত পরেই জনৈক ভদ্রমহিলা ‘তাদা ইমা’ (এই মাত্র—অর্থাৎ এইমাত্র ফিরিতেছি) বলিয়া আমরা যে প্রকোষ্ঠে বসিয়াছিলাম সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অমনি খানো ছান্ তাঁহাকে “ওখাইরি নাসাই” ([illegible]— অর্থাৎ ফিরিয়া এস) বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন।

অতঃপর তিনি আমার সম্মুখে জানুপাতিয়া বসিয়া অবনত মস্তকে ‘ইয়োকু ইরাস্বাই মাশিতা’ বলিয়া অভিবাদন করিলেন। এবং ‘ছোদে’ (‘কিমোনো’র ঝুলানো হাতা, ইহা পকেটের কাজ করে) হইতে “মাকি তাবাকো” (সিগারেট) বাহির করিয়া ধূমপান আরম্ভ করিলেন।

খানো ছান্—"ঘোষছান্, দোজো কোরাইতে কুদাসাইমাসে; ওয়াতাকুশি গা তাইহেন দাইজিনা ইয়োজি গা দেকিমাশিতে কারা ইমা দোশিতে মো ইকাং নারি মাসেন্ন। কোনো ওকাতা ওয়াতাশিনো কানাই দেস্। আনাতাগাতা ফুতারী, দে হানাশি ও শিতে কুদাসাই। ওয়াতাশি মাতা ইৎসু কা আইমা'শো।" (অর্থাৎ ঘোষ মহাশয়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক বেয়াদবী মাপ ক'রবেন, অত্যন্ত দরকারী কার্য্য বশতঃ এখনই আমাকে না গেলেই চলিতেছে না। ইনি আমার স্ত্রী। আপনারা দুজনে আলাপ করুন। আমি আবার কখনও আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব)।

এই বলিয়া খানোছান্ বারংবার আমার নিকট মাপ চাহিয়া 'ছা'য়ো নারা' (Good bye) বলিয়া বিদায় লইলেন। আমরা দুই জনে আলাপ করিতে লাগিলাম।

ওক্ছান্—ইন্দোজিন্ নো খাজু গা দোরে আ ওই দেস্ কা—ওতোকো নো কা ওন্না নো? (আপনাদের দেশে কাদের সংখ্যা অধিক—পুরুষ না স্ত্রীলোকের?)।

আঃ—দাইবুন্ ওনাজি দেস্ নে! (প্রায় সমান)!

ওক্ছান্—"ও কুনিনো ফুজিন্ গা দোন্না কিমোনো ও কিমাস্ কা? ছে'য়ো নো ফুকু তো মাতা চিঙাইমাস্ কা? (আপনাদের দেশে মহিলাগণ কিরূপ কাপড় পরিধান করেন? পাশ্চাত্য ধরণের পোষাক হইতে পৃথক্ কি?)

আঃ—"চিঙাও দেস্; ছে'য়ো নো ফুকু গুরাই ইন্দোজিন্ নো কিমোনো নো দোকো মো নুইতে আরিমাসেন্" (পৃথক্; পাশ্চাত্য দেশীয় পোষাকের ন্যায় ভারতবাসীদিগের পরিধান বস্ত্রের কোথাও শেলাই নাই)।

খাঃ স্ত্রীঃ—"ওকুনিনো ওন্না মিনা কুরোই দে'শো। ছোকো ওন্না

নো কুরোই হোদো বেপ্পিন্ তো কিকিমাশিতা ; সো জা আরি-মাসেন্ন কা ?"

(সম্ভবতঃ আপনার দেশীয় সমস্ত স্ত্রীলোকেই কাল। শুনিতে, পাই, সেখানে স্ত্রীলোকের মধ্যে যিনি যত কাল, তিনি তত রূপবতী ; কথাটী সত্য নহে কি ?)

আঃ—"উছো দেস্। মুকো দেমো তাকুছান্ খারাদা নো শিরোই নো হিতো অরিমাস্" (মিথ্যা কথা ; সেখানেও অনেক সুন্দর লোক আছেন)।

খাঃ স্ত্রীঃ—"ইন্দো নো ওন্না আ তোশি নো ইকুৎসু গুরাই দে আকাম্বো য়ো দেকিমাস্ কা ?" (ভারতীয় স্ত্রীগণ কত বয়সে সন্তান প্রসব করেন) ?

আঃ—তাইতেই, জু গো রকু নেন তোশি দে (সাধারণতঃ ১৫।১৬ বৎসর বয়সে)।

খাঃ স্ত্রীঃ—"ও, তাইহেন হায়াই দেস্ নে !" (বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, ওঃ, অত্যন্ত সকাল নয় কি !)

আঃ—"ইন্দো আ আৎসুই কুনি দেস্ কারা হিতো গা জিকি ও-তোনা নি নারিমাস্" (ভারতবর্ষ গরম দেশ ; এই কারণে সেখানকার লোক শীঘ্রই যৌবনত্ব প্রাপ্ত হন)।

খাঃ স্ত্রীঃ—"ওতোকো দেমো সো দেস্ কা ?" আনাতা নো ও তোশি ইকুৎসু দে গোজাইমাস্ কা ? (পুরুষমানুষও তাই না কি ? আপনার বয়ঃক্রম কত হইবে ?)

আঃ—"আনাতা দো ওমইমাস্ কা ?" (আপনি কি মনে করেন" ?)

খাঃ স্ত্রীঃ—"ছান জু গো গুরাই ; চিগাই মাস্ কা ?" (৩৫ বৎসরের কাছাকাছি ; নয় কি ?)

আঃ—(হাসিতে হাসিতে বলিলাম) "ওয়াতাশি নো তোশি গা চোদো নি জু শি দেস্" (আমার বয়স ঠিক্ ২৪ বৎসর)।

খাঃ স্ত্রীঃ—ছোন্নারা মাদা ওয়াকাই ছেস্ নে? ওয়াতাকুশি নো খাংগাই নো কোতোবা য়ো ওক্‌ছান্ গা কিকিমাশিতারা ওকোরু দেশো" (তাহা হইলে এখনও যুবক; আমার ধারণার কথা শ্রবণ করিলে বৌঠাকুরাণী সম্ভবতঃ রাগ করিবেন!)

আঃ—'ইয়ে, ওকোরেমাছেন্; তোশিইয়োরি হোদো ই জা আরিমাছেন্ কা? দান্নাছান্ নো তোশি গা স্কুনাই ইউতারা আনাতা আ ইওরোকবু দেস্ কা? (না, রাগ করিবে না; বয়স যত বেশী হয় ততই ভাল নহে কি? স্বামীর বয়স কম করিয়া বলিলে আপনি খুসী হন কি?")

খাঃ স্ত্রীঃ—(এই সময়ে তিনি আমাকে বারংবার চা এবং পিষ্টক খাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন) "দোজো ও কাশি য়ো হিতোৎসু ও য়াগান্নাছাই" (অনুগ্রহ পূর্ব্বক একখানি পিষ্টক ভক্ষণ করুন)।

আঃ—দোমো আরিংগাতো গোজাইমাস্।

খাঃ স্ত্রীঃ—দো ইতাশিমাশিতা।

আমাদের এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে এমন সময়ে খানোছানের দ্বাদশ বৎসরের পুত্র 'গাক্কো' (বিদ্যালয়) হইতে ফিরিয়া আসিল। সে 'তাদা ইমা' বলিয়া প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইলে তাহার মাতা 'ও খাইরি নাসাই' বলিলেন। সে উঠিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইল এবং আমাকে 'ইয়োকু ইরাস্বাইমাশিতা' বলিয়া আপ্যায়িত করিল। আমিও তাহাকে যথারীতি সম্ভাষণ করিলাম।

বালকটীর বয়স কম হইলেও তাহার জ্ঞানপূর্ণ কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। বাল্যসুলভচপলতাবশতঃ সে আমাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন

জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। বলিতে কি, তাহাকে সন্তোষজনক উত্তর আমি দিতে পারি নাই। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য সেই প্রশ্নগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। যাঁহারা জাপান কিংবা অন্য কোনও সভ্য-দেশে গমন করিবেন তাঁহারা যেন ঐ প্রশ্নগুলির উপযুক্ত উত্তর শিক্ষা করিয়া যান; নচেৎ ভদ্রসমাজে অনেক সময়েই অপদস্থ হইতে হইবে।

বোচ্ছান্ (ছোট ছোট বালকদিগকে জাপানীতে বোচ্ছান্ বলে): -"ঘোষ ছান্, (১) ইন্দো আ তাইহেন আৎসুই কুনি দেস্ নে; নাৎসু নি খান্দাঙ্কি নান্ দো হোদো আগারিমাস্ কা? (ঘোষ মহাশয়, ভারতবর্ষ অতি গরম দেশ; না? গ্রীষ্মকালে তাপ যন্ত্র কত ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে?)

(২) মুকো নো কিকো নো খাজু গা ইকুৎসু দেস্ কা? কোনো গুরাই আকি তো, হারু তো, ফুয়ু দেমো গোজাইমাস্ কা? (সেখানকার ঋতুর সংখ্যা কত? এখানকার মত শরৎ, বসন্ত এবং শীত কালও আছে কি?)

(৩) ইন্দো নো দোকো দেমো নো কিকো গা ওনাজি দেস্ কা? (ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই ঋতু একই প্রকারের কি?) ফুয়ু নি খান্দাঙ্কি তাইহেন্ সাগারিমাসেন্ জারো! (সম্ভবতঃ শীতকালে তাপ যন্ত্র বড় বেশী নামে না!)

(৪) ছেকাই দে ইচিবান্ তাকাই নো ইয়ামা হিমালয় ওান দোশিতে খাকিমাস্ কা? (পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত হিমালয় কিরূপে আঁকিতে হয়?)

(৫) ইন্দো নো ইচিবান্ ওকিনা কাওয়া দোরে দেস্ কা? (ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বড় নদী কোন্‌টী?)

(৬) নিহন নি ও কোমে গা ইচি নেন্ নি ইপ্পেন্ দাকে দেকি

মাস্। ও কুনি নো হো নাম্বেং দেকুরু দেস্ কা? (জাপানে ধান বৎসরে একবার মাত্র জন্মে। আপনাদের দেশে কয়বার জন্মে?)

(৭) ইন্দো নি ওয়াতা নাশি হোকা নো দোন্না মোনো ইচিবান্ তাকুছান্ দেকি মাস্ কা? (ভারতবর্ষে তুলা ছাড়া অন্য কোন্ বস্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জন্মে?)

(৮) মুকাশি নো ইন্দো আ এরাই দেশিতা তো কিকিমাশিতা; কেরেদোমো ইমা নো ইন্দোজিন্ গা নাজে নান্ দেমো নি হেতা দেস্ কা? পুরাকালে ভারতবর্ষ উন্নত ছিল শুনিয়াছি; কিন্তু বর্ত্তমান ভারতবাসীগণ সর্ব্ববিষয়ে কেন এত অকর্ম্মণ্য?)

(৯) নিপ্পন নো তোগো ছান্ গুরাই এরাই ওকাতা ইন্দো নি দোনাতা দে গোজাইমাস্ কা?—(জাপানের তোগো মহোদয়ের ন্যায় ভারতবর্ষে কে আছেন?)

(১০) আনাতাগাতা আ তোশি নো ইকুৎসু দে গুন্‌জিন্ নি নারিমাস্ কা? দারে দেমো হেতাই দেস্ কা? (আপনারা কত বয়সে সৈনিক পুরুষ হইতে পারেন? আপনারা সকলেই সৈনিক কি?)

এতদ্ভিন্ন আমাদের জাতীয় সঙ্গীত কি? জাতীয় পতাকাই বা কিরূপ? উহা কিরূপে আঁকিতে হয়? ভারতবর্ষের আয়তন এবং উহার লোক সংখ্যা কত? রেজিমেণ্ট সর্ব্বসমেত কয়টী এবং রণপোত কতখানি? ইত্যাদি প্রশ্ন বর্ষণে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, খানো ছানের স্ত্রী ঐ সময়ে একখানি 'কিমোনো' সেলাই করিতেছিলেন। আমাদের কথার কোনও বাদ প্রতিবাদ না করায় আমি অবাধে নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

কিছুক্ষণ পরে আমি "ও জামা ইতাশিমাশিতা" (আমি আপনাদের কাজের ব্যাঘাত জন্মাইয়াছি) বলিয়া বিদায় লইতে

উদ্যত হইলাম ; কিন্তু ওক্ছান্ 'মাদা হায়াই দেস্' (এত শীঘ্র কেন ?) বলিয়া বাধা দিয়া উঠিলেন। আমি অন্যত্র কার্য্য থাকায় তাঁহাদিগকে বারংবার ধন্যবাদ দিয়া 'ছায়োনারা' বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। অনন্তর ফুতোং (আসন) খানি ভাঁজ করিয়া গাত্রোত্থান করিলে খানো-ছানের স্ত্রী তাড়াতাড়ি উঠিয়া আমাকে overcoatটী পরাইয়া দিলেন এবং জুতা জোড়া ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া সম্মুখে রাখিলেন। আমি তাঁহাদের অনুগ্রহের জন্য বারংবার ধন্যবাদ দিয়া বিদায় লইলাম। খানোছানের স্ত্রী এবং ও হানাছান্ দরজায় জানু পাতিয়া বসিয়া রহিলেন ; বোচ্ছান্ আমার সহিত বাহির হইয়া কিছুদূর আসিল। খানোছানের বাটী হইতে ফিরিবার পথে জনৈক পরিচিত ডাক্তারের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি দূর হইতে আমাকে দেখিয়া অমনি 'কুরুমা' (Riksha) হইতে অবতরণ করিলেন এবং আমার সম্মুখীন হইয়া যথারীতি অভিবাদন করিলেন ; আমিও তাঁহাকে সম্যক্ সম্ভাষণ করিবার পর তিনি বলিলেন, "ঘোষছান্, কোনো গোরো ইন্দো নো ছেইফু তো জিম্মিন্ নো নাকা গা স্থকোশি ওয়ারুই তো শিম্বুং নি দেতে ইমাস্থ। হোন্তো দেস্ কা ?" (ঘোষ মহাশয়, সম্প্রতি ভারতগবর্ণমেণ্ট এবং তত্রস্থ অধিবাসিগণের মধ্যে কিছু খারাপ ভাব হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পত্রে বাহির হইতেছে। তাহা সত্য কি ?)

আমি বলিলাম, "নান্তো ইউ শিম্বুং নি দেতে ইমাস্ কা ? দোনাতা গা সোন্না কোতো ও খাকিমাশিতা কা ?" (কি কাগজে প্রকাশিত হইতেছে ? কে এমন কথা লিখিয়াছেন ?)

ডাক্তার সাহেব (ওইসা ছান্):—নিপ্পন নো ইচিবান্ নো শিম্বুং 'আসাহি' নি দেতে ইমাস্থ। খাকু হিতো গা নিহন্ জিন্ দেস্, সোনো ওকাতা গা ইন্দো নো বোম্বে নি অরিমাস্।" [জাপানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

জাপানী 'থাং গোক'।

Printed by K. V. Seyne & Bros.
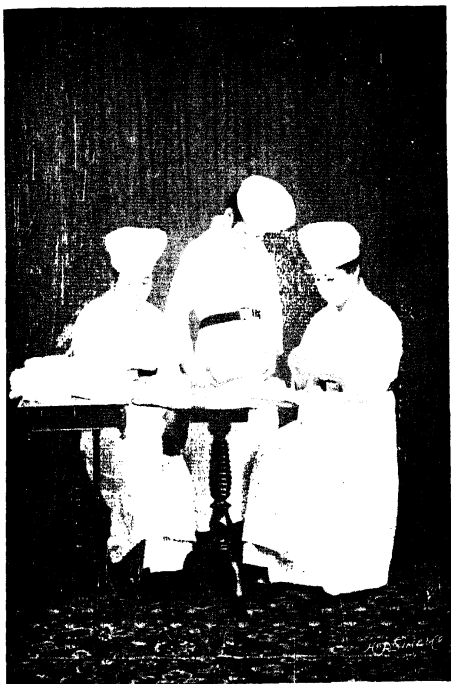
সংবাদপত্র 'আসাহি'তে (প্রাতঃসূর্য্য) বাহির হইতেছে। লেখক জাপানী। তিনি ভারতবর্ষের বম্বেতে আছেন।]

আমি :—"ইন্দো নো মিন্না তোকোরো নো কোতো য়ো ইয়োকু শিরিমাছেন্। নাগাই কোতো ছোকো কারা নানি মো কীতা কোতো গা নাই।" (ভারতের সব জায়গার কথা আমি ভাল জানি না। অনেক দিন হইল তথা হইতে কিছুই শুনি নাই)। অনন্তর তিনি আর ও অনেকানেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন ; বলিতে কি, অজ্ঞানতা-বশতঃ আমি তাঁহার সব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিলাম না। প্রশ্নগুলি এইরূপ :—"আচ্ছা, ভারতবাসিগণ সাধারণতঃ কত বয়সে বেশীর ভাগ মরিয়া থাকেন ? সেখানে কি ব্যারামের প্রাধান্য বেশী ? কত লোক ভারতে প্রতি বৎসর গড়্পড়্তা জন্মে এবং মরে ? অনেকক্ষণ এইরূপ আলাপ করিবার পর তিনি আমাকে তাঁহার বাটীতে একবার বেড়াইতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া আমার নিকট হইতে বিদায় হইলেন। আমিও বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

ইহার কিছু দিন পরে আমি 'ওইসা' ছানের বাটীতে বেড়াইতে গেলাম। আমি যখন সেখানে পৌঁছিলাম তখন ডাক্তার সাহেব বাহিরে গিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার জনৈক কম্পাউণ্ডার (ইহাদিগকে জাপানীতে 'খাংগফু' বলে। অধিকাংশস্থলেই কম্পাউণ্ডারী পরীক্ষোত্তীর্ণা যুবতীদিগকেই 'খাংগফু' রাখা হয়। পুরুষ 'খাংগফু' অতি কম।) দরজায় আসিয়া আমাকে যথারীতি সাদরসম্ভাষণ করিলেন। তৎপরে তিনি আমাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। আমি ডাক্তার সাহেবের খাস কামরায় বসিয়া আছি, এমন সময়ে বাহিরে আমার 'কুরুমা-আ'র সহিত ডাক্তার সাহেবের জনৈক 'কুরুমা-আ' (যাহারা রিক্সা টানে) আমার সম্বন্ধে নিম্নবর্ণিত মর্ম্মে আলাপ করিতে লাগিল। আমার 'কুরুমা-আ' বলিলে, পাঠকবর্গ

ভাবিবেন না যে আমি সেখানে একখানি গাড়ী ক্রয় করিয়া এক জন লোক উহা টানিবার জন্য বেতন দিয়া রাখিয়াছিলাম। আমার বাসার পার্শ্বে একজন নিরীহ ভালমানুষ 'কুরুমা-আ' বাস করিত। যখন যেখানে ইচ্ছা আমি তাহাকেই প্রতি ঘণ্টায় তের সেন্ অর্থাৎ প্রায় তের পয়সা হিসাবে দিয়া লইতাম। এইজন্য সে ব্যক্তি আমার সমস্ত বিষয় খুব ভালরূপ জানিত, এবং আমার অত্যন্ত বাধ্য ছিল।

ডাক্তার সাহেবের 'কুরুমা-আ' আমার 'কুরুমা-আ'কে সম্বোধন করিয়া বলিল ঃ—আনোনা, আনো হিতো (উচ্চারণ হিস্তো) দারে দেক্কা * অর্থাৎ ওহে ঐ ব্যক্তি কে ?

আমার কুরুমা-আ ঃ—"আনো ওকাতা ইন্দোজিন্ দেস্। তাইহেন এরাই তো থানেমোচি দেস্" (উনি ভারতবাসী। উনি বেশ শিক্ষিত এবং ধনী)।

ডাঃ কুঃ—কিমি দোশিতে শিত্তেমাক্কা (তুমি কিরূপে জানিলে ?—'কিমি' শব্দের অর্থ তুমি, ইহা সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পরস্পরের মধ্যে ব্যবহার করেন)।

আঃ কুঃ—ওসাকা নো এরাই হিতো বাকারি আনো ওকাতা নো তোমোদাচি দেস্। কোতো কোগিও গাক্কো নো সেন্সে কারা ওসাকা-ফুচো মাদে তাইতেই মিন্না এরাই ওকাতা নো উচি আনো হিতো বকু নো কুরুমা নি নত্তে আছোবিনি ইত্তেমাস্। (ওসাকার শিক্ষিত লোক মাত্রেই ইঁহার বন্ধু। উচ্চ কলাবিদ্যালয়ের শিক্ষক হইতে আরম্ভ করিয়া ওসাকার গভর্ণর পর্য্যন্তের বাটীতে ইনি আমার—

---

* দেক্কা ঃ—ওসাকায় যে ভাষা প্রচলিত তাহা অতি কদর্য্য। তোকিও এবং জাপানের অন্যান্য অনেক স্থানে অতি সাধু ভাষা ব্যবহৃত হইলেও জাপানী ভাষা ওসাকাতে এক শ্রুতিকঠোর প্রাদেশিক ভাব (provincialism) ধারণ করিয়াছে।

'বকু' শব্দের অর্থ আমি, ইহাও বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা পরস্পরের মধ্যে ব্যবহার করিয়া থাকেন,) 'কুরুমা' চড়িয়া বেড়াইতে যাইয়া থাকেন।

ডাঃ কুঃ—খানেমোচি কা? ছোন্নারা এ বেপ্পিন্‌ছান্ গা উচি নি ওরু দেশো? (পয়সাওয়ালা লোক নাকি? তাহা হইলে উহাঁর বাটীতে ভাল সুন্দরী আছে বোধ হয়!)

আঃ কুঃ—ইয়ে, হিতোরি মো গোজাইমাহেন্। (না, একজনও নাই)।

ডাঃ কুঃ—'উছো দেস্' (মিথ্যা কথা)।

আঃ কুঃ—'হন্তো দেস্তে, উছো জা অমাহেন্' (ওহে সত্য কথা; মিথ্যা নহে)।

ডাঃ কুঃ—'কিমি দোশিতে আরে মো শিতে মাক্কা'? (তুমি ঐ সংবাদ ও কিরূপে জান?)

আঃ কুঃ—"নান্দে, আনো ও কাতা নো উচি ওয়াতাকুশি নো তনারি দেস্। যোচিউছান্ কারা মিন্না কীতা। ইন্দোজিন্ গা তাই-হেন্ খাতাই দেস্তে! (কেন, উহাঁর বাটী আমার বাটীর পার্শ্বে। ঝির্ নিকট হইতে সমস্ত শুনিয়াছি। ভারতবাসীরা বড়ই কঠিন—অর্থাৎ তাঁহাদের চরিত্র বেশ ভাল)।

ডাঃ কুঃ—যোচিউ ছান্ গা ওয়াকাই নো বেপ্পিন্ দেশো! (ঝি একজন সুন্দরী যুবতী বোধ হয়!)

আঃ কুঃ—"ছো দেমো নাই! ওনাংগোশি নো তোশি মো ইত্তেমাস্। বেপ্পিন্ দেমো ওমাহেন্"। (তাও নহে; পরিচারিকার বয়স ও বেশী হইয়াছে। সে সুন্দরীও নহে)।

ডাঃ কুঃ—ওকাশি দেস্; খানেমোচি নো ওয়াকাই মোনো নো উচি ওনাংগো য়ো কিরাই হিতো গা আরাহে তো ওমত্তা। (অসম্ভব,

পয়সাওয়ালা যুবকগণের মধ্যে স্ত্রীলোক ঘৃণা করেন এমন লোক কেহ নাই ভাবিয়াছিলাম)।

আঃ কুঃ—নিহন্‌জিন্ তো ইন্দোজিন্ গা তাইহেন চিগাও। ইন্দো নো কুনি মুকাশি কারা এরাই। আনো ওকাতা নাশি, মো নি ছান্ নিন্ ইন্দোজিন্ মিতা কোতো গা আরু, মিন্না খাতাই দেস্। কোনো আইদা যোচিউ ছান্ দেমো সোরে ও ইউতে ইন্দোজিন্ য়ো হোমেতে আত্তা।” (জাপানী এবং ভারতবাসীর মধ্যে অনেক পার্থক্য। ভারতবর্ষ প্রাচীনকাল হইতে সভ্য। উনি ব্যতীত, আরও দু তিনজন ভারতবাসীকে আমি দেখিয়াছি, সকলেরই চরিত্র ভাল। সম্প্রতি পরিচারিকাও তাই বলিয়া ভারতবাসীদিগকে প্রশংসা করিতেছিল)।

ডাঃ কুঃ—আনো হিতো নো উচি নি জোগাক্কো নো ছেইতো তাকুছান্ আছোবিনি কুরু জারো! (উহাঁর বাটীতে বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ অনেকে বেড়াইতে আসেন বোধ হয়!)

আঃ কুঃ—“গাক্কো নো ছেইতো তো এ তোকোরো নো কাওয়াই-রাশি নো মুছুমে ছান্ গা তাকুসান্ আছোবিনি কিমা, কেরেদোমো হিতোৎসু মো ওয়ারুই কোতো গা নাই তো যোচিউ ছান্ গা ইউতে আত্তা।’ (বিদ্যালয়ের ছাত্রী এবং সম্ভ্রান্ত বংশীয় অনেক সুন্দরী কন্যা উহাঁর বাটীতে প্রায়শঃ বেড়াইতে আসেন; কিন্তু ঝি বলিতেছিল যে একটুও খারাপ ভাব নাই।)

‘কুরুমা-আ’ দুই জনে এইরূপ কথা বার্ত্তা বলিতেছিল, এমন সময় ডাক্তার সাহেব ফিরিয়া আসিলেন। আমি তাঁহার সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, সুতরাং উহাদের মধ্যে আর কি কথা হইল শুনিতে পাইলাম না। তবে আমার কুরুমা-আকে ওকালতীর জন্য মনে মনে ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম।

ডাক্তার সাহেব এবং তাঁহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার

সময় এক বাক্স বিস্কুট 'ফুরোশিকি' (বড় রুমাল বিশেষ) দ্বারা জড়াইয়া লইয়া গিয়াছিলাম। নিজের কোনও স্বার্থ থাকুক্ আর নাই থাকুক্ নূতন কোনও লোকের বাটীতে বেড়াইতে যাইতে হইলে সেই গৃহস্থের ব্যবহারোপযোগী কিছু জিনিষ উপঢৌকন স্বরূপ লইয়া যাইতে হয়। উপঢৌকনের জিনিষটী দেশাচার অনুসারে 'ফুরোশিকি' দিয়া বাঁধিয়া লইতে হয়।

প্রায় এক ঘণ্টাকাল আমি 'ওইসা' ছানের বাড়ীতে ছিলাম। ইতি-মধ্যে আমাদের মধ্যে নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর গল্প চলিয়াছিল। এখানে সে সমস্ত বর্ণনা করা বাহুল্য মাত্র। তবে কয়েকটি কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, জাপানে যাইয়াই বড় করিয়া কথা বলা, তর্কবিতর্ক করা, এবং উদ্ধতভাব একেবারে পরিহার করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত আত্মসংযম এবং স্বার্থত্যাগেরও পরাকাষ্ঠা দেখাইতে হয়। কারণ তাহা না হইলে অনেক স্থলেই হাস্যাস্পদ হইতে হয়। মনে করুন, আপনি একজন জাপানী ভদ্রলোকের বাটীতে যাইতেছেন। পথিমধ্যে কোনও নীচমনা লোক আপনাকে লক্ষ্য করিয়া 'কুরোম্বো', 'কুরোন্ জিন্' (কাল মানুষ) বা 'ইন্দোজিন্' (ভারতবাসী) বলিয়া উঠিল। আপনি সে সময়ে উদ্ধত ভাব না দেখাইয়া বরং আত্মসংযম করিবেন ; কারণ, বৃথা তাহার সহিত বাক্যব্যয় করিতে গেলে মুহূর্ত্ত মধ্যে তথায় লোকে লোকারণ্য হইয়া যাইবে, তখন আপনিই লজ্জা পাইবেন, সন্দেহ নাই।

গন্তব্য স্থানে যাইয়া আপনাকে প্রথমতঃ দরজায় (দরজা খোলা থাকিলেও হঠাৎ প্রবেশ করিতে নাই) দাঁড়াইয়া 'গো মেন নাসাই' বলিতে হইবে। পরে ঘর হইতে গৃহিণী কিংবা পরিচারিকা যে কেহ আপনাকে অভিবাদন করিলে আপনিও তাঁহাকে সমভাবে অভিবাদন করিবেন। ঘরে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিলে, ২।৩ বার ধন্যবাদ দিয়া জুতা খুলিয়া ঘরে উঠিবেন এবং 'ফুতোং' এ উপবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে

এবং চা ও বিস্কুটাদি ভক্ষণের পূর্ব্বে ও পরে ধন্যবাদ দিবেন। কার্য্য শেষ হইলে ফিরিবার সময় ফুতোংখানি মাঝামাঝি ভাঁজ করিয়া রাখিয়া 'ও জামা ইতাশিমাশিতা' বলিয়া গাত্রোত্থান করিবেন।

পুরস্কার (presents) দিবার জন্য কোনও দ্রব্য সঙ্গে লইয়া গেলে তাহা সর্ব্বদাই 'ফুরোশিকি' দ্বারা জড়াইয়া লইবেন। তৎপরে 'ছায়োনারা' বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিবেন।

অঃ অঙ্গীকার মত খানোছান্ পুনরায় আমার সহিত celluloid factoryতে সাক্ষাৎ করেন। এইবার তিনি আমাকে তাঁহার বাটীতে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। আমিও সমুচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম।

যে দিন আমি নিমন্ত্রিত হই, সে দিন খানো ছানের বাটীতে তিন জন মহিলা এবং দুই জন ভদ্রলোক মফঃস্বলের কোনও দূর পল্লী হইতে আগমন করেন। তাঁহারা বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে আর কখনও ভারতবাসী দেখেন নাই, তাই সকলে আমার পানে অনিমেষ লোচনে চহিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে জনৈক বর্ষীয়সী মহিলা বলিলেন ;—গো মেন্ কুদাসাই, আনাতা ছামা* ওছাকা ছামা নো ওকুনি নো দেশো ? (মাপ করিবেন, আপনি মহাশয় শাক্যমুনির দেশের লোক বোধ হয় ?)। প্রশ্নকারিণী কিয়োতো অঞ্চলের লোক ; সুতরাং তদ্দেশীয় ভাষায় আমি উত্তর করিলাম "ছা'য়ো দেস্" (হাঁ তাই বটে)। আমার মুখে 'ছা'য়ো' শব্দ ব্যবহার করিতে শুনিয়া খানো ওকুছান্ (খানো ছানের স্ত্রী) বলিয়া উঠিলেন, 'আনাতা গা দোকো নো কোতোবা দেমো শিত্তে মাস্ কা' ?

---

* ছামা এবং ছান্ এই শব্দ দুইটীর অর্থই মহাশয় কিংবা মহাশয়া, তবে ছামা শব্দটী ছান্ অপেক্ষা অধিকতর সম্মানসূচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা 'খামি ছামা' (দেবতা) 'ও তেনশি ছামা' (সম্রাট্) ইত্যাদি।

(অর্থাৎ আপনি সকল জায়গারই ভাষা জানেন কি ?)। এই সময়ে আগন্তুকের মধ্যে এক যুবক বলিলেন, "আপনি কখনও 'কিউসিউ' গিয়াছেন কি ?" আমি বলিলাম; "যাই নাই বটে, কিন্তু তথাকার ভাষাও ২।১টী জানি"। এই বলিয়া আমার ঘটে যেটুকু বিদ্যা অবশিষ্ট ছিল, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য, "ওই ছেন্দোছান্ শিকি রিকি কিন্, আছা নো দেবানাও মাতাং সুতাং" ইত্যাদি কিউসিউ অঞ্চলের * ভাষা বলিয়া ফেলিলাম। এইবার সকলে সমস্বরে হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন "ঘোষছান্ আনাতা গা নাকানাকা খাস্কোই দেস্ নে!" (ঘোষ মহাশয় আপনি বড় বুদ্ধিমান্) বলিয়া সকলে বাহবা দিতে লাগিলেন। আমি মনে মনে হাসিতে লাগিলাম ; কারণ, আমার ভাষাজ্ঞান আমিই জানিতাম, আর কাহাকেও জানিতে দিতাম না। যেগুলি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক শব্দ আমি শিখিয়াছিলাম তাহাই উল্টাইয়া পাল্টাইয়া, সাজাইয়া গুছাইয়া এমনভাবে অনর্গল বলিয়া যাইতাম যে জাপানীরা মনে করিতেন আমি ভাষায় একজন মহাপণ্ডিত।

জাপানী ভাষা শিক্ষা করা অতি দুরূহ ব্যাপার ; কারণ জাপানীরা চীনভাষার অক্ষর ব্যবহার করেন। এই অক্ষরের সংখ্যা তিন সহস্রেরও উপর হইবে এবং ইহার প্রত্যেকটী অক্ষর এক একটী শব্দ-বিশেষ (word)। এতদ্ব্যতীত এমন অনেক অক্ষর আছে যাহা একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভাষার এই কাঠিন্যের জন্য অনেক জাপানীই তাঁহাদের নিজেদের ভাষা ভালরূপ শিক্ষা করিতে পারেন না।

---

* আসর জমকাইবার মত কয়েকটী প্রাদেশিক ভাষা আমি উরাইয়ামা ওরাছানের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া রাখিয়াছিলাম। আবশ্যকমত উহা ব্যবহার করিয়া বাহাদুরী লইতাম। জাপানীরা স্বভাবতঃ খুব আমোদপ্রিয় ; সুতরাং তাঁহাদিগের নিকট ঐ সমস্ত প্রাদেশিক বিচিত্র ভাষা বেশ আদরণীয় হইত।

হংজি অর্থাৎ চীন ভাষার অক্ষর ব্যতীত জাপানী ভাষায় 'খাতাকানা' ও 'হিরাকানা' নামক আর দুই প্রকারের অক্ষর ব্যবহৃত হয়। উহাদের প্রত্যেকটীর সংখ্যা ৪৮টী মাত্র। বিদেশীয়গণ সাধারণতঃ এই গুলিই শিক্ষা করিয়া থাকেন। পুস্তকাদি সমস্তই হংজিতে লেখা হয় তবে প্রত্যেক হংজির দক্ষিণ পার্শ্বে হিরাকানাও লিখিত হইয়া থাকে। সুতরাং যাঁহারা হংজি জানেন না, অথচ জাপানী পুস্তক অথবা সংবাদ পত্রাদি পাঠ করিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে এটী কম সুবিধার বিষয় নহে।

বিদেশীয়গণ সচরাচর ইংরাজি অক্ষরে জাপানী শব্দ লিখিয়া থাকেন। আধুনিক সমস্ত বিদ্যালয়েই ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া হয়। সুতরাং আজকাল জাপানীদের সহিত চিঠি পত্রাদি আদান প্রদানের অনেক সুবিধা হইয়াছে। জাপানী ভাষা হইতে হংজি একেবারে উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে ইংরাজি অক্ষর প্রচলিত করিবার জন্য এক দল লোক বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা বলেন যে বর্ত্তমান জাপান যেরূপ উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছে, তাহাতে দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী কার্য্য করিতে গেলে তাঁহাদিগকে ভাষার দোষ সর্ব্বাগ্রে সংশোধন করিতে হইবে। এক দল ক্ষমতাপন্ন রক্ষণশীল লোক (conservatives) এই মতের সম্পূর্ণ বিরোধী হওয়ায় ইহা কার্য্যে পরিণত হইতে এত বিলম্ব হইতেছে। কিন্তু যেরূপ বুঝা যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় যে জাপানী ভাষায় ইংরাজি অক্ষর ব্যবহার হইতে আর বেশী দিন লাগিবে না। এই 'Romaji' (অর্থাৎ Roman character) প্রচলিত করিবার জন্য ইংরাজি অক্ষরে জাপানী ভাষা লিখিয়া সংবাদ পত্রও প্রচলিত হইতেছে।

জাপানীরা যেরূপ উন্নতশীল এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ তাহাতে তাঁহারা ভাষার উন্নতি নিশ্চয়ই করিবেন সন্দেহ নাই। বিদেশীয় ভাষা,

বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা, ইঁহাদের মধ্যে যতলোক জানেন, অন্য কোনও প্রাচ্য দেশবাসী তাহা জানেন কি না সন্দেহ।

পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে, জগতের সমস্ত জাতির ভাষা এক করিবার জন্য অনেক দিন হইতে চেষ্টা চলিতেছে। সভ্য জগতে এরূপ একটী ভাষার যে নিতান্ত প্রয়োজন তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। আমরা সকলে মানুষ হইয়াও যে এক জনের ভাষা আর একজন বুঝিতে পারি না, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? এই সমস্ত কারণে জাপানীরা এই নবাবিষ্কৃত ভাষাও শিক্ষা করিতেছেন। ইহাকে esparento (এস্‌পারেণ্টো) বলে। বস্তুতঃ, জগতের যেখানে যে কিছু নূতন ভাল জিনিষ বাহির হইতেছে, ইঁহারা অবিলম্বে তাহা শিক্ষা করিয়া সভ্য-জগতের সহিত চলিতেছেন। এরূপ একটী উৎসাহী জাতিকে কখনও কোনও বিষয়ে পশ্চাৎপদ হইতে হইবে না বরং অনেক বিষয়ে ইঁহারা সভ্যজগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিবেন।

সে যাহা হউক, আমি যাহা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি। যখন জাপানে যাইয়া পড়িলাম তখন তথাকার ভাষা যতই কঠিন হউক না কেন, তাহা শিক্ষা না করিলে চলে না; সুতরাং উহা শিক্ষা করিতে লাগিলাম। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পাঁচ ছয় মাসের মধ্যেই মোটামুটি কথা বলিতে ও বুঝিতে পারিতাম। তৎপরে অবস্থানের দিনাধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও শিক্ষা হইতে লাগিল। যখন খানোছানের বাটীতে গিয়াছিলাম তখন আমি জাপানী ভাষা বেশ ভালরূপ বলিতে পারিতাম। এবং এই কারণেই আমি একজন ভাল ভাষাজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলাম। বলাবাহুল্য আমি জাপানীভাষা বলিতে ও কহিতে জাপানীদের মত পারিলেও, তাঁহাদের হংক্ষি শিক্ষা

করি নাই। সাধারণতঃ 'রোমাজি' দ্বারাই পত্রাদি লিখিতাম, তবে ক্বচিৎ কখন 'খানা'ও ব্যবহার করিতে হইত।

খানোছানের বাটীতে কয়েকবার যাতায়াত করায় খানো পরিবারস্থ সকলের সহিত আমার বেশ মাখামাখি হইয়া যায়। অনন্তর তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের বাটীতে এক সঙ্গে বাস করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। কৃত্রিম চর্ম্ম এবং ছাতা ও লাঠীর হ্যাণ্ডেল তথায় প্রস্তুত হওয়ায় আমি এ সুযোগ আর ছাড়িতে পারিলাম না; সুতরাং তাঁহাদের অনুগ্রহের জন্য বারংবার ধন্যবাদ দিয়া তাঁহাদের বাটীর দ্বিতলে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলাম। এখানে আমি যেরূপ যত্নে এবং আদরে ছিলাম, তাহা আমাদের দেশীয় কোনও অপরিচিতের বাড়ীতে দূরে থাকুক, নিতান্ত আত্মীয়ের বাটীতেও পাওয়া দুষ্কর। তবে সেরূপ যত্ন ও আদর নূতন জামাই শ্বশুরালয়ে যাইবার প্রথম তিন দিন পাইতে পারেন!

ব্যবহারের জন্য দ্বিতলের যে কয়টী ঘর আমাকে দেওয়া হইয়াছিল, তাহার মাসিক ভাড়া অন্যূন ২৫।২৬৲ টাকা হইবে। উহার জন্য আমাকে এক কপর্দ্দকও দিতে হইত না। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের বাটীতেই বিনা খরচে আহারের ব্যবস্থাও হইয়াছিল; কিন্তু আমি বেশী দিন তাঁহাদের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে ইচ্ছা না করায় (বিশেষতঃ শিক্ষা করিতে যাইয়া, শিক্ষকদিগের গলগ্রহ হইলে ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীগণের অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা মনে করিয়া) অবশেষে এক বেন্তোয়্যার সহিত 'ও বেন্তোর' (ভাত তরকারীর) মাসিক চুক্তি করি। বেন্তোয্যা (ভাত ও তরকারীওয়ালা) অনেকটা আমাদের দেশের হটেলকারিগণের ন্যায়। প্রতিদিন সকাল এবং সন্ধ্যার সময় আমাকে যথারীতি আহার্য্য বস্তু দিয়া যাইত এবং মূল্যস্বরূপ আমি তাহাকে মাসিক ১৫৲ টাকা মাত্র দিতাম। অবশ্য খাবার সমস্তই জাপানী ধরণের।

বেন্তোয়্যাগণ টিন কিংবা porcelain পাত্রে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্স কিংবা কৌটা বিশেষ--ভাত তরকারী রাখিয়া সকাল, দ্বিপ্রহর এবং সন্ধ্যার সময় ক্রেতাগণের বাটীতে কিংবা কার্য্য স্থলে উপস্থিত করে। তাহাদের নিকট নগদ মূল্যে সর্ব্বদাই ভাত তরকারী কিনিতে পাওয়া যায়। সহরের সর্ব্বত্রই এইরূপ বেন্তোয়্যা আছে। এতদ্ভিন্ন রেলওয়ে ষ্টেসনের প্লাটফরমে (platform) এবং উৎসবাদি উপলক্ষে বহুলোকের সমাগমস্থানে তাহারা বেন্তো বিক্রয় করিয়া থাকে। ষ্টেসনে গাড়ী থামিলেই "বেন্তো, বেন্তো, বেন্তো * জোতো নো বেন্তো" বলিয়া ইহারা এক সুমধুর কলরব তুলিতে থাকে। যাত্রিগণের অনেকেই উহা ক্রয় করিয়া গাড়ীর ভিতরেই দক্ষিণ হস্তের ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। আমিও কোনও দূর স্থানে যাইতে হইলে ঐ নিয়ম পালন করিতাম। এই বেন্তোগুলি খুব পাতলা কাঠের বাক্সে ভরিয়া বাক্স ও হাসি (chop sticks) সমেত ৬ ছেন্ হইতে ১০ ছেন্ পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রীত হয়। আর ২ ছেন্ দিলে ওচা (গরম চা) পাত্র সমেত পাওয়া যায়। সুবিধা কম নহে; কোথাও যাইতে হইলে পেটের জন্য কোনও ভাবনা নাই!

দ্বিপ্রহরের খাবার আমার প্রায়শঃ বাটীতে জুটিয়া উঠিত না; কারণ, কার্য্যোপলক্ষে যে দিন যেখানে যাইতাম সেই দিনই বাহির হইতে খাইয়া আসিতাম। জাপানে 'ও বেন্তোয়্যা' ব্যতীত আর এক শ্রেণীর লোক নগদমূল্যে ভাত ও তরকারী বিক্রয় করিয়া থাকে, তাহাদিগকে 'ওরিয়োরিয়্যা' (উচ্চ শ্রেণীয় রন্ধনশালা বিশেষ) বলে। এখানকার খাবারের মূল্য বেন্তো অপেক্ষা চারি পাঁচ গুণ মহার্ঘ। যাঁহারা ভাত না খাইয়া দুগ্ধ, রুটী (ময়দার রুটী কিংবা লুচি জাপানীরা খান না এবং উহা প্রস্তুত করিতেও তাঁহারা জানেন না; ঘি জাপানীরা

* জোতো—উৎকৃষ্ট। বেন্তো—খাবার।

না খাইলেও ঘিয়ে ভাজা লুচি তাঁহাদিগের অনেকেই পছন্দ করেন, আমরা যে কয়জনকে লুচি খাইতে দিয়াছি, তাঁহারা সকলেই 'ওইসি দেস্‌নে' বলিয়া উহার প্রশংসা করিয়াছেন। যাঁহারা ফল কিংবা পিষ্টকাদি খাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা milk hall এ গমন করিলে উহা পাইতে পারেন। যে সকল দোকানে বোতলে পূরিয়া গরম দুগ্ধ এবং পিষ্টকাদি বিক্রয় হয় তাহার উপরে এক প্রকাণ্ড তক্তায় একটী দুগ্ধবতী গাভী আঁকিয়া তাহার পার্শ্বে 'গরুর দুধ' (উশি নো চি চি) বলিয়া জাপানী ভাষায় লিখিত থাকে। দুই এক জায়গায় ইংরাজিতে miruku Horu (মিরুকু হরু) লিখিত হইয়া থাকে। ল কিংবা এল্ এর ঠিক্ উচ্চারণ জাপানীদের মুখে আসে না, তজ্জন্যই তাঁহারা 'মিল্ক হলকে' মিরুকু হরু বলিয়া থাকেন।

আমি প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে দুগ্ধ ও পাউরুটী ভক্ষণ করিতাম। সুতরাং আমার নানারূপ Factory দেখিবার অনেক সুবিধা হইত। আহারের জন্য আমার কোনও চিন্তা ছিল না। যখন যেখানে যাইতাম নিকটস্থ কোনও 'মিরুকু হরু' হইতে দুধ ও রুটি খাইয়া লইতাম। যেদিন বাটীতে থাকিতাম সে দিনেও ঐ বন্দোবস্ত।

জাপানে নানা প্রকার hand machines (হাতকল) ব্যবহৃত হয়। উহা চালাইবার এবং প্রস্তুত প্রণালী দেখিবার জন্য আমি ওসাকার সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতাম। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে ওসাকা অতবড় একটী সহর হইলেও, উহার ভিতর এমন একটী Factory কিংবা উল্লেখযোগ্য স্থান নাই যাহা আমি দেখি নাই। যেদিন আমাদের Factory বন্ধ থাকিত, কিংবা একই কার্য্য উপর্য্যুপরি কয়েক দিন ধরিয়া করিত, আমি নূতন নূতন Factory দেখিতে বাহির হইতাম। জাপানীদের ন্যায় একটী কর্ম্মিষ্ঠ (active nation) জাতির মধ্যে পড়িয়া আমি মুহূর্ত্তকালও বৃথা কাটাইতে

পারিতাম না। অনেক সময়ে বাহির হইতে ইচ্ছা না করিলেও লজ্জার খাতিরে বাহির হইতাম ; নচেৎ বাটীর ঝির নিকট পর্য্যন্ত কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণ যাইত। "কিয়ো আ ও ইয়াসুমি দেস্ কা ; খারাদা গা ওয়ারুই দেস্ কা ; নানি কা শিম্পাই নো কোতো গা আরিমাস্ কা" (আজ ছুটি নাকি ? শরীর খারাপ আছে কি ? কিছু চিন্তার বিষয় আছে নাকি ?) ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর প্রত্যেককে দেওয়া অপেক্ষা বাহির হওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া আমি অনেক সময়ে ঝড় বৃষ্টি কিংবা তুষারের মধ্যেও বাহির হইতাম। দিনের বেলায় জাপানে পুরুষেরা কেহই বাটীতে থাকেন না। সকলেই স্ব স্ব কার্য্যস্থলে উপস্থিত থাকেন। এইরূপে সকলেই নিজ নিজ কাজ করেন বলিয়া কেহ ইচ্ছা থাকিলেও আলস্য করিয়া বাটীতে বসিয়া দিন কাটাইতে পারেন না।

পাঠকবর্গ মাপ করিবেন, এস্থলে আমাদের 'ঘরোয়া' কথা ২।১টা না বলিয়া স্থির থাকিতে পারিতেছি না। বলুন তো, আমাদের বাটীতে যদি দুটী অন্নের সংস্থান থাকে, তাহা হইলে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমরা কি করি ? কে যেন আমার অন্তরাত্মা হইতে বলিয়া উঠিতেছে, "কেন বেলা ৮ টার সময় বিছানা ত্যাগ করিয়া দ্বিপ্রহরে আহারান্তে আবার নিদ্রাসুখ উপভোগ করি ; পরে বেলা ৩টার সময় উঠিয়া তাস, পাশা, অথবা দাবা লইয়া বসি। সন্ধ্যাকালে নিশাচরের ন্যায় আড্ডায় আড্ডায় একটু ঘুরি, পরে রাত্রি ৯।১০ টার সময় ভাত উদরে আকণ্ঠা পূর্ণ করিয়া সটান্ হইয়া শুইয়া পড়ি। মেয়েগুলিকেও আমাদের সুখের ভাগ হইতে বঞ্চিত করি না। তাঁহাদিগকে আজকাল আর দুপুর বেলায় দুঃসহ গরমে বসিয়া বসিয়া কাঁথা সেলাই, সুতা কাটা, ইত্যাদি কাজ করিতে দিই না, এমন কি সাধ্যমত তাঁহাদিগের আয়াসের জন্য রাঁধিবার বামন পর্য্যন্ত রাখিতেছি। মেয়েদের

সুখের জন্য বামন রাখিয়া আমরা স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাই নাই কি? বামনদের হাতে যাঁহারা খাইয়াছেন তাঁহারাই তাহা স্বীকার করিবেন! স্ত্রীলোকে যেরূপ যত্ন করিয়া খাইতে দেন বামনেরা তাহা করিবে কি দুঃখে? তাহাদের সম্পর্ক মাস কাবার হইলে মাহিয়ানার সহিত, বাবুদের স্বাস্থ্যের সহিত নহে। স্ত্রীলোকদের জন্য এত স্বার্থ ত্যাগ কেন করিতেছি? না, যদি প্রাচীন কালের ন্যায় কাজ করিলে আমাদের কোমলাঙ্গীগণ কঠিনাঙ্গী হইয়া উঠেন! শাস্ত্রে বলে দিবা-নিদ্রাতে আয়ুক্ষয় হয়। ইহা জানিয়াও আমরা স্ত্রীপুরুষ সকলেই কেন নিদ্রা যাই? না, বার্দ্ধক্য যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য এবং নানা প্রকার রোগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিবার জন্যই আমরা মহাসুখে 'কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই'। জগতে যাহারা নির্ব্বোধ তাহারাই কাজ করিয়া খাটিয়া মরে। তাহাদের শরীর ভীমের ন্যায় শক্ত। উহা ভদ্রলোকের শোভা পায় না"।

ও সবকথা যাউক, আমি খানো ছানের বাটীতে ৮ মাস কাল কি করিলাম তাহা অবধান করুন। Factory, বাড়ীর নীচের তালায় হওয়ায় আমাকে আর সাজিয়া গুজিয়া বাহির হইতে হইত না। সকালে উঠিয়া ভাত খাইয়াই দুপ্রহর পর্য্যন্ত Celluloid Factoryতে যাইতাম এবং তৎসঙ্গে চিরুনী প্রস্তুত করণও শিক্ষা করিতে লাগিলাম। এইরূপে ৮মাসের মধ্যে আমার কৃত্রিম চর্ম্ম, ছাতা ও লাঠির হ্যাণ্ডেল এবং চিরুনী প্রস্তুত করণ শিক্ষা হইয়া গেল। অবশ্য এই সময়ে আমাকে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইত। কৃত্রিম চর্ম্ম ব্যতীত আর সকলগুলি বিষয়েই শারীরিক পরিশ্রমের রীতিমত প্রয়োজন হইত। কৃত্রিম চর্ম্মে রসায়নের ক্রিয়াই অধিক, সুতরাং উহা স্বহস্তে করিতে বড় বেশী বেগ পাইতে হইত না।

খানো ছানের বাটী ব্যতীত আমি আরও দুইটী জাপানী পরিবারে

বাস করিয়াছিলাম। তাহাদের মধ্যে একটী কোবে, আর একটী ওসাকায়। ইহাঁদের সকলের বাটীতেই আমি যেরূপ যত্নে ও আদরে ছিলাম তাহাতে বোধ হইত যেন জাপানীরা অথিতিকে অভ্যাগত গুরুর ন্যায় মান্য করেন। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমি একদা সন্ধ্যা-কালে কোনও বলবৎ কার্য্যবশতঃ একটী পল্লীগ্রামে যাইয়া বেশ শিক্ষা পাইয়াছিলাম। দেখিলাম, জাপানীরা অভ্যাগতকে যথারীতি সম্মান করিলেও 'অজ্ঞাত কুলশীলস্য বাস দেয় ন কর্ত্তব্যঃ' ইতি জ্ঞান তাঁহাদের সম্যক্ বিদ্যমান রহিয়াছে। মিষ্টালাপে জাপানীরা পথিককেও পরি-তৃপ্ত করেন। কিন্তু মিষ্টান্নাদি দ্বারা আগন্তুকের—পরিচিত হউন আর অপরিচিতই হউন—সম্মান বর্দ্ধন করিলেও, কাহারও বাড়ীতে রাত্রি যাপন করিতে হইলে পূর্ব্ব হইতে একটু বিশেষ পরিচিত হওয়া আবশ্যক।

আমি অবশ্য কাহারও বাটীতে রাত্রি যাপন করিরার জন্য প্রস্তুত হইয়া যাই নাই। কিন্তু কার্য্যগতিকে এমন হইয়া দাঁড়াইল যে একাকী সেই অন্ধকার রাত্রে ফিরিয়া আসাও কঠিন অথচ সেখানে থাকিবার স্থানও ছিল না। রাত্রি ঘোর অন্ধকার, প্রবলবেগে ঝড় বহিতেছিল বৃষ্টিও তৎসঙ্গে পড়িতেছিল। ঝড়ের জন্য ছাতা খুলিতে না পারায় পোষাক পরিচ্ছদ সমস্তই ভিজিতে লাগিল। গ্রামটী সহর হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে ; সুতরাং সেখানে উপযুক্ত আলোকাদি কিছুই ছিল না। উহা একটী বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে অবস্থিত। পূর্ব্ব দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকের (মাঠে জল দিবার জন্য) কৃত্রিম খাল বর্ষার জলে পূর্ণ হইয়া ছিল ; অন্ধকার নিবন্ধন জল স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না। তবে মধ্যে মধ্যে জোনাকি পোকার সাহায্যে মিট্‌মিটে আলোকে, বিদ্যুতের চমকে এবং ভেকের ডাকে তথায় জল ছিল বলিয়া অনুভূত হইতেছিল। গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য খালের উপর অনেক-

গুলি কাঠের সেতু আছে। ঐ সেতুগুলি সমস্তই কাল রঙের। সুতরাং অন্ধকার রাত্রিতে তাহার অস্তিত্ব বুঝা দায়। যাহা হউক আমি বিদ্যুতের সাহায্যে পথ চিনিয়া পল্লীতে প্রবেশ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু বৃষ্টি মূষলধারে পতিত হওয়ায় এবং তৎসঙ্গে আকাশ ভীম গর্জ্জন করায়, সেই সময়ের প্রতি মুহূর্ত্ত আমার নিকট প্রলয়কালের প্রারম্ভ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। রাস্তায় জনপ্রাণী ছিল না, গ্রামে ঢুকিয়া দেখি সেখানেও তদবস্থা; আমার গন্তব্য স্থানটী নির্দ্দেশ করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিবার একটী লোকও পাইলাম না। উক্ত গ্রামে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও যাই নাই; সুতরাং সবই আমার অপরিচিত। এমনস্থলে আমার দশা কি হইল, পাঠকবর্গ ভাবিয়া দেখুন।

'হা হতোস্মি' করিয়া গ্রামের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গেলাম কিন্তু কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। ঘুরিতে ঘুরিতে সম্মুখে একটী পুলিস আফিস দেখিতে পাইয়া কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল; কিন্তু অদৃষ্টের এমনই ভোগ যে নিমেষ মধ্যে আশা ভরসা সমস্তই নিরাশায় পরিণত হইয়া গেল। 'জুন্সা'র (পুলিসের) ঘরে উঠিয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলাম "এখানে কেহ নাই কি?" তিন চার বার বলিবার পরে অন্দর মহল হইতে এক রমণী কণ্ঠ বলিয়া উঠিলেন, "না, আফিসে কেহ নাই"। রমণী 'জুন্সা'র ওক্ছান্ (স্ত্রী)। তাঁহার ভাষায় সে ভদ্রতা ছিল না, যাহাতে বিদেশীয়গণ জাপানে মুগ্ধ হইয়া যান। এমন কি, 'আমি কে' এ কথাটী পর্য্যন্ত না বলিয়া তিনি নীরব হইলেন। বুঝিলাম, অসময়ে কেহ কারু নয়। পূর্ব্বে আর কখনও কোনও জাপানীর বাটীতে আমি এরূপভাব দেখি নাই; সুতরাং মর্ম্মাহত হইয়া আবার বাহির হইলাম। ক্রমান্বয়ে ঝড় এবং বৃষ্টি একটু প্রশমিত হইয়া আসিল। এইবার রাস্তার পার্শ্বে একটা

আলো দেখিতে পাইয়া আমি তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম উহা একটী 'কোমেয়া'(চাউলের দোকান বা চাউলওয়ালা)। রাত্রি তখন প্রায় ১০টা বাজিয়াছিল। সে সময়ে একাকী আর 'ওসাকা'য় ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব মনে করিয়া 'কোমেয়া' ছান্‌কে বলিলাম, "আনো নে, কোনো হেন্ নি দোকো কা নেরু তোকোরো নাই দেস্ কা ?" (আচ্ছা মহাশয়, নিকটবর্ত্তী কোথাও শুইবার যায়গা নাই কি)? উত্তরে তিনি বলিলেন, "আনাতা গা গাইককুজিন্ দেস্ কারা, আত্তে মো দারে মো ইমা কাশিমাছেন" (আপনি বিদেশী, সুতরাং থাকিলেও এক্ষণে আপনাকে কেহ ভাড়া দিবে না)। আমি ঃ— "নেদোকো ইরিমাছেন, নেরু নো তোকোরো দাকে দে ঈয়ো গোজাইমাস্" (বিছানা চাই না, শুইবার যায়গা পাইলেই যথেষ্ট)। তাঁহার সহিত এইরূপ কথা চলিতেছিল এমন সময়ে একজন ভদ্র-বেশধারী অর্দ্ধবয়স্ক পুরুষ পার্শ্ববর্ত্তী বাটী হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আমাকে যথারীতি অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "আনাতা ছামা নানি য়োঁ ইরিমাস্ কা ?" (আপনি মহাশয় কি চাহেন?)। আমি বলিলাম, "বাং নি তমারু নো তোকোরো" (রাত্রিকালে থাকিবার স্থান)।

তিনি বলিলেন, "ওয়াতাকুশি নো উচি নি হেয়া গা তাকুছান্ আইতে আরিমাস্ কেরেদোমো ফুতোং গা নাই দেস্" (আমার বাটীতে অনেক ঘর খালি আছে, কিন্তু বিছানা নাই)।

আমি ঃ—"কামাই মাছেন্, ফুতোং নাকুত্তে মো ঈ দেস্" (তাতে কি, বিছানা না থাকিলেও চলিবে)।

তিনি :—"খা গা তাকুছান্ অরিমাস্, খা'য়া দেমো নাই" (মশা অত্যন্ত অধিক, মশারিও নাই)।

আমি :—"খা'য়া দেমো ইরিমাছেন্, বাং দাকে নো কেণ্তো,

দোশিতে মো ইকেমাস্" (মশারিও চাইনা, কেবলমাত্র রাত্রিটুকু বৈতো নয়, এক রকমে চলিয়া যাইবে)।

তিনি ঃ—"তাতামি গা ফুরুই দেস্ কারা নমি গা ইপ্পাই হাইত্তে ইমাস্তু" (তাতামি—ঘরের মেজের বিস্তৃত মাদুর বিশেষ—পুরাতন হওয়ায় নমি—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা বিশেষ ইহারা অত্যন্ত কামড়ায়—তাহাতে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে)।

আ :—"ছোরে দেমো ইয়োরোশি ; ওয়াতাকুশি ইমা মো ওসাকা এ খাইরু কোতো গা দেকি মাছেন" (সেও ভাল, আমি এক্ষণে আর ওসাকায় ফিরিতে পারিব না)।

তিনি ঃ—"তাতামি দেমো কিও আ মুচা খুচা নি নাত্তে ইমাস্তু" (তাতামিগুলিও আজ জড়িয়ে কুড়িয়ে রহিয়াছে)।

আমি দেখিলাম জায়গা না দেওয়ার গা। বাপু, এক কথায় বলিলেই তো হয় যে 'দেবো না তার আছাড়ি দেখ্‌লে কি হয়' ? তা না, 'কাটা ঘায়ে নূনের ছিটে'। একে জুন্‌সার ওক্‌ছানের অভদ্রাচরণ তাহার উপর আবার উপযাচক হইয়া ইনি জ্বালাইতে লাগিলেন! আমি অতি কষ্টে তাঁহার প্রতি বিরক্তির ভাব চাপিয়া রাখিয়া চলিলাম, "ছোন্নারা দো শিমাশো নে, ইমা হিতোরি দে খাইরু কোতো মো মুজ্‌কাশি" (তাহা হইলে কি করি! এখন একাকী ফিরাও সুকঠিন)।

সুহৃৎবর (!) বলিলেন, "আনো হাসি মাদে ওয়াতাকুশি মো আনাতা নো ইশ্শোনি ইকিমাশো" (ঐ সেতু পর্য্যন্ত, আমিও আপনার সঙ্গে যাইতেছি)। আমি অগত্যা তাহাই স্বীকার করিলাম। আসিবার কালে তিনি পুনরায় আমাকে জুন্‌ছার বাটীতে লইয়া যান ; কিন্তু সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য বশতঃ জানি না, সেবারও তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল না। জুন্‌ছার সহিত সাক্ষাৎ হইলে খুব

সম্ভব তিনি আমাকে ওসাকা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতেন। কারণ বিপন্নলোকদিগকে সাহায্য করিতে আমি অনেক পুলিশ কর্ম্মচারী-গণকেই দেখিয়াছি।

আমি ধীরে ধীরে উক্ত ব্যক্তির (পরে শুনিলাম তিনি নাকি একজন শিক্ষক) সহিত খালের উপরস্থ সেতু পর্য্যন্ত গেলাম। সৌভাগ্য ক্রমে এই সময়ে ৩।৪ জন যুবকও সহরে যাইতেছিলেন; সুতরাং আমিও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম।

বাটীতে যখন পৌঁছাই তখন রাত্রি ২টা। দরজা খুলিবার সময় খানো ওক্ছান্ ঠাট্টাচ্ছলে যাহা বলিলেন, তাহা পাঠকবর্গ শুনিবেন কি?

তিনি বলিলেন, "ঘোষছান্ কোনো গুরাই ওছোই মাদে দোকো নি ওরিমাশিতা কা? বেপ্পিন্ ছান্ নি হিপ্পারারেতা দেশো!" (ঘোষ মহাশয় কোথায় এতক্ষণ ছিলেন? বোধ হয় কোনও সুন্দরী আপনাকে আসিতে দেয় নাই)। আমি গৃহে প্রবেশ করিয়া কাপড় চোপড় ছাড়িয়া আগুন তাপিতে তাপিতে তাঁহাকে আমূল বৃত্তান্ত বলিলে তিনি বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন, এবং ক্ষণেক পরে বলিয়া উঠিলেন, "ছোর আ ইকেমাসেন্" (সেরূপ করা ভাল হয় নাই।)

খানোছান্ এবং তাঁহার পরিবারস্থ সকলেই আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। আমি তাঁহাদের বাটীতেই থাকিতাম। তাঁহারা আমাকে যেরূপ যত্ন ও স্নেহ করিতেন, তাহা আমি আজীবন ভুলিব না।

আমি যে আট মাস তাঁহাদের বাটীতে ছিলাম, তন্মধ্যে কৃত্রিম চর্ম্ম এবং ছাতা ও লাঠীর হ্যাণ্ডেল প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিয়াছিলাম। এবং তৎসঙ্গে চিরুণী শিক্ষা আর একটী ফ্যাক্টরীতে আরম্ভ করিয়া-ছিলাম। কোন্ জিনিসের Factory কোথায় আছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে, আমি শৃঙ্গের ও celluloid এর চিরুণী এবং

বোতামের ফ্যাক্টরী যেরূপে অন্বেষণ করিয়াছিলাম সেরূপ করিলে স্বল্পায়াসে অথচ অতি শীঘ্র পাওয়া যায়।

জাপানের প্রায় প্রত্যেক নগরীতেই commercial museum আছে; কিন্তু আমাদের দেশের রাজধানীতেও তাহা নাই; ইহাপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? আজকাল আমাদের দেশের স্থানে স্থানে প্রদর্শনীর জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করা হয়; কিন্তু সহস্র প্রদর্শনী অপেক্ষা একটী স্থায়ী commercial museum যে কত উপকারী এবং বাঞ্ছনীয় তাহা কেহই একবার চিন্তা করিয়া দেখেন না। জাপানের যাদুঘর গুলিতে দেশী এবং বিদেশী জিনিস পাশাপাশি রাখিয়া তাহাদের মূল্য এবং কারুকার্য্যের পার্থক্য দেখান হয়। জাপানে কি কি দ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহা এই মিউজিয়াম্ গুলি দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান্ হয়। প্রত্যেক জিনিসের গায়ে উহার মূল্য তালিকা এবং প্রস্তুতকারকের নাম লেখা থাকে। এতদ্ব্যতীত ইহার সহিত যে আফিস আছে তাহা Bureau of commercial and industrial informationএর কার্য্য করে। শিল্প কিংবা বাণিজ্য সম্বন্ধে যে কোনও জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে ইচ্ছা হইলে Museumএর Director এর নিকট একখানি চিঠি লিখিলেই হয়। তিনি অতি যত্ন ও আগ্রহ সহকারে তাঁহার উত্তর দিয়া থাকেন। ইচ্ছা করিলে আফিসে যাইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিলেও চলে। তোকিও, কোবে, কিয়োতো, এবং ওসাকার Director দিগের সহিত আমার আলাপ ছিল, তাঁহারা সকলেই আমাকে প্রয়োজন হইলেই যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন। বস্তুতঃ আমি যতগুলি বিষয় শিক্ষা করিয়াছি, প্রায় সমস্ত গুলিই তাঁহাদের এবং ওসাকার গভর্ণরের অনুগ্রহে হইয়াছে। কারণ অনেক ফ্যাক্টরীতে প্রথমতঃ শিক্ষার্থী লইতে অসম্মত হইলেও উল্লিখিত ভদ্র মহোদয়গণের অনুরোধ পত্র অমান্য করিতে পারেন না।

সে যাহা হউক, আমি চিরুণীর ফ্যাক্টরীতে কিরূপে প্রবেশ লাভ করিলাম তাহাই আমাদের আলোচ্য। আমি ওসাকার commercial museum এর Directorএর নিকট গমন করিয়া 'কুশি নো ছেজো' (চিরুণীর কারখানা) কোথায় আছে জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিতে বলিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন। অৰ্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে একখানি চিঠি হস্তে করিয়া তথাকার সেক্রেটারি (সম্পাদক) আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। আমি ডিরেক্টর সাহেবের সহিত আলাপ করিতেছিলাম দেখিয়া তিনি পত্রখানি আমার হস্তে দিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। এতদ্দর্শনে আমি তাঁহাকে আমার পার্শ্বে বসিতে বলায় তিনি যেন কত চরিতার্থ হইলেন।

অনন্তর তাঁহার হস্ত হইতে চিঠিখানি লইয়া ডিরেক্টর সাহেব আমার হস্তে উহা অর্পণ করিলেন। আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া ক্ষণেক পরে চলিয়া আসিলাম। ইহার কতিপয় দিবস পরে আমি উক্ত অনুরোধপত্র লইয়া চিরুণীর কারখানার 'সুজিন' (অর্থাৎ স্বত্বাধিকারীর) বাটীতে উপস্থিত হইলাম। দেশাচার অনুসারে তাঁহার জন্য কিছু 'ওমিয়াগে' লইয়া গিয়াছিলাম। তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে শিক্ষা দিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইলে পর আমি রীতিমত উক্ত ফ্যাক্টরীতে যাইতে লাগিলাম।

এস্থলে 'ওমিয়াগে' (উপঢৌকন) আদান প্রদান সম্বন্ধে আর একটু বলা অপ্রাসঙ্গিক নহে। কারণ ঐ প্রথাটী জাপ-সমাজে অত্যন্ত প্রচলিত এবং উহা বেশ প্রশংসনীয় বলিয়া বোধ হয়।

জাপানে বিবাহের পূর্ব্বে এবং পরে আমাদের দেশের ন্যায় বর কন্যা উভয় পক্ষ হইতেই তত্ত্বের আদান প্রদান হইয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও 'ওমিয়াগে'র (প্রেজেণ্টস্) সুন্দর ব্যবস্থা আছে।

সাধারণতঃ যে সমস্ত জিনিস (ডিম, বিস্কুট, পিষ্টক, রুমাল, সাবান, ফল ইত্যাদি) 'ওমিয়াগে' স্বরূপ দেওয়া হয় তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর এবং অল্প মূল্যের হইলেও উহা আন্তরিক ভালবাসা এবং প্রীতির সহিত দত্ত এবং গৃহীত হইয়া থাকে, এবং এই কারণেই উহার আদর জাপ-সমাজে এত অধিক। হাসপাতালে কিংবা বাটীতে কোনও রোগীকে দেখিতে ইচ্ছা করিলে তাহার জন্য কয়েকটী ডিম্ব কিংবা কিছু ফল (সংখ্যা সর্ব্বদাই বিজোড় হওয়া আবশ্যক) লইয়া যাইতে হয়। ছাত্র শিক্ষকের বাটীতে কিংবা শিক্ষক ছাত্রের বাটীতে গমন কালেও এই নিয়ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন।

প্রতিবেশিগণের মধ্যে যদি কেহ একটা বাটী কিংবা ডিসে করিয়া কিছু তরকারী পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে আপনাকে পাত্র ফিরাইয়া দিবার সময় উহাতে কিছু না কিছু খাদ্য দ্রব্য দিয়া দিতে হইবে। উহা খালি ফিরাইবার নিয়ম নাই। বস্তুতঃ যাহাকেই যে উপঢৌকন দেওয়া হয়, তিনি তাহা যথেষ্ট ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করেন এবং সুযোগ মত দাতাকে যথারীতি পুরস্কৃত করেন। এইরূপে কেহ কাহারও ধার' 'গায়ে' রাখেন না। এই উপঢৌকন প্রথা অতীব বাঞ্ছনীয় হইলেও উহার মধ্যে একটী নিয়মের সমর্থন আমি কখনও করিতে পারি নাই। সেটী এই. পাঠকবর্গের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে যে কোনও আত্মীয়স্বজন কিংবা পরিচিত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে জাপানীরা মৃতদেহ সৎকারের জন্য সকলেই বিপন্ন পরিবারকে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এক অন্ধ বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া তাঁহারা উক্ত প্রাপ্ত অর্থের দ্বিগুণ মূল্যের কোনও নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু খরিদ করিয়া অশৌচান্তে (৪১ দিনের পর) দাতাগণকে দিয়া থাকেন। যে কোনও জাপানীকে এই প্রথাটীর গূঢ়ার্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন যে ঐ জিনিসগুলি নাকি মৃত ব্যক্তির স্মৃতি বহন করে। কথাটী

বাস্তবিকই বটে ; কিন্তু দ্বিগুণ মূল্যের জিনিস না দিয়া অর্দ্ধ কিংবা সিকি মূল্যের কোন পদার্থে সে উদ্দেশ্য সাধিত হয় না কি ?

সহৃদয় পাঠকবর্গ যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষমা করেন তাহা হইলে এই প্রসঙ্গে আমাদের সামাজিক একটী দোষ দেখাইয়া দিতে পারি। আমার কথাটী আপনারা হাস্য করিয়া উড়াইবার পূর্ব্বে একবার বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন, ইহাই আমার সানুনয় প্রার্থনা।

শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে আমরা যে অর্থ ব্যয় করি তাহা যদি জাপানীদের ন্যায় হিসাবমত হয় তাহা হইলে বোধ হয় আমাদের সমাজের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ঐ সমস্ত উপলক্ষে যদি আমরা বহু অর্থ ব্যয় এবং বহু শ্রম স্বীকার করিয়া এক একটী বিরাট ভোজের আয়োজন না করিয়া মৃত ব্যক্তির জীবিতাবস্থায় রোগের চিকিৎসা কিংবা কেবল মাত্র প্রকৃত দয়ার পাত্রদিগকে সাধ্যমত কিছু দান করি এবং আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুগণ একত্রে হইয়া মৃত ব্যক্তির আত্মার মুক্তি কামনা করি তাহা হইলে বোধ হয় উপযুক্ত কার্য্য করা হয়। বিরাট ভোজের উদ্যোগ করিতে গিয়া অর্থ এবং পরিশ্রমের জন্য গৃহস্থকে যতদূর কাতর হইতে না হয় ভোজের ফলাফলাদির (কোন্ তরকারীর লবণ ও ঝাল কম কিংবা বেশী, কোন্ নিমন্ত্রিত ব্যক্তি সম্যক্ আদরের অভাবে অসন্তুষ্ট হইবেন, ইত্যাদি চিন্তা) জন্য তাঁহাকে ততোধিক চিন্তিত হইতে হয়। কিন্তু এই যে সমস্ত আমরা কিসের জন্য অম্লান-বদনে সহ্য করি ? আমাদের ন্যায় সচ্ছল অবস্থাপন্ন লোকদিগকে অনিয়মে গুরুপাক্ দ্রব্যাদি উদর পূর্ণ করিয়া খাওয়াইবার জন্য ! ইহাতে যে বিষময় ফল তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইয়াও নিরস্ত হই না কেন ? না, তাহা হইলে যে উক্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে শীঘ্র শীঘ্র মৃত ব্যক্তির সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার নিকট পাঠান যায় না !

আপনারা বলিতে পারেন যে এই উপলক্ষে আমরা সকলে একত্রিত হই, ইহাও কি বাঞ্ছনীয় নহে? আমি বলি একত্রিত হওয়া নিতান্তই উচিত; কিন্তু যে জন্য সকলে একস্থলে সমবেত হই তাহা করি কই; আমরা আহারের চিন্তাতেই মগ্ন থাকি, পরলোকগত আত্মার জন্য সকলে প্রার্থনা করি কই? আচ্ছা তাই যদি না করিলাম তবে যাঁহাদের বাটীতে অন্নের সংস্থান আছে, নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের স্বাস্থ্য হানি করি কেন? তাঁহারা এক দিনের জন্য আপনার বাটীতে না খাইয়া তো স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন। তবে কেন তাঁহাদের লইয়া টানাটানি। প্রকৃত দরিদ্রকে সাহায্য করুন এবং মৃত ব্যক্তির স্মরণার্থে সামাজিক এবং পরিচিত সকল লোকদিগকে এমন কোনও জিনিস তত্ত্বস্বরূপ দান করুন যাহা চিরকালের জন্য তাঁহার স্মৃতি আত্মীয়গণের মনে জাগরুক্ রাখিবে। যতই গাণ্ডে পিণ্ডে ভোজ খাওয়ান না কেন 'আজ বাদে কাল' তাহা সকলেই ভুলিয়া যাইবে, পক্ষান্তরে একটু দোষ পাইলে তজ্জন্য অসহনীয় লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে।

যাক্ আমি যাহা বলিতেছিলাম তাহাই বলি। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, আমি যখন যেখানেই থাকিতাম সেলুলইড্ ফ্যাক্টরীতে সপ্তাহে অন্ততঃ একবার করিয়া যাইতাম; কারণ উহা প্রস্তুত করণ নিতান্ত সহজ নহে। রসায়ণের সাহায্যে প্রস্তুত হইলেও ঋতুপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহার অনেক বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে আমরা যে সমস্ত চিরুণী সচরাচর ব্যবহার করি তাহার অধিকাংশই কৃত্রিম গজদন্তে নির্ম্মিত। ইহাকেই রাসায়ণিক ভাষায় সেলুলইড্ বলে। নানা প্রকার রাসায়ণিক প্রক্রিয়া দ্বারা তুলাকে কর্পূর সংযোগে রবারের মত একটী পদার্থে পরিণত করা হয়। পরে বাষ্পযন্ত্রে উহা কঠিন করিয়া উহা হইতে চিরুণী প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

দশম পরিচ্ছেদ।

ক্যাম্ফর বুরো।

সেলুলইডের প্রধান মূল্যবান্ উপকরণ কর্পূর। এই কর্পূর জাপান ব্যতীত জগতের আর কোথাও হয় না। উহা জাপান গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া ব্যবসা। সমগ্র পৃথিবীতে যে কর্পূর ব্যবহৃত হয় তাহা এই জাপান গবর্ণমেণ্টের ক্যাম্ফর হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। এরূপ একটী বিষয় শিক্ষা করিতে শিক্ষার্থী মাত্রেরই আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষতঃ সেলুলইড্ প্রস্তুত করিতে যেরূপ কর্পূরের প্রয়োজন তাহাতে উহা শিক্ষা করা আমার পক্ষে নিতান্তই উচিত মনে করিয়া আমি উক্ত 'ক্যাম্ফার বুরোতে' প্রবেশ লাভ করিতে প্রয়াস পাইলাম। ভগবানের এমনই ইচ্ছা যে একদা ঘটনাক্রমে উক্ত ক্যাম্ফার ফ্যাক্টরির জনৈক উচ্চ কর্ম্মচারির সহিত আমার বেশ আলাপ হইয়া গেল। ফলে আমি সেখানে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হওয়ায় তিন মাসের মধ্যে ওসাকার সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া কোবে-বন্দরে চলিয়া গেলাম।

ক্যাম্ফার ফ্যাক্টরীতে যাইয়া দেখি উহা এক বৃহৎ ব্যাপার। পাশা-পাশি তিনটি প্রকাণ্ড বাড়ীতে (সমস্তই ইষ্টক নির্ম্মিত) কর্পূর এবং কর্পূরের তৈল প্রস্তুত হইতেছে। ডিরেক্টর সাহেব আমাকে একবার সমস্ত প্রদক্ষিণ করাইয়া দেখাইলেন। পরে laboratoryতে (পরীক্ষা-গারে) আমাকে লইয়া যাইয়া তথাকার প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখি এক প্রকাণ্ড কাণ্ডবাণ্ড। উপযুক্ত লেবোরেটরি (laboratory বটে! শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজেও সেরূপ বন্দোবস্ত নাই।

অনন্তর মিঃ 'ৎসুনোদা'র সহিত আলাপ করিয়া দেখি তিনি একজন বিচক্ষণ রাসায়নিক। তোকিও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির

হইবার পর হইতেই তিনি ক্যাম্ফার ফ্যাক্টরীতে কাজ করিতে-ছেন। ১৫ বৎসর যাবৎ ক্যাম্ফার ফ্যাক্টরীতে থাকিয়া তিনি কর্পূর প্রস্তুত এবং উহা পরিষ্কার করণ সম্বন্ধে যাহা কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, সমস্তই আমাকে শিখাইবেন বলিয়া ডিরেক্টর সাহেবের নিকট প্রতিশ্রুত হইলেন; এবং ডিরেক্টর সাহেব নিজে আমাকে কর্পূর গাছের আবাদ প্রণালী শিক্ষা দিবেন বলিয়া আমার নিকট অঙ্গীকার করিলেন।

অতঃপর ডিরেক্টর সাহেব আমাকে তাহার খাসকামরায় লইয়া গিয়া নানা প্রকার উপাদেয় বিদেশীয় বিস্কুট এবং পিষ্টকাদি দ্বারা আপ্যায়িত করিলেন। বলা বাহুল্য ইনি একজন বেশ উপযুক্ত লোক। ইনি ফরমোসা দ্বীপে কর্পূরের আবাদ বিভাগে ১২ বৎসর ছিলেন। বিগত চীন জাপান যুদ্ধের পর হইতে এই ফরমোসা দ্বীপটীর অর্দ্ধাংশ জাপানের করতলগত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও বলিতে হইবে না। ফরমোসা আমাদের দেশের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, সুতরাং ডিরেক্টর সাহেব আমাকে সর্ব্বদাই বলিতেন যে ভারতবর্ষে কর্পূরের আবাদ করিলে সুফল ফলিবার খুবই সম্ভাবনা, এবং এই কারণেই তিনি আমাকে অতি আগ্রহের সহিত উহা শিক্ষা দিতেন।

মিঃ 'ৎসুনোদা', ডিরেক্টর সাহেব এবং অন্যান্য নিম্ন ও উচ্চ কর্ম্ম-চারিগণ ও কারিকরেরা আমাকে যেরূপ ভাবে আগ্রহের সহিত শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা বোধ হয় ৫ বৎসর একটী কলাবিদ্যালয়ে নিরবচ্ছিন্ন পাঠ করিয়াও শিক্ষা করা যায় না। আমি এক বৎসরের মধ্যে কর্পূর সংক্রান্ত সমস্ত তত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে শিখিয়া ফেলিলে, একদিন ডিরেক্টর সাহেব হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিলেন, "আপনাকে আর কিছুই শিখাইবার নাই। আমরা যাহা জানি সমস্তই আপনি

জানেন। সেদিন আপনি যে এক্সপেরিমেণ্টস গুলি স্বহস্তে মিঃ 'ৎসুনোদা'র সমক্ষে করিয়াছিলেন তাহা সমস্তই আমি শুনিয়াছি, আমাদের এতদিনের পরিশ্রম সার্থক হইল।" আমি অতি বিনীত ভাবে তাঁহাদের অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ দিয়া আমার চিরকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম।

আমি কোবেতে কেবল মাত্র কর্পূর লইয়া এক বৎসর ছিলাম না। উহার সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম কর্পূর, বোর্নিয়োল (borneol, পিপারমেণ্ট, মেন্থল (menthol) নানাপ্রকার সুগন্ধি তৈল, এসেন্স ইত্যাদিরও এক্সপেরিমেণ্টস করিতাম। বস্তুতঃ মিঃ 'ৎসুনোদা' যাহা করিতেন আমিও তাহার অনুকরণ করিতাম। আমার বাটীতেও একটা ছোট-খাট laboratory ছিল। উহাতে গাঢ় দুগ্ধ (Condensed milk), সাবান, সোডা (Soda crystal for washing) ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিং ইত্যাদি নানা প্রকার জিনিসের Experiments করিতাম।

মিঃ 'ৎসুনোদা' এবং ডিরেক্টর সাহেব আমার বিষয় সমস্তই বিশেষ-রূপে জানিতেন। দেশে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে তাঁহারা আমাকে বিদায় কালে যে অভিনন্দন পত্র দেন সেই উপলক্ষে ক্যাম্ফার বুরোর সমস্ত উচ্চ কর্ম্মচারিগণের সহিত আমার ফটো তোলা হয় এবং আমাকে তথাকার কেমিক্যাল এবং ম্যানুফ্যাক্‌চারিং ইঞ্জিনিয়ার বলিয়া ঘোষণা করা হয়। অনন্তর আমি তাঁহাদের বদান্যতার জন্য ধন্যবাদ দিলে পর সভা ভঙ্গ হয়।

ইহার কতিপয় দিবস পরে আমি Director সাহেবের বাটীতে এক আবেদন পত্র লইয়া উপস্থিত হইলাম, অবশ্য দেশাচারানুসারে 'ওমিয়াগে' কিছু লইয়া গিয়াছিলাম। আমি দরজায় যাইয়া দাঁড়াইলে পর Director মহোদয়ের পত্নী আমাকে অতি সমাদরে অভিবাদন করিয়া তাঁহাদের 'জাশিকি'তে (Drawing room) বসাইয়া

সাহেবকে তথায় ডাকিয়া দিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়াই হাস্য-মুখে বলিয়া উঠিলেন, "ঘোষ ছান্, মো আনাতা খাইত্তে মো কামাই-মাছেন, গোরান্ নাসাই, আনাতা নো ও শাশিন্ য়ো আচিরা ছাঙাত্তে ইমাস্থ, আনাতা গা দোকো ইত্তে মো, কাও গা মিরারে মা'শো ?" (ঘোষ মহাশয়, আর আপনি দেশে গেলেও আমাদের আপত্তি নাই; ঐ দেখুন, ঐখানে আপনার ফটো টাঙ্গান রহিয়াছে; আপনি যেখানেই যাউন না কেন, আপনার মুখ আমরা দেখিতে পাইব, কেমন তো ?)

আমার 'শচিগো-মাৎস্থরী নো শাশিন্' (Photo of the graduation Ceremony) খানি সুন্দর ফ্রেমে বাঁধিয়া অতি যত্নসহকারে drawing roomএ টাঙ্গান দেখিয়া আমি যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম তাহা বলিবার নহে। ডিরেক্টর বাহাদুরের ন্যায় একজন উচ্চ রাজকর্ম্মচারী আমার প্রতি এইরূপে সম্মান প্রদর্শন করায় আমি তাঁহাকে পুনঃ ২ ধন্যবাদ দিয়া পরে আমার আবেদন পত্রখানি তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলাম। উক্ত দরখাস্তে ভারতবর্ষে কর্পূর প্রস্তুত না করা পর্য্যন্ত আমি যাহাতে জাপানের বাজার দরে (ম্যানুফ্যাক্চারারদিগকে যে দরে দেওয়া হয়) উহা জাপান গবর্ণমেণ্ট হইতে পাইতে পারি তজ্জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছিল। পাইকারী ব্যবসায়ীগণ যে দরে কর্পূর পাইয়া থাকেন তাহা হইতে manufacturers দিগকে গভর্ণমেণ্ট কম মূল্যে উহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। শিল্পীকারগণের উৎসাহবর্দ্ধনই ইহার মূল উদ্দেশ্য।

'জেহি কোরে ও শিমাশো (নিশ্চয়ই ইহা করিব) বলিয়া তিনি উহা তাঁহার আফিস বাক্সে তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া রাখিলেন। প্রায় এক সপ্তাহ কাল পরে তিনি আমাকে লিখিয়া জানাইলেন যে তাঁহার অনুরোধে His Excellency Minister for Agriculture and

ম্যানেজার।　　গ্রন্থকার　　ডিরেক্টর।
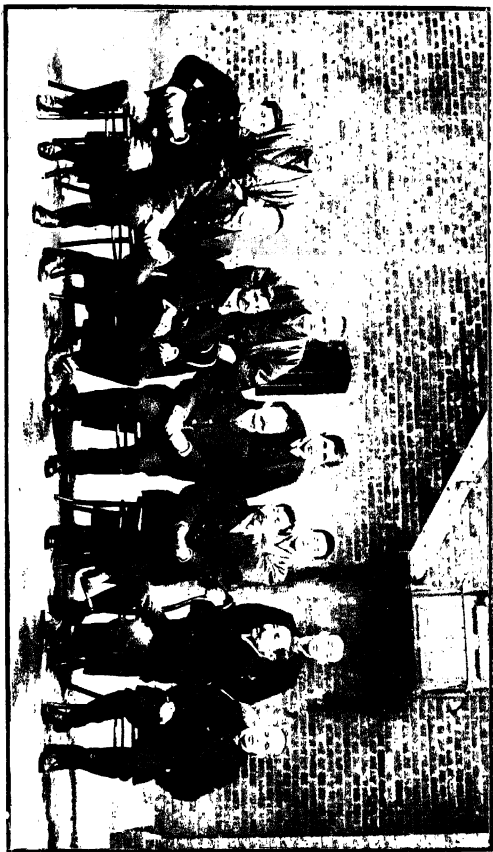
Commerce of Japan আমার আবেদন মঞ্জুর করিয়াছেন। পাঠক-বর্গের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে যে Celluloid প্রস্তুত করিতে অনেক কর্পূরের প্রয়োজন। সুতরাং উহা যখন আমি কম মূল্যে পাইব, তখন আমার খুবই আশা হয় যে celluloid প্রস্তুত করণ এখানে নিশ্চয়ই লাভজনক করিতে পারিব।

কর্পূর ফ্যাক্টরীতে শিক্ষাকালে বন্ধের দিনে আমি কি করিতাম তাহার একটু স্থূল বিবরণ দিতেছি। রবিবারে কিংবা অন্য কোনও ছুটীর দিনে মিঃ 'ৎসুনোদা' কিংবা Director সাহেব আমাকে লইয়া Excursionএ (ভ্রমণে) বাহির হইতেন। এই সময়ে আমরা কর্পূরের চাষ দেখিবার জন্য নানাস্থানে গমন করিতাম। কোনও কোনও দিন পল্লীগ্রামের কৃষকেরা কিরূপে বৃক্ষ এবং পত্র হইতে কর্পূর বাহির করে তাহাও দেখিতে যাইতাম।

কর্পূর গাছ অশ্বথ বৃক্ষের ন্যায় বড় হইয়া থাকে। উহা সহস্র বৎসরের অধিক বাঁচিয়া থাকে। যে গাছ যত বেশীদিনের তাহাতে ততোধিক কর্পূর জন্মিয়া থাকে। আমি স্বচক্ষে ৮০০ বৎসরের একটী গাছ দেখিয়াছি। ইহার বাহিক তেজ আজও পর্য্যন্ত সমভাবে থাকিলেও ভিতরে ফাঁপা হইয়া গিয়াছে। কর্পূর কাষ্ঠে নির্ম্মিত নানা প্রকার বহুকালের আসবাবও আমি দেখিয়াছি। উহাতে কোনও পোকা কিংবা ঘুণ লাগিতে পারে না।

Camphor tabloid গভর্ণমেণ্ট ফ্যাক্টরীতে করা হয় না; সুতরাং উহা শিক্ষার্থে 'ৎসুনোদা' ছান্ আমাকে যে সমস্ত Factoryতে tabloid প্রস্তুত করা হয় সেখানে স্বয়ং লইয়া যাইতেন এবং laboratoryতে আসিয়া তাহা Experiment করিয়া দেখাইতেন। দেখিলাম tabloid প্রস্তুত করণ অতি সহজ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আওয়াজি দ্বীপ।

একদা মিঃ 'ৎসুনোদা' আমাকে কর্পূরের বীজ হইতে কিরূপে গাছ উৎপাদন করে, এবং চারাগুলিকে কি উপায়ে রোপণ করিলে ভাল হয়, তাহা দেখাইবার জন্য 'আওয়াজি' নামক একটী দ্বীপে আমাকে লইয়া যান। এই দ্বীপটী ক্ষুদ্র হইলেও উহা দেখিতে চিত্রাঙ্কিতের ন্যায় সুন্দর; সুতরাং অনেকে নৈসর্গিক শোভা উপভোগ মানসেও তথায় গমন করিয়া থাকেন। কোবে হইতে জাহাজে কিংবা রেল ও ষ্টীমার যোগে তথায় যাইতে হয়। রেল যোগে যাইতে হইলে 'আকাশি' ষ্টেসনে নামিয়া Ferry ষ্টীমার যোগে সমুদ্র পার হইতে হয়। আকাশি এবং কোবের মধ্যে 'ছুমা' নামক একটী প্রসিদ্ধ গ্রীষ্মাবাস আছে। সেখানে যুবরাজের একটী সুরম্য প্রাসাদ আছে।

আমরা যাইবার সময় 'আকাশি' পর্য্যন্ত রেলযোগে গিয়া তথা হইতে Ferry Steamerএ পার হইয়া 'আওয়াজি' দ্বীপে গমন করি। এই ষ্টীমারখানি সকাল ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত এ-পার ও-পার আসা যাওঁয়া করে। সমুদ্রটুকু পার হইতে আধঘণ্টাকাল লাগে। আমরা যখন 'আওয়াজি'তে পৌঁছি, তখন বেলা ১২টা বাজিয়াছিল। আমাদের সহিত 'বেন্তো' না থাকায় বাজার হইতে কিছু পিষ্টক ও ফল খরিদ করিয়া পর্ব্বতাভিমুখে চলিলাম। শুনিলাম যেখানে কর্পূরের চাষ হয়, সেখান অতি উচ্চ এবং পার ঘাটা হইতে প্রায় ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। Director সাহেব আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে উহা পার ঘাটার ঘাটের উপরেই; সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া 'বেন্তো' এমন কি ছাতা পর্য্যন্ত আমরা লইয়া যাই নাই। আমরা কোবে

হইতে বাহির হইবার পূর্ব্ব হইতেই আকাশে দুই এক খণ্ড মেঘ দেখা গিয়াছিল; কিন্তু কার্য্য শেষ করিয়া শীঘ্রই ফিরিতে পারিব ভাবিয়া আমরা কেহই আর ছাতা লই নাই।

ষ্টীমার হইতে নামিয়া আওয়াজির রাজপথে যাইতে না যাইতেই অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। অনন্তর 'ৎসুনোদা' ছান্ হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিলেন, "ইমা আ দো শিমা'শো কা? আমে গা ইয়োকে ফুত্তারা ফুতারি দেমো নো ফুকু য়ো মুরেতে শিমাইমাস্" (এখন কি করি? বৃষ্টি বেশী পড়িলে দুজনেরই কাপড়-চোপড়—সাহেবী পোষাককে জাপানীতে 'ফুকু' বলে—ভিজিয়া যাইবে)।

আমি বলিলাম, "ওয়াতাকুশি নো কামাইমাছেন্; কেরেদেমো আনাতা গা কুমারু নাছারু কারা খাইরিমা'শো"—(আমার আপত্তি নাই; কিন্তু আপনি কষ্ট পাইবেন সুতরাং ফেরা যাউক)।

'ৎসুনোদা' ছান্ অমনি বলিয়া উঠিলেন, "ইয়ে, ওয়াতাকুশি নো চোত্তোমো কামাইমাছেন্, কোরে কারা খাইরু নো ইয়া দেস্" (না, আমার একটুও বাধা নাই, এখান হইতে প্রত্যাগমন পছন্দ করি না)।

অনন্তর উভয়ের মতেই সেখানে যাওয়াই স্থির হইল। কোন্ পথে গেলে ভাল হয় চিন্তা করিতেছিলাম এমন সময়ে জনৈক * 'এতা' "গেতা নাওস্থ" (পাদুকা মেরামত করিবেন কি?) বলিয়া যাইতেছিল। 'ৎসুনোদা' ছান্ তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া 'গোমেন নাছাই' বলিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সে অমনি, "নান্দে গোজাইমাস্ কা"? বলিয়া উঠিল। তখন 'ৎসুনোদা ছান্' বলিলেন, "ইয়ামা নো হো ইকু নো দোচিরা মিচি গা ইচিবান্ চিকাই দেস্ কা"? (পর্ব্বতের দিকে

---

* (এই এতাজাতি আমাদের দেশের মুচি ও মুদ্দোফারাশের ন্যায় সমস্ত ঘৃণিত কার্য্যই করে বলিয়াই সাধারণ জাপানীরা ইহাদের সহিত বিবাহাদি কোনও আদান প্রদান করেন না)।

যাইবার কোন্ পথ সর্ব্বাপেক্ষা নিকট ?)। "গো ইশ্শোনি ইত্তে মিছেতে আংগেমা'শো" (আপনাদের সঙ্গে যাইয়া দেখাইয়া দিব) বলিয়া সে আমাদের অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিল। সহরের বাহির হইয়া মাঠে পড়িতে আমাদের প্রায় আধঘণ্টা লাগিল; কিন্তু এই দীর্ঘকাল সে নিজের কার্য্য ফেলিয়া আমাদের সহিত আসিতেছে দেখিয়া মিঃ ৎসুনোদা, "গোকুরো ছামা দেশিতা, মো ইকাং দেমো ঈ দেস্" (পরিশ্রমের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছি, আর না গেলেও হইবে) বলিয়া সেখান হইতে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। উত্তরে সে যাহা বলিল নিম্নে তাহার অনুবাদ উদ্ধৃত হইল। পাঠকবর্গের বোধ হয় জাপানীভাষা আর ভাল লাগিতেছে না; না লাগিবারই কথা। এখন হইতে আমি আর বেশী জাপানী ভাষা ব্যবহার করিয়া বৃথা কাল হরণ করিব না।

"আপনারা নূতন লোক। আপনাদিগকে সাহায্য করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরাও যখন আপনাদের দেশে যাই, তখন আপনাদের দেশের লোকও এইরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। একদা আমি কোনও কার্য্য উপলক্ষে কোবে গিয়াছিলাম; আমার গন্তব্যস্থানটী ভাল পরিচিত না থাকায় আমি জনৈক বিশিষ্ট ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করায় তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ আমাকে সঙ্গে করিয়া সেই বাটীতে পৌঁছাইয়া দিলেন। আমার ন্যায় একজন দরিদ্রের প্রতি তাঁহার সেই উদার ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।"

সামান্য একজন 'এতা'র এইরূপ ভদ্রোচিত বাক্যে এবং ব্যবহারে আমি বিস্মিত হইলাম। অতঃপর তাহাকে বলা হইল যে তাহার ন্যায় গরীব লোকের বৃথা সময় নষ্ট করা উচিত নহে। অনেক বুঝাইবার পর সে ফিরিতে সম্মত হইল; কিন্তু আমি তাহাকে পরিশ্রমের জন্য ২০ সেন (।৴০ পাঁচ আনার সমান) দিতে চাহিলে সে তাহা

প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিল, "আমি পুরস্কারের লোভে আপনাদিগকে পথ দেখাইতে আসি নাই। কর্ত্তব্যের অনুরোধে আসিয়াছি জানিবেন"।

সে ফিরিয়া গেলে তাহার নির্দ্দেশমত আমরা চলিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর গিয়া এক সঙ্কীর্ণ পথে পড়িলাম। পথটী বঙ্কিমগতিতে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধদিকে উঠিয়াছে এবং উহার উভয় পার্শ্বে তরুরাজি সমন্বিত পর্ব্বত-শ্রেণী সেদিন মেঘের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। আমরা অল্পদূর উঠিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়ায় বিশ্রামার্থে একখণ্ড প্রস্তরের উপর উপবেশন করিলাম। আমাদের সঙ্গে যাহা কিছু আহার্য্য ছিল তাহা এইখানেই শেষ করিয়া আবার গাত্রোত্থান করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। বৃষ্টি অল্প অল্প পড়িতেছিল; কিন্তু তাহাতে আমাদের কোনও অসুবিধার কারণ হয় নাই। সহসা এক দল সশস্ত্র শিকারী পার্শ্বস্থিত বন হইতে বহির্গত হইয়া আমাদের অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে তিনজন যুবক এবং দুইজন যুবতী। 'ৎসুনোদা' ছান্ অনুমান করিয়া বলিলেন যে যুবতীদ্বয় উহাদের ভগ্নি হইবেন।

তাঁহাদিগকে দেখিয়া মিঃ 'ৎসুনোদা' আমাকে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি শিকার করিতে জানেন কি? আমাদের দেশের আবাল-বৃদ্ধ সকলেই উহা অত্যন্ত ভালবাসেন। এবং আমিও একজন কম শিকারী নহি"।

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, নির্জ্জীব এবং নিরপরাধ কতকগুলি প্রাণি বৃথা হত্যা করিয়া আপনারা কি সুখ অনুভব করেন? ইহাতে কি শিকারীর বীরত্ব প্রকাশ পায়?"

'ৎসুনোদা ছান্' হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, "শিকারে খুব আমোদ হয়। ইহাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। সর্ব্বদা কাজ-কর্ম্ম করিলে মানসিক এবং শারীরিক বলের হ্রাস হয় না কি?"

এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে আমরা ক্রমান্বয়ে পর্ব্বতের শিখর-দেশে আরোহণ করিয়া দেখি, উহার যতদূর দৃষ্টিগোচর হয় সর্ব্বত্রই কর্পূরের চারা রোপণ করা হইয়াছে। তিন বৎসরের অধিক বড় গাছ সেখানে দেখিলাম না; কারণ ঐ পর্ব্বতে অল্পদিন হইতে চাষ আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। সেই দুস্তর জনশূন্য মাঠের মধ্যে অসংখ্য পর্ব্বতশ্রেণী পার হইয়া কিরূপে সেস্থলে কর্পূর-বৃক্ষের চাষোপযোগী জমি বাহির করা হইল, তাহা মনে উদিত হইলেও বিস্মিত হইতে হয়। পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া দেখি, অদূরে সমুদ্র-বক্ষ মৃদুমন্দ বাতাসে উচ্ছ্বাসিত হইয়া স্তরে স্তরে বিভক্ত হইতেছে। সমুদ্রের এই অদ্ভুত লীলা দর্শন করিয়া প্রাণ যে কি ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল দুর্ব্বল লেখনী তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম।

আমরা আবাদস্থলে উপস্থিত হইবামাত্র কয়েকজন বিচক্ষণ কৃষক আমাদিগের সম্মুখে আসিয়া যথারীতি অভিবাদন করিল। অতঃপর আমাদের তথায় গমন করিবার উদ্দেশ্য তাহাদিগকে জ্ঞাপন করিলে তাহারা চাষসংক্রান্ত সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অতি বিশদ্‌ভাবে বুঝাইতে লাগিল। সেই মুহূর্ত্তের জন্য আমার জ্ঞান-গরিমা এবং আত্মশ্লাঘা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল! আমি সেই কৃষকদিগের সরল ব্যাখ্যা অতি মনোযোগ সহকারে শুনিতে লাগিলাম। এই সময়ে আমার মনে হইতেছিল যেন আমি গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্যে সেই তপবনে প্রবেশ করিয়াছিলাম। আহা, সেই স্মৃতিটুকুও কি মধুর!

ম্যানেজার সাহেব সেদিন অনুপস্থিত ছিলেন; সুতরাং তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে নাই। আমরা কর্পূরের বীজ কিরূপে বপন করিতে হয়, উহা হইতে চারা বাহির হইলে তাহাতে কি প্রণালীতে সার ও জল প্রদান করিতে হয়, ইত্যাদি তত্ত্বানুসন্ধানে পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। প্রথমে যেখানে গিয়াছিলাম

সেখানে এক বৎসরের গাছগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন সার দেওয়ায় কিরূপ ফললাভ হইয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া আর একটী স্থানে গমন করিলাম। এইখানে দুই এবং তিন বৎসরের গাছ পাশাপাশি দেখিতে পাইলাম। তৃতীয় বৎসরের গাছগুলি দ্বিতীয় বর্ষের চারা অপেক্ষা বেশ হৃষ্টপুষ্ট এবং শাখাপ্রযুক্ত। এক একটী গাছ অর্দ্ধ হস্ত মাত্র ব্যবধানে রোপিত হওয়ায় উহাদের শাখা প্রশাখাগুলি যেন পরস্পর গলাগলি ধরিয়া প্রীতি সম্ভাষণ করিতেছিল। আর যখনই মলয়ানীল তাহাদের নবোদ্গম শ্যামল পত্রের গাত্র স্পর্শ করিতেছিল অমনি তাহারা তালে তালে আহ্লাদভরে নাচিয়া উঠিতেছিল।

এত শনে 'ৎসুনোদা' ছান্ আমার পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ ওঃ কেক্কো দেস্ নে!" (আহা কি সুন্দর!)। আমি বলিলাম, "বাস্তবিকই এমন সুন্দর দৃশ্য (কেশিকি) কদাচ দৃষ্ট হয়"। আমাদের মধ্যে প্রাকৃতিক শোভা সম্বন্ধে আরও অনেক কথা হইয়াছিল। সে সমস্ত এখানে লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠকবর্গের অমূল্য সময় হরণ করিতে চাহি না।

আবাদস্থলে থাকিতে থাকিতেই আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হওয়ায় আমরা তাড়াতাড়ি পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া পারঘাটাভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমরা সভয়ে আকাশপানে চাহিতে চাহিতে ছুটিলাম; কিন্তু নির্ম্মম বৃষ্টি আমাদিগকে ছাড়িল না। অর্দ্ধেক পথ না আসিতেই এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। আমাদের উভয়ের কি দুর্দ্দশা হইল তাহা না বলিলেও চলে; কারণ বর্ষাকালে সঙ্গে ছাতা না থাকিলে যাহা ঘটিবার তাহাই হইল। যাহা হউক, ভিজিতে ভিজিতে অতি কষ্টে পার ঘাটায় পৌঁছিলাম। সেখানে আসিয়া যাহা শুনিলাম তাহাতে শরীরের রক্ত জল হইয়া গেল। উভয়েই ভাবিয়াছিলাম, যত শীঘ্র পারি গৃহে ফিরিয়া গিয়া শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিব, এবং খাই না

খাই, একবার হাত পা ছড়াইয়া প্রাণ ভরিয়া বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিব। কিন্তু হায়! আমাদের 'সে গুড়ে বালি পড়িল'। ষ্টীমার-ষ্টেশনে যাইয়া দেখি টিকিট-ঘর বন্ধ। ঐ সময়ে একজন কর্ম্মচারিকে আফিস-ঘর হইতে বাহির হইতে দেখিয়া আমরা তাঁহাকে ষ্টীমারের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন যে, সেদিন 'মুকাশি নো সো-গাৎসু' (প্রাচীনকালের পঞ্জিকানুসারে নূতন বৎসরান্ত) উপলক্ষে সকালে সকালে আফিস বন্ধ হইয়াছে।

ইহা শ্রবণ করিয়া আমি 'ৎসুনোদা' ছান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, নূতন বৎসরের উৎসব তো আপনারা গত মাসে (অর্থাৎ জানুয়ারিতে) সম্পন্ন করিয়াছেন, তবে আবার একি?" তিনি বলিলেন, "গভর্ণমেণ্ট এবং সহরবাসিরা পাশ্চাত্যদেশ অনুসারে জানুয়ারি মাস হইতেই নূতন বৎসরারম্ভ গণনা করেন; কিন্তু পল্লীগ্রামবাসিগণ আজও পর্য্যন্ত প্রাচীনকালের ন্যায় ফেব্রুয়ারি মাসকে বৎসরের প্রথম বলিয়া থাকেন। বর্ত্তমান মেজি অব্দে (Era of Reformation) আমাদের পঞ্জিকাও সংশোধিত হইয়াছে। চীনবাসিদের ন্যায় আমা-দের কোনও বিষয়ে অর্থহীন 'গোঁড়ামি' নাই। সময়কালপাত্রানুযায়ী আমরা সবই করিতেছি। পাশ্চাত্য রীতি অনুসারে বৎসর গণনা করিলে অনেক সুবিধা আছে বলিয়াই আমরা চীন-পঞ্জিকা পরিত্যাগ করিয়াছি"।

ইতিপূর্ব্বে আমি অনেক জাপানীর মুখেই চীনবাসিদের নানাপ্রকার কুৎসাবাদ শুনিয়াছিলাম; সুতরাং কৌতূহলাক্রান্ত হওয়ায় এ বিষয়ে 'ৎসুনোদা' ছানের ন্যায় একজন সুশিক্ষিত ভদ্রলোকের অভিমত কি তাহা জানিতে আমার স্বতঃ ইচ্ছা হইল। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আচ্ছা মহাশয়, আপনারা সকলে চীনবাসিদিগকে এত তাচ্ছিল্য করেন কেন? তাঁহাদের কি জাতি কিংবা ব্যক্তিগত কোন গুণই

নাই?" উত্তরে মিঃ 'ৎসুনোদা' বলিলেন, "চীনবাসিগণ অত্যন্ত নোংরা। তাহারা এখনও পর্য্যন্ত মস্তকে লম্বা লম্বা * কেশ রাখিতেছে এবং উহা লইয়াই জগতের সর্ব্বত্রই যাইতেছে। এতদ্ব্যতীত তাহাদের ন্যায় অলস এবং নিরুৎসাহী জাতি জগতে দ্বিতীয় নাই। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসাদ্বেষ পরিপূর্ণ এবং বিদেশীয়দিগের প্রতি আজও পর্য্যন্ত তাহারা অতি বর্ব্বরোচিত অসৎ ব্যবহার করে। কুসংস্কারের হাত ছাড়াইয়া জগতে একটী শক্তিশালী জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে আদৌ চেষ্টা কিংবা আগ্রহ তাহাদের নাই। এরূপ একটী জড়জাতির প্রতি ঘৃণা হওয়াই স্বাভাবিক"।

আমি বলিলাম, "আপনারা তাঁহাদের শক্তিশালী প্রতিবেশী, সুতরাং ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিয়া উপযুক্ত করিতে পারেন"।

মিঃ 'ৎসুনোদা' উত্তর করিলেন, "এ কথা ঠিক্, কিন্তু তাহারা শিক্ষা করিতেই বা সেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করে কই? জাপানে এক্ষণে সর্ব্বসমেত প্রায় বাইশ হাজার প্রবাসী চীন ছাত্র আছে। তাহাদের সেরূপ উৎসাহ ও চেষ্টা কই? আপনাকে যেরূপ শিক্ষা সম্বন্ধে উদ্যোগী দেখিতেছি, কোনও চীন-ছাত্র সেরূপ নাই। আমি 'তোকিয়ো'তে পাঠ্যাবস্থায় যখন ছিলাম তখন অনেক চীন যুবক দেখিয়াছি, তাঁহারা সকলেই যেন বিমর্ষ। শুনিতে পাই, ভারতীয় এবং ফিলিপাইন দ্বীপের শিক্ষার্থী যুবকমাত্রেই আপনার ন্যায় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এবং উৎসাহী। সেদিন 'মাকিইয়ামা' ছান্ (ইনি 'ৎসুনোদা' ছানের ভগ্নীপতি; পূর্ব্বে কর্পূর-ফ্যাক্টরীতেই থাকিতেন, এক্ষণে 'তোকিও'র নিকটবর্ত্তী এক petroleum কোম্পানির ম্যানেজার হইয়াছেন। ইনি আমাকে বিশেষরূপে জানেন।) বলিতেছিলেন যে, তিনি দুইজন ভারতীয়

* বর্ত্তমান মিকাদো (সম্রাট) সিংহাসন আরোহণ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জাপানীরাও মস্তকে চীনাম্যানদের ন্যায় লম্বা লম্বা চুল রাখিতেন।

যুবকের সহিত আলাপ করিয়া বিশেষ সন্তোষলাভ করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই নাকি অতি বুদ্ধিমান্ এবং উৎসাহী। আমি আর দু'একজনের মুখে আপনাদের দেশীয় শিক্ষার্থীগণের প্রশংসা শুনিয়াছি। আমার বোধ হয় চীন অপেক্ষা ভারতবর্ষই অগ্রে উন্নত হইবে"।

আমাদিগের উপর এইরূপ উচ্চ ধারণা করায় আমি 'ৎসুনোদা' ছান্‌কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম, "সে যাহা হউক, চীনবাসিরা কি আপনাদের অনুগ্রহের পাত্র নহেন?"

মিঃ 'ৎসুনোদা' উত্তর করিলেন, "অনুগ্রহের পাত্রই অবশেষে ঘৃণার পাত্র হইয়া দাঁড়ায়!"৮

পাঠকবর্গ বোধ হয় ভাবিতেছেন যে, ষ্টীমার ফেল হইয়া ভিজা কাপড়ে এইরূপ গুরুতর বিষয়ের আলোচনা কখনই সম্ভবপর নহে; কিন্তু যাঁহারা জাপ-চরিত্র জানেন তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে ইহা সম্ভবপর; কারণ জাপানীদিগকে শোক কিংবা দুঃখে অধীর হইয়া বিমর্ষ হইতে কখনই দেখা যায় না।

বিপদ বার্ত্তা পূর্ব্বেই তারযোগে আমাদের বাটীতে প্রেরিত হইয়াছিল। কারণ বাটীতে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরিবার কথা ছিল। 'ৎসুনোদা' ছানের বাটীতে তাঁহার যুবতী স্ত্রী একটীমাত্র শিশুসন্তান লইয়া একাকী ছিলেন। এরূপ অবস্থায় আমরা সে রাত্রিতে ফিরিতে না পারায় আমি একটু চিন্তিত ভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলাম, "মহাশয়, আপনাদের বাটী যেরূপ নিভৃত স্থানে, এবং অদ্য যেরূপ বৃষ্টি হইতেছে, তাহাতে না জানি 'ওকছান্' গৃহে একাকী কতই উদ্বিগ্ন হইবেন। আপনার দাস দাসীরা বোধ হয় রাত্রিতে স্ব স্ব গৃহে চলিয়া যায়!"

'ৎসুনোদা' ছান্ বলিলেন, "চিন্তা করিবে আশঙ্কা করিয়াই পূর্ব্বে সংবাদ দিয়াছি; তবে এই অন্ধকার রাত্রিতে মাঠের মধ্যে একাকী থাকিতে তাহার ভয় হইতে পারে; কিন্তু এ বিষয় চিন্তা করিয়া কোনই

ফল নাই ; কারণ ইহা প্রতীকারের কোনও উপায় নাই।" তাঁহাকে স্বাভাবিক স্বরে নিশ্চিন্ত মনে এইরূপ উত্তর করিতে শুনিয়া আমি মনে মনে লজ্জা পাইলাম। যাঁহার স্ত্রীপুত্র এইরূপ নিঃস্বহায় অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, তাঁহার হৃদয়ে চিন্তার লেশ মাত্র নাই, আর আমি—যাহার 'আমার' বলিতে আর কেহই সেখানে নাই—কিনা চিন্তাকুল হইলাম! আমার মনের প্রকৃত ভাব যাহাতে তিনি না বুঝিতে পারেন, সেই জন্য আমি অন্য কথা পাড়িতে যাইতেছি এমন সময়ে, মিঃ 'ৎসুনোদা' বলিয়া উঠিলেন, "আপনি চিন্তিত হইয়াছেন দেখিতেছি ; আচ্ছা বলুন দেখি চিন্তা করিয়া কি ফল ?"

আমি লজ্জায় মুখ অবনত করিয়া রহিলাম ; সুখের বিষয় অন্ধকার নিবন্ধন তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

ক্ষণকাল পরে আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "আচ্ছা মহাশয়, আপনি গৃহে প্রত্যাগত হইলে, ওকুছান্ যখন রাগ করিয়া ঝগড়া করিবেন তখন আপনি কি করিবেন ?"

'ৎসুনোদা'ছান্ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "জাপানী রমণীগণ হঠাৎ স্বামীর উপর অসন্তুষ্ট হইয়া রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করেন না। তাঁহাদের ধৈর্য্য এবং ক্ষমাগুণ জগতে অতুলনীয়।"

রাত্রি ১২টার পর একখানি জাহাজ ছিল। উহাতে আরোহণ করিলে প্রভাতে কোবে পৌঁছা যায়। আমরা ঐ জাহাজেই রওনা হইব স্থির করিলাম ; কিন্তু রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত কিরূপে কাটান যায়, ইহাই উভয়ে রাজপথে দাঁড়াইয়া পরামর্শ করিতেছিলাম এমন সময়ে সম্মুখস্থ একটী দোকানের প্রতি আমাদের দৃষ্টি পড়িল। সেই দিকে একটু অগ্রসর হইয়া শুনি ৫।৬ জন লোক একত্র বসিয়া থিয়েটারের কথা বলিতেছে। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, "আজ বাজারে যে অভিনয় হইবে তাহাতে অনেক পুরাতন কাহিনী

আছে। আমার উহা অনেকবার শুনা আছে; সুতরাং আমি আর যাইব না।"

এই কথা শুনিবামাত্র 'ৎসুনোদা'ছান্ তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "থিয়েটার কোথায় হইতেছে?"

"কেন, আপনারা যাইবেন কি? আসুন আমি আপনাদিগকে লইয়া যাইতেছি" বলিয়া সে অমনি দাঁড়াইয়া উঠিল। একে ফেব্রুয়ারি মাসে জাপানে শীতের প্রকোপ অত্যন্ত বেশী, তাহাতে আবার সে দিন বৃষ্টি হইতেছিল। নগরবাসীগণ স্ব স্ব গৃহে অগ্নি তাপিতেছিলেন। শ্রান্ত হওয়ায় আমরা শীত সেরূপ অনুভব করি নাই বটে; কিন্তু অগ্নি দেখিলেই যেন তথায় যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল। আমাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া উক্ত ব্যক্তি আমাদিগকে সেই দোকানে প্রবেশ করিয়া 'হিবাচি'র (অগ্নিপাত্র) নিকট উপবিষ্ট হইতে বলিলেন। আমরা তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া অন্ততঃ পোষাকগুলি শুকাইয়া লইবার জন্য তথায় গমন করিলাম। দেখিলাম সেখানে পাঁচ জন পুরুষ এবং এক জন বেপ্পিন্ছান্ (সুন্দরী) বসিয়া আছেন। তাঁহাদের সকলের হাতেই তামাকের পাইপ্। জাপানীরা কিরূপ যুবতীকে সুন্দরী বলেন, পাঠক-বর্গ তাহা শুনিবেন কি? তাঁহারা না কি আমাদের কিংবা পাশ্চাত্য দেশের সুন্দরী রমণীদিগের বিশাল আয়ত চক্ষু এবং অত্যুচ্চ নাসিকা দেখিয়া ভীত হন! জাপান-রমণীগণের মধ্যে যাহার চক্ষুদ্বয় অর্দ্ধ নিমিলিত এবং নাসিকা অর্দ্ধ চাপা তিনিই সুন্দরী। এতদ্ব্যতীত যুবতী মাত্রকেই প্রায়শঃ বেপ্পিন্ছান্ বলা হয়।

যাহা হউক, দোকানের সেই যুবতীটী জাপানীদের চক্ষে সুন্দরীই ছিলেন। তিনি দোকানদারের আত্মীয়া, তাঁহার সহিত উল্লিখিত ব্যক্তিগণ দারুণ শীতে আগুনের পাশে বসিয়া নানা প্রকার রসালাপ করিতেছিলেন। এবং থিয়েটার সম্বন্ধে সকলেই নিজ

নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া মজলিস্‌টী বেশ জমকাইয়া তুলিয়াছিলেন।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের কাপড় চোপড় একরূপ শুষ্ক হইয়া উঠিল। এইবার আমরা থিয়েটারে যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলাম। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সেই পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিও উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আমাদিগকে তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে বলিয়া তিনি অগ্রে অগ্রে চলিলেন। থিয়েটার যেখানে হইতেছিল সে স্থানটী উক্ত দোকান হইতে প্রায় এক মাইল দূরে। দিনের বেলায় বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তা অত্যন্ত কর্দ্দমময় হইয়াছিল। আমরা যখন দোকান হইতে নিষ্ক্রান্ত হই তখনও বৃষ্টি অল্প অল্প পড়িতেছিল। সেই ব্যক্তিকে এরূপ অবস্থায় একটী 'জমকানো আসর' ছাড়িয়া দুইটী অপরিচিত ব্যক্তির জন্য ক্লেশ স্বীকার করিতে দেখিয়া আমি মনে মনে তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিলাম; এবং ভাবিলাম যে জাতির মধ্যে পরস্পর এরূপ সহানুভূতি এবং যাহারা পরোপকারের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত, তাহারা যে একটী উন্নত জাতি হইবে তাহার আর বিচিত্রতা কি?

পাঠকবর্গ! এ অবস্থায় আপনাদের মধ্যে কেহ কি সেইরূপ একটী আসর ছাড়িয়া শীতের মধ্যে কাঁপিতে কাঁপিতে কর্দ্দমময় রাস্তায় আমাদিগকে পথ দেখাইবার জন্য বাহির হইতেন?

থিয়েটারে যাইয়া কয়েকটী অভিনয় দেখিলাম, তন্মধ্যে একটী প্রহসন নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

জাপানী প্রহসন।

‘হোনে তো কাওয়া’।

(অর্থাৎ অস্থি এবং চর্ম্ম)।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরোহিত—Rector। শিষ্য—Curate।

তিন জন গ্রামবাসী।

দৃশ্য—বৌদ্ধমন্দির।

পুরো—আমি এই মন্দিরের পুরোহিত। আমার শিষ্যকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। (শিষ্যের প্রতি) ওহে তুমি কোথায়? একবার শুনে যাও।

শিষ্য—আজ্ঞে, এই যে আমি, মহাশয়। আমাকে কি জন্য আহ্বান করিতেছেন?

পুরো—দেখ আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এখন আমি একটু অবসর লইতে চাহি। আমার এই ইচ্ছা যে আজ হইতে তুমি আমার সমস্ত কার্য্যের ভার গ্রহণ কর।

শিষ্য—আমি মহাশয়ের কথা শুনিয়া বিশেষ বাধিত হইলাম। আমি আজ পর্য্যন্ত মন্দিরের সমস্ত কার্য্য উত্তমরূপে বুঝিতে পারি নাই; সুতরাং আশা করি, আর কিছু দিন পরে অবসর লইলে ভাল হয়। ইতিমধ্যে আমি সমুদয় বিষয় শিখিয়া লইব।

পুরো—তোমার উত্তরে আমি বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। আমি অবসর লইতে ইচ্ছা করিতেছি; কিন্তু মন্দির ত্যাগ করিয়া যাইব না। মন্দিরের পাশ্চাৎ দিকস্থ ঘরে আমি বাস করিব। কোনও প্রয়োজন হইলে আমাকে জানাইবে।

শিষ্য—বেশ ; তবে মহাশয়ের ইচ্ছানুসারেই কার্য্য করা হইবে।

পুরো—প্রত্যেক কার্য্য এরূপ ভাবে সম্পাদন করিবে, যাহাতে গ্রামবাসিগণ সন্তুষ্ট থাকেন এবং তৎসঙ্গে মন্দিরের উন্নতি হয়।

শিষ্য—সে জন্য আপনাকে চিন্তা করিতে হইবে না। আমি এমন ভাবে কাজ করিব, যাহাতে সকলেই আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে।

পুরো—তবে আমি এখন হইতে অবসর লইলাম। মনে রাখিও, তোমার কোনও দরকার হইলে আমার পরামর্শ লইয়া তদনুসারে কার্য্য করিবে।

শিষ্য—যে আজ্ঞা, তাহাই হইবে।

পুরো—যদি কোনও গ্রামবাসী কোনও কারণ বশতঃ মন্দিরে আগমন করেন, তাহা হইলে আমাকে জ্ঞাপন করিবে।

শিষ্য—মহাশয় যাহা বলিতেছেন তাহা মনে থাকিবে।

[পুরোহিতের প্রস্থান]।

শিষ্য—হা হা আমার কি সৌভাগ্য, আমি যাহা ভাবিতেছিলাম, তাহাই হইল। গ্রামবাসিগণ এই শুভ সংবাদ পাইলে নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবে। আমি তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিব।

প্রথম গ্রামবাসী।—আমি দরকার বশতঃ ঐ গ্রামে যাইতেছি। পথি মধ্যে বৃষ্টি হওয়ায় মন্দির হইতে একটি ছাতা লইতে ইচ্ছা করি।

মাপ করুন, মন্দিরের ভিতর কে আছেন, মহাশয় ?

শিষ্য—দরজায় কে ? কে মন্দিরে প্রবেশ করিতে চাহেন ? আপনি কে মহাশয় ?

১ম গ্রাম—আমি।

শিষ্য—ওঃ, আপনি, আসতে আজ্ঞা হউক।

১ম-গ্রাম—অনেক দিন হইল আমি এখানে আসিতে পারি নাই। আশা করি আপনি এবং পুরোহিত মহাশয় শারীরিক ভালই আছেন।

শিষ্য—হাঁ, আমরা উভয়েই ভাল আছি। কিছুদিন হইল প্রভু মন্দিরের সমস্ত ভার আমার উপর অর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। আশা করি আপনারা পূর্ব্ববৎ এখানে আগমন করিয়া বাধিত করিবেন।

১ম গ্রাম—শুভ সংবাদ বটে, এ সংবাদ পূর্ব্বে জানিতে না পারায় মহাশয়কে ধন্যবাদ করিবার জন্য যথাসময়ে আসিতে পারি নাই। যাহা হউক, আমি ঐ গ্রামে যাইতেছি। পথিমধ্যে বৃষ্টি হওয়ায় একটী ছাতার জন্য এখানে আসিয়াছি। মহাশয় যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক একটী ছাতা দেন, তাহা হইলে বিশেষ উপকৃত হই।

শিষ্য—নিশ্চয়ই দিব। একটু অপেক্ষা করুন আমি শীঘ্রই ছাতা ('কাছা') আনিয়া দিতেছি।

১ম গ্রাম—ধন্যবাদ।

শিষ্য—এই ছাতাটা লউন।

১ম গ্রাম—শতবার আপনাকে ধন্যবাদ করিতেছি।

শিষ্য—আপনাদের যখন যে সাহায্যের দরকার হয় আমাকে বলিবেন, আমি যথাশক্তি চেষ্টা করিব।

১ম গ্রাম—নিশ্চয়ই, যখন যে প্রয়োজন হয় আপনাকে জানাইব, তবে এখন আমি যাই।

শিষ্য—আপনি এখনই যাইবেন কি?

১ম গ্রাম—হাঁ, এখনই যাইব। নমস্কার!

শিষ্য—নমস্কার (বিদায় সূচক :—'ছায়োনারা')।

(কোনও গ্রামবাসী মন্দিরে আসিলে সে কি জন্য আসিয়াছিল,

এবং আমি কি করিয়াছিলাম তাহা জ্ঞাপন করিবার জন্য প্রভু আদেশ করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহাকে একবার বলিয়া আসি।)

(প্রভুর প্রতি) মাপ করুন, প্রভো, ভিতরে আছেন কি?

পুরোঃ—কে হে, তুমি নাকি?

শিষ্য—আপনাকে বড় বিমর্ষ দেখাইতেছে!

পুরো—বিমর্ষের বিশেষ কোনও কারণ নাই।

শিষ্য—এইমাত্র জনৈক গ্রামবাসী এখানে আসিয়াছিল।

পুরো—পূজা দিতে আসিয়াছিল কি এখানে তাহার অন্য কোনও প্রয়োজন ছিল?

শিষ্য—সে একটী ছাতা চাহিয়াছিল এবং আমি তাহা তৎক্ষণাৎ দিয়াছি!

পুরো—বেশ করিয়াছ; তোমার উপযুক্ত কাজ করিয়াছ, দেখি কোন্ ছাতাটী দিয়াছ!

শিষ্য—সেই নূতন ছাতাটী দিয়াছি।

পুরো—ওঃ! তোমার কাণ্ডজ্ঞান নাই। কেহ কি কখন নূতন জিনিস ধার দেয়? যাক্ "গতস্য শোচনা নাস্তি"। পুনরায় যদি কেহ ছাতা চাহিতে আইসে, তাহা হইলে "আম্‌তা আম্‌তা" করিয়া সারিয়া দিবে। কাহাকেও কিছু ধার দিও না, অথচ দিব না এরূপ কথাও মুখের উপর বলিও না।

শিষ্য—তবে কি বলিব?

পুরো—এই বলিও। "মহাশয় যাহা চাহিতেছেন, তাহা অতি সামান্য। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, সেদিন প্রভু যখন বাহিরে গিয়াছিলেন, তখন চৌমাথাতে হঠাৎ ঝড় ও বৃষ্টি হওয়ায় উহার অস্থি এবং চর্ম্ম (frame & Cover) পৃথক্ হইয়া গিয়াছে। এ যে হাড় ও চামড়া (জাপানীতে এইরূপ অর্থবোধক শব্দ এ স্থলে ব্যবহৃত হয়)

একত্র করিয়া মধ্যে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়াছি। এ অবস্থায় উহা আপনার কোনও উপকারে আসিবে না। অর্থাৎ এরূপ কিছু বলিবে, যাহাতে সত্যতা কিছুমাত্র না থাকিলেও তোমার বলিবার গুণে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।”

শিষ্য—আপনার উপদেশ শিরোধার্য্য। ভবিষ্যতে আমি ঐরূপ উত্তরই করিব। তবে এখন বিদায়।

পুরো—গেলে নাকি হে!

শিষ্য—আজ্ঞে হাঁ।

পুরো—ছা'য়োনারা (good bye)।

শিষ্য—ছা'য়োনারা। (স্বগতঃ) গুরুমহাশয় এরূপ উপদেশ কেন দিলেন? একটী জিনিস বাস্তবিক থাকিলে তাহা ধার দিতে বাধা কি?

দ্বিতীয় গ্রামবাসীর প্রবেশ।—

২য় গ্রাঃ—(আমি এই গ্রামবাসী। আমার ঐ মন্দিরে একটু দরকার আছে। ওঃ, এই যে মন্দির)। মাপ করুন, ভিতরে কে আছেন, মহাশয়?

শিষ্য—দরজায় আবার কে? কে মন্দিরে আসিতে চাহেন? আপনি কে মহাশয়?

২য় গ্রাঃ—আমি।

শিষ্য—ওঃ আপনি! আসিতে আজ্ঞা হউক।

২য় গ্রাঃ—আমার এখানে আসিবার উদ্দেশ্য এই যে, আমি একটু দূর দেশে যাইতেছি। যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনাদের ঘোড়াটী দেন, তাহা হইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

শিষ্য—'মহাশয়, আপনি যাহা চাহিতেছেন, তাহা অতি সামান্য। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, সেদিন প্রভু যখন বাহিরে গিয়াছিলেন, তখন চৌমাথাতে হঠাৎ ঝড় ও বৃষ্টি হওয়ায় উহার অস্থি এবং চর্ম্ম

পৃথক্ হইয়া গিয়াছে। ঐ যে ওখানে তাহার হাড় ও চামড়া একত্র করিয়া মধ্যে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়াছি। এ অবস্থায় উহা আপনার কোনও উপকারে আসিবে না।'

২য় গ্রাঃ—আমি ঘোড়ার কথা বলিতেছি।

শিষ্য—হাঁ, আমিও তো তাই বলিতেছি।

২য় গ্রাঃ—তবে আর কি, যখন কোন উপায় নাই তখন আমি ফিরিয়া যাই।

শিষ্য—তবে আসুন।

২য় গ্রাঃ—ছা'য়োনারা।

শিষ্য—অনুগ্রহ করিয়া মহাশয় এখানে আসিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ করিতেছি।

২য় গ্রাঃ—আমি আর কখনও এখানে আসিব না। আপনার কথা কিছুই বুঝা যায় না, উহার কোনই অর্থ নাই।

[২য় গ্রাঃ প্রস্থান]

শিষ্য—প্রভু যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, ঠিক্ তাহাই করিয়াছি। সুতরাং আশা করি, তিনি আমার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইবেন। মাপ করিবেন প্রভো, ভিতরে আছেন কি?

পুরো—ওঃ তুমি নাকি? কোনও দরকার আছে কি?

শিষ্য—এই মাত্র একজন ঘোড়া ধার চাহিতে আসিয়াছিল।

পুরো—সৌভাগ্যক্রমে তিনি যখন এখানে আসিয়াছিলেন, আশা করি, তুমি তাঁহাকে ঘোড়াটী দিয়াছ।

শিষ্য—না, আমি তাঁহাকে ঘোড়া দিই নাই। আপনি আমাকে যেরূপ উত্তর দিতে আদেশ করিয়াছিলেন, ঠিক্ তাহাই করিয়াছি।

পুরো—কৈ, আমি তো ঘোড়া সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। তুমি তাঁহাকে কি উত্তর দিয়াছ?

শিষ্য—আমি বলিয়াছি "মহাশয়, আপনি যাহা চাহিতেছেন, তাহা অতি সামান্য। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, সে দিন প্রভু যখন বাহিরে গিয়াছিলেন, তখন চৌমাথাতে হঠাৎ ঝড় ও বৃষ্টি হওয়ায় উহার অস্থি এবং চর্ম্ম পৃথক্ হইয়া গিয়াছে। ঐ যে ওখানে তাহার হাড় ও চামড়া একত্র করিয়া মধ্যে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়াছি। এ অবস্থায় উহা আপনার কোনও উপকারে আসিবে না।"

পুরো—উহা বলিবার তাৎপর্য্য কি? কেহ ছাতা চাহিতে আসিলে তাহাকে ঐরূপ উত্তর দিতে বলিয়াছিলাম। যে ঘোড়া চাহিতে আসিবে, তাহাকে যে তুমি ঐরূপ উত্তর দিবে, কেহ তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে কি? অন্য কোনও সময়ে এরূপ অবস্থায় উপযুক্ত উত্তর দিবে।

শিষ্য—কি বলিতে হইবে?

পুরো—এই বলিও; "সেদিন তাহাকে চরিবার জন্য ছাড়িয়া দিলে, যেমন সে স্ফুর্ত্তি করিয়া লাফাইতেছিল, অমনি তাহার পা ভাঙ্গিয়া যায়। এখন সে আস্তাবলে ঘাসের উপর শুইয়া আছে। এ অবস্থায় উহা দ্বারা আপনার কোনও উপকার হইবে না।"

শিষ্য—মহাশয়ের উপদেশ শিরোধার্য্য। আমি উহা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিব। পুনরায় কেহ আসিলে আমি তাহাকে ঐরূপ উত্তর দিব।

পুঃ—সাবধান, বোকার মত কিছুই বলিও না।

শিষ্য—(স্বগতঃ) ইহার অর্থ কি? উনি যাহা বলিতে বলিয়াছিলেন, আমি তাহাই বলিয়াছি; কিন্তু তজ্জন্য আমাকে তিরস্কৃত হইতে হইল কেন? দেখিতেছি নিজের বুদ্ধিতে পাগল হওয়াও শ্রেয়ঃ।

(তৃতীয় গ্রামবাসীর প্রবেশ)

৩য় গ্রাঃ—(আমি এই গ্রামবাসী, মন্দিরে একটু প্রয়োজন আছে। যাই, শীঘ্র যাই।) মাপ করিবেন, মন্দিরে কে আছেন মহাশয়?

শিষ্য—আবার কে দরজায়? আপনি কি চাহেন মহাশয়?

৩য় গ্রাঃ—আমি।

শিষ্য—আস্তে আজ্ঞা হউক। আস্তে আজ্ঞা হউক।

৩য় গ্রাঃ—অনেক দিন আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। আশা করি, আপনি এবং পুরোহিত ঠাকুর মহাশয় ভালই আছেন।

শিষ্য—আজ্ঞে হাঁ, আমরা ভালই আছি। ইতিমধ্যে প্রভু মন্দিরের ভার আমার উপর অর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। আশা করি, মহাশয় পূর্ব্ববৎ এখানে আগমনপূর্ব্বক মন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি করিবেন।

৩য় গ্রাঃ—শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। এতদিন শুনি নাই বলিয়াই আসি নাই। যাহা হউক, আগামী কল্য আমার বাটীতে একটী পূজা আছে। আশা করি, আপনি এবং পুরোহিত ঠাকুর মহাশয় আমার বাটীতে পদার্পণ করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করিবেন।

শিষ্য—আমি যাইতে পারিব। তবে প্রভু যাইবেন কি না সন্দেহ।

৩য় গ্রাঃ—কেন, তাঁহার হাতে অন্য কোনও কাজ আছে কি ?

শিষ্য—না, তাঁহার হাতে এমন কোনও বিশেষ কাজ নাই। তবে 'সেদিন তাহাকে চরিবার জন্য ছাড়িয়া দিলে যেমন সে স্ফূর্ত্তি করিয়া লাফাইতেছিল, অমনি তাহার পা ভাঙ্গিয়া যায়। এখন সে আস্তাবলে ঘাসের উপর শুইয়া আছে। এ অবস্থায় উহা দ্বারা আপনার কোনও উপকার হইবে না।'

৩য় গ্রাঃ—আমি পুরোহিত ঠাকুর মহাশয়ের কথা বলিতেছি।

শিষ্য—আমিও তাঁহারই কথা বলিতেছি।

৩য় গ্রাঃ—পুরোহিত ঠাকুর মহাশয়ের এরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। যাহা হউক, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক যাইবেন।

শিষ্য—অবশ্য আমি যাইব। ছা'য়োনারা। অনুগ্রহপূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে এইরূপ আসিবেন।

৩য় গ্রাঃ (স্বগতঃ) আর কখনও এখানে আসিব না। ঐ ব্যক্তি কি মাথামুণ্ড বলে, আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারি না।

[৩য় গ্রাঃ প্রস্থান]

শিষ্য—এইবার প্রভু নিশ্চয়ই খুব খুসী হইবেন। মাপ করিবেন, প্রভো ভিতরে আছেন কি ?

পুরো—তুমি নাকি ? কোনও দরকার আছে কি ?

শিষ্য—আজ্ঞে হাঁ, এইমাত্র একজন লোক আসিয়াছিলেন। তাঁহার বাটীতে আগামী কল্য কোনও পূজার অনুষ্ঠান হইবে। তদুপলক্ষে মহাশয়কে এবং আমাকে তাঁহার বাটীতে যাইবার জন্য বলিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিয়াছি যে, আপনি যাইতে পারিবেন না, তবে আমি নিশ্চয়ই যাইব।

পুরো—কি আশ্চর্য্য ! আমারও তথায় যাইবার ইচ্ছা ছিল। কাল আমার কোনও কাজ নাই।

শিষ্য—বেশ, আপনি আমাকে যাহা বলিতে আদেশ করিয়াছিলেন, আমি ঠিক্ তাহাই বলিয়াছি।

পুরো—আমি কি বলিতে বলিয়াছিলাম, স্মরণ হয় না। তুমি তাঁহাকে কি বলিয়াছ ?

শিষ্য—আমি বলিয়াছি, "সেদিন তাহাকে চরিবার জন্য ছাড়িয়া দিলে যেমন সে স্ফূর্ত্তি করিয়া লাফাইতেছিল, অমনি তাহার পা ভাঙ্গিয় যায়। এখন সে আস্তাবলে ঘাসের উপর শুইয়া আছে। এ অ[illegible]য় উহা দ্বারা আপনার কোনও উপকার হইবে না।"

পুরো—তুমি বাস্তবিকই তাহাই বলিয়াছ না কি ?

শিষ্য—আজ্ঞে হাঁ, সত্য সত্যই তাহাই বলিয়াছি।

পুরো—তুমি যে এক 'বদ্ধ পাগল' দেখিতেছি। কেহ ঘোড়া চাহিলে তাহাকে ঐ উত্তর দিতে বলিয়াছিলাম। না তোমার মত লোক

পুরোহিত হইবার উপযুক্ত নহে। তুমি এখান হইতে যথা ইচ্ছা চলিয়া যাও। কৈ গেলে না, যাও, শীঘ্র যাও।

শিষ্য—উঃ! কি দারুণ আজ্ঞা।

পুরো—গেলে না, গেলে না, এখনও গেলে না। এই বলিতে বলিতে শিষ্যের পৃষ্ঠে চড় চাপড় পড়িতে লাগিল।

শিষ্য—উঃ, আপনি গুরু বলিয়া আমাকে এরূপ ভাবে প্রহার করিবেন না। উঃ, আর সহ্য হয় না। আমি আপনার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহা যথার্থ। আপনি বাস্তবিকই 'ফুর্ত্তিবাজ' নহেন কি?

পুরো—তুমি আমাকে কখন ফুর্ত্তি করিতে দেখিয়াছ? বৌদ্ধ পুরোহিতদিগের ফুর্ত্তি করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ তাহা কি তুমি জান না? যদি কখনও আমাকে ফুর্ত্তি করিতে দেখিয়া থাক, তাহা হইলে ঠিক্ করিয়া বল।

শিষ্য—যদি আমি তাহা প্রকাশ করি, তাহা হইলে আপনি লজ্জিত হইবেন।

পুরো—আমি কখনও জ্ঞানসত্ত্বে এমন কিছু করি নাই যাহাতে লজ্জা বোধ করিতে হইবে। বল, আমি কি করিয়াছি। তুমি আমাকে কি অন্যায় করিতে দেখিয়াছ?

শিষ্য—উঃ, আর মার্‌বেন্ না।

পুরো—বল, শীঘ্র বল।

শিষ্য—ঐ সেদিন 'ইচি'ছান্ (একটী ৫ বৎসরের বালিকা) আপনার ঘরের মধ্যে কি জন্য গিয়াছিল?

পুরো—তাহাতে কি হইল?

শিষ্য—উঃ, আর, মার্‌বেন না; এই বলিতেছি, বালিকা কোলে করিয়া হাসিমুখে আলাপ সালাপ করাকে কি ফুর্ত্তি করা বলে না?

পুরো—তোমার ন্যায় বোকা এ সংসারে আর দ্বিতীয় নাই, দেখিতেছি। তোমাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হইতেছে।

শিষ্য—উঃ, আর প্রভু বলিয়া মানা যায় না। আসুন দেখি।

দেখিতে দেখিতে উভয়ের হাতাহাতি আরম্ভ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে শিষ্য বলিল ঃ কেমন শিক্ষা হইল? অতঃপর রণে ভঙ্গ দিয়া শিষ্য পলায়ন করিলে, পুরোহিত চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কৈ সে কোথায় গেল, তাহাকে ধরিবার জন্য এখানে কেহই নাই কি?"

(যবনিকা পতন।)

রাত্রি ১১টার সময় থিয়েটার হইতে আমরা ষ্টীমার ষ্টেসনে গেলাম। থিয়েটার তখনও চলিতেছিল, কিন্তু ১২টার সময় জাহাজ ছাড়িবে জানিয়া অনিচ্ছাসত্বেও সেখান হইতে উঠিতে হইল। থিয়েটারে যে সমস্ত অভিনয় হয়, তাহা যদি সামাজিক চিত্র হয়, তাহা হইলে ঐ রাত্রিতে যে তিনটী অভিনয় দেখিয়াছিলাম তাহা হইতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি, যে পুরাকালে জাপানীরা অত্যন্ত কলহপ্রিয় ছিলেন। তাঁহারা অতি অল্প কারণেই মারামারি 'খুনোখুনি' করিতেন। এবং তখন তাঁহারা বর্ত্তমান সুসভ্য জাপানীদের ন্যায় ভদ্র ব্যবহার আদৌ জানিতেন না। আমি আরও কয়েকটী অভিনয় দেখিয়াছিলাম, তাহার সমস্ত গুলিতেই মারামারি কাটাকাটি। জানি না কি মন্ত্রবলে বর্ত্তমান জাপানীরা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সমুদয় দোষ এত শীঘ্র সংশোধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন!

সে যাহা হউক, আমরা রাত্রি ১২টার সময় জাহাজে আরোহণ করিয়া অতি প্রত্যূষে বাটীতে পৌঁছিলাম। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, কর্পূর প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমি নানাপ্রকার রঙ্গিন ফুলকাটা মাদুরও তৈয়ারি করিতে শিক্ষা করিয়াছিলাম। আমি যে বাটীতে ছিলাম, তাহার পার্শ্বের বাটীতেই মাদুর প্রস্তুত হইত,

উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।

এতদ্ব্যতীত ‘ওশানা সান্’ও (যাঁহার বাটীতে আমি থাকিতাম) উহা প্রস্তুত করিতে জানিতেন। সুতরাং উহা শিক্ষা করিতে স্বতঃই ইচ্ছা হইল। কর্পূর ফ্যাক্টরীর কার্য্য না থাকিলেই আমি মাদুর বুনিতে থাকিতাম। উহা অতি শীঘ্রই শিখিয়া ফেলিলাম; কারণ বস্ত্র-বয়ন আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম। বয়নানভিজ্ঞ লোকের পক্ষে মাদুর শিক্ষা করা অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগে।

উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।

আমাকে দেশে ফিরিবার জন্য ইতিমধ্যেই পীড়াপীড়ি করা হইতেছিল; এমন কি আমাকে আর কেহ খরচের টাকা পর্য্যন্ত পাঠাইতেন না। যাইবার সময় দুই বৎসরের জন্য বৃত্তি লইয়া আমি গমন করি, কিন্তু সেস্থলে প্রায় তিন বৎসর পূর্ণ হয় তথাপি আমাকে ফিরিতে না দেখিয়া আমার বাটীস্থ সকলে এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন অতি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কি করি, বাধ্য হইয়া দেশ প্রত্যাগত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

আমি যে যে বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলাম এবং করিতেছিলাম তাহার একটী তালিকা বিস্তৃত বিবরণ সহ পূর্ব্বেই বাটীতে পাঠাইয়াছিলাম। তদ্দর্শনে আমার স্ত্রী আমাকে খুব উৎসাহ দিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন "যদি এত দিনই জাপানে থাকিলেন এবং এত বিষয়ই শিক্ষা করিলেন তবে আর কিছু দিন থাকিয়া আমার জন্য এমন নূতন কিছু শিখিয়া আসুন, যাহা আমাদের দেশে নাই। আমি এ দেশের স্ত্রীলোকদিগকে উহা শিখাইব।"

প্রিয়তমার এই সদভিপ্রায় জানিয়া এবং তাঁহার উৎসাহপূর্ণ বাক্যে আমি অত্যন্ত প্রীত হইলাম। এবং এ অবস্থায় কি বিষয় শিক্ষা করা উচিত তাহা নিরাকরণ করিবার জন্য পুনরায় ‘ওছাকা’তে গমন করিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ‘ওছাকা’তে গভর্ণর এবং তত্রস্থ museum

এর Director সাহেব আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন; সুতরাং পরামর্শের জন্য আমি তাঁহাদের নিকট গমন করিলাম। তাঁহারা এবং আমার অন্যান্য বন্ধুবর্গ সকলেই কৃত্রিম ফুল শিক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। বিষয়টী বেশ ভাল; উহা আমারও মনে ধরিল; সুতরাং উহাই শিখিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলাম। দেশ প্রত্যাগমন আপাততঃ আর কয়েকমাসের জন্য স্থগিত রহিল। পাঠকবর্গ এখানে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, 'আমি খরচের টাকা পাইতাম কোথায়'? আপনাদের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে যে 'খানো'ছানের বাটীতে থাকিবার সময় আমার খরচ ছিল না বলিলেও চলে; সুতরাং সেই সময়ে আমার হাতে কিছু টাকা জমিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন কয়েক মাস ব্যতীত আমি সকল সময়েই জাপানী পরিবারে অথবা ছাত্রদের বোর্ডিংএ জাপানী খাবার খাইয়া থাকিতাম বলিয়া আমার খরচ অপেক্ষাকৃত কম পড়িত। এইরূপে যাহা কিছু বাঁচিয়াছিল তাহা দ্বারা আমি আর ৩।৪ মাস জাপানে থাকিয়া 'ফুল' শিক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

অনন্তর গভর্ণর বাহাদুরের বিশেষ অনুরোধে এবং শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষগণের অনুগ্রহে আমি উচ্চ বালিকাবিদ্যালয়ে কৃত্রিম ফুল শিক্ষা করিবার জন্য প্রবেশ লাভ করিলাম। যে বিদ্যালয়ে কোনও পুরুষ লোকের প্রবেশ পর্য্যন্ত নিষেধ, শিক্ষার্থী বলিয়া আমাকে সেখানে ভর্ত্তি করায় আমার বন্ধুবর্গ, এমন কি জাপানীরা পর্য্যন্ত, বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই আমার নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টার সফলতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

আমি যথারীতি স্কুলে যাইয়া ফুল শিক্ষা করিতে লাগিলাম। এই সময়ে ফুল-প্রস্তুত-রূপ গুরুতর ব্রতে সমস্ত দিন অতিবাহিত করায় উহা শীঘ্রই শিখিয়া ফেলিলাম। বাটীতে আসিয়া শিক্ষা দিবার জন্য একজন

শিক্ষয়িত্রীও নিযুক্ত করিয়াছিলাম। চারি মাসের মধ্যে আমি ফুল শিক্ষা শেষ করি। মৎকৃত ফুল দর্শন করিয়া স্কুল কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে "ৎস্কুরিবানা নো সোচিগো" (অর্থাৎ Graduate of artificial flowers) বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

জাপানের উচ্চ রাজকর্ম্মচারী হইতে সাধারণ লোকেরা সর্ব্ব বিষয়ে আমার প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে জাপানীরা যে আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী তাহা আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নাগাহামা হাঁসপাতাল।

এইবার আমি দেশে ফিরিতে প্রস্তুত হইলাম। এমন কি যে দিন জাহাজে চড়িব তাহা পর্য্যন্ত স্থির হইয়া গেল। এই সংবাদ পাইয়া আমার পরিচিত জাপানীরা- স্ত্রী এবং পুরুষ দলে দলে আসিয়া আমাকে উৎসাহপূর্ণ বাক্যে বিদায় দিতে লাগিলেন। জাহাজ বন্দরে পৌঁছিবার তিন দিন পূর্ব্বে ইয়োকোহামা হইতে জনৈক নবাগত ভারতীয় যুবক আমাদিগকে নিম্ন লিখিত মর্ম্মে পত্র লিখিলেন,

"ভ্রাতৃগণ, আমি এইমাত্র জাপানে পৌঁছিলাম। দেশে থাকিতে অনেক দিন পূর্ব্বে আমার একবার বসন্তরোগ হইয়াছিল। তাহার দাগ আমার সর্ব্ব শরীরে আজ পর্য্যন্তও আছে। উহা দেখিয়া জাপানের quarantine Hospitalএর ডাক্তার আমাকে বসন্ত রোগী বলিয়া সন্দেহ করেন। আমাদের জাহাজের ডাক্তার সাহেব পূর্ব্বকার দাগ বলিয়া প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু

কিছুতেই কিছু হইল না। সন্দেহের বশীভূত হইয়া আমাকে বন্দরে নামিতে না দিয়া, একেবারে হাঁসপাতালে লইয়া যাইতেছেন। আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছি। এই আত্মীয়স্বজনহীন দূরদেশে আসিয়া শেষে আমি মরিতে বসিলাম! অতএব হে ভ্রাতৃগণ, এক্ষণে আপনারাই আমার একমাত্র আশা, এই বিপদে আপনারাই আমার একমাত্র বল এবং ভরসা। আমার দেশীয় ভ্রাতাগণ এখানে থাকিতেও আমি কি দুরন্ত হাঁসপাতাল কর্ম্মচারিগণের হাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিব?"

এই সময়ে ওছাকায় আর চারিজন এতদ্দেশীয় ছাত্র ছিলেন; কিন্তু তাঁহারাও নবাগত। ভাষাজ্ঞান তখনও তাঁহাদের হয় নাই; সুতরাং অগত্যা আমিই হাঁসপাতালে গমন করিলাম। হাঁসপাতাল ওছাকা হইতে অনেক দূর। রেল যোগে ইয়োকোহামা পর্য্যন্ত যাইয়া তথা হইতে কুরুমা এবং পদব্রজে তথায় যাইতে হয়।

পত্র পাইতে আমাদের এক দিন বিলম্ব হইয়াছিল। কারণ মিশ্র মহাশয় সন্দেহ প্রযুক্ত হাঁসপাতালে যাঁহাকে পাঠান হয়,—আমাদের ওছাকার ঠিকানা না জানায়, উহা কোবের জনৈক ব্যবসায়ীর (merchant) নিকট পাঠাইয়াছিলেন। কতকগুলি কার্য্য বশতঃ আমি কোবে উক্ত ব্যবসায়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। দেখিবা-মাত্র তিনি আমাকে ঐ পত্রখানি দিলেন। উহা পাঠ করিয়া আমি আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া বরাবর ওছাকায় ফিরিয়া আসিলাম। সেখানে অন্যান্য বন্ধুবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া আমারই ঐ হাঁসপাতালে যাওয়া স্থির হইল। সুতরাং দেশে আসা আপাততঃ স্থগিত রাখিতে হইল।

অনন্তর আমি সন্ধ্যার ট্রেণে রওনা হইলাম। ইয়োকোহামায় পৌঁছিতে পরদিন বেলা ৮টা বাজিয়া গেল। তাড়াতাড়ি সেখান হইতে কুরুমা আরোহণ করিয়া হাঁসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট গমন করিলাম।

সেখানে যাইয়া শুনিলাম যে রোগীদিগকে রাখিবার জন্য যে হাঁসপাতাল আছে তাহা 'নাগাহামা'য়, 'ইয়োকোহামা'য় নহে। এই 'নাগাহামা বিয়োইন্' (হাঁসপাতাল) ইয়োকোহামা হইতে অনূ্যন ৮ মাইল হইবে। নৌকাযোগে সেখানে যাইতে ৬ ঘণ্টা লাগে। ষ্টীমারগুলি ১॥ ঘণ্টায় যাইয়া থাকে। রোগীদিগকে সাধারণতঃ হাঁসপাতালের ষ্টীমারে করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। নাগাহামায় হাঁসপাতাল ব্যতীত অন্য কাহারও বাস নাই, সুতরাং সেখানে সর্ব্বদা যাতায়াতের কোনও ব্যবস্থা নাই। স্থলপথেও সেখানে যাওয়া দুঃসাধ্য। কতকদূর গিয়া 'কুরুমা' আর যায় না, কারণ সেখান হইতে পাহাড়ে উঠিতে হয়। জলপথে একাকী একখানি নৌকা ভাড়া করিলে খরচ অত্যন্ত বেশী, অথচ সময় অনেক লাগে। সুতরাং স্থলপথে যাওয়াই স্থির করিলাম। অনন্তর একখানি 'কুরুমা' যাতায়াতের ভাড়া করিয়া হাঁসপাতালাভিমুখে রওনা হইলাম। বেলা তখন সাড়ে নয়টা বাজিয়াছিল। বলা বাহুল্য বিশেষ উদ্বিগ্ন থাকায় আহারাদি কিছুই এ পর্য্যন্ত হয় নাই। সকালে ৭টার সময় খাওয়া অভ্যাস সুতরাং ক্ষুধাও যথামত লাগিয়াছিল। বেলা এগারটার সময় আমি 'নাগাহামা' পাহাড়ে পৌঁছিলাম। এখান হইতে আর 'করুমা' চলে না; সুতরাং উহা পর্ব্বতের পাদদেশে রাখিয়া কুরুমা-আ (যে ব্যক্তি কুরুমা টানে) ছান্‌কে সঙ্গে লইয়া পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখি কোথাও কোনও পথ নাই; সর্ব্বত্রই পার্ব্বতীয় গাছে পরিপূর্ণ। সেখানে যে কখনও লোক সমাগম হয় তাহা আমাদের বোধ হইল না। কি করি, কোন্ পথে যাই, ফিরাই উচিত, ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে অদূরে এক 'টেলিফোণের তার' দেখিতে পাইলাম। তখন সেইদিকে ছুটিলাম, ভাবিলাম এই তার নিশ্চয়ই হাঁসপাতালে গিয়াছে। সঙ্গের সেই কুরুমা-আ ছান্ আমার সঙ্গে দৌড়িতে দৌড়িতে পায়ে লতা জড়াইয়া

পড়িয়া গেল। আমারও গা হাত পা অক্ষত ছিল না; কিন্তু এত দুঃখের মধ্যেও হাসি আসিল!

আমরা তার-স্তম্ভ অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলাম। স্তম্ভগুলি যেমন এক একবার এক একটী পাহাড়ের শিখরদেশে উঠিয়া আবার উহার পাদদেশ দিয়া গিয়াছিল আমরাও তাহাই করিতে লাগিলাম। কয়েক বার এইরূপে পর্ব্বতারোহণ ও অবতরণ করিতে করিতে আমরা উভয়েই ক্লান্ত হইয়া পড়ায় একখণ্ড শিলার উপরে উপবেশন করিলাম। চারিদিকে বন জঙ্গল; তাহার মধ্যে আমরা দুইটী প্রাণী! বন্য পশু কিংবা বিহঙ্গমাদি কিছুই দেখিলাম না। এই বিজন বনে বৃদ্ধ কুরুমা-আটীকেই আমি একমাত্র আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু বলিয়া মনে করিতে লাগিলাম। সে যদি এই সময়ে আমার সঙ্গে না থাকিত তাহা হইলে আমি একাকী কি করিতাম তাহাই আমার মনে প্রতি মুহূর্ত্তে উদয় হইতেছিল। দশমিনিট কাল বিশ্রামান্তে আমরা পুনরায় চলিতে লাগিলাম। খানিক যাইয়া সম্মুখে এক সমতল ক্ষেত্র দেখিতে পাইলাম। উহা অতিক্রম করিয়া আর একটী পাহাড়ে উঠিয়া দেখি উহার পাদদেশে এক সুরম্য বাংলা অবস্থিত। দেখিবামাত্র আহ্লাদে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অতি আগ্রহের সহিত আমরা তথায় উপস্থিত হইলাম। সেখানে তখন কেহই ছিল না; সুতরাং অনেক ডাকাডাকি সত্ত্বেও কেহ কোনও উত্তর দিল না। ঐখানে আরও কয়েকটী বড় বড় বাড়ী দেখিতে পাইলাম; কিন্তু সকলগুলিই জনপ্রাণী শূন্য। পরে জানিতে পারিলাম, যে ঐ সমস্ত বাড়ীর এক একটীতে এক এক প্রকার সংক্রামক রোগীকে বদ্ধ করিয়া তাহাদের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

পাঁচ ছয়খানি বাড়ী ইতস্ততঃ করিয়া দেখিলাম; কিন্তু কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। তখন সমস্ত স্বপ্নময় বোধ হইতে

লাগিল। কখনও কখন ভাবিলাম উপন্যাসে নির্জ্জন বনমধ্যে যে সমস্ত সুরম্য অট্টালিকার কথা পড়িয়াছি ও শুনিয়াছি ইহা কি তাহাই হইবে ? আমি এইরূপ চিন্তা করিতেছি এমন সময়ে আমার কুরুমা-আ আমাকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিল। বুঝিলাম সে কোনও লোকের অনুসন্ধান পাইয়াছে। আমি শশব্যস্তে তাহার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলাম। সে আমাকে পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে বলিয়া একটী কক্ষে প্রবেশ করিল। সেখানে যাইয়া দেখি কয়েকজন কর্ম্মচারি খাতাপত্র লইয়া লেখাপড়া করিতেছে। হঠাৎ দেখিলে সেটী চিত্রগুপ্তের আফিস বলিয়া বোধ হয়। বড় সাহেবের যেরূপ 'ভাবগতিক' দেখিলাম তাহাতে সেইরূপ ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক।

বেলা তখন সাড়ে বার বাজিয়াছিল। একে রাত্রি জাগরণ তদুপরি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত এবং ক্লান্ত হওয়ায় আমার চেহারাও সেই সময় যমদূতের ন্যায় হইয়াছিল সন্দেহ নাই। এই কারণেই বোধ হয় আমি সেই 'যমপুরী'তে প্রবেশাধিকার পাইয়াছিলাম। বড় সাহেবের সহিত আলাপ হইল। তিনি আমার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনি এখানে আসিয়া ভাল করেন নাই ; কারণ এখানে সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্থ লোকদিগকে চিকিৎসা করা হয়, পাছে এই সমস্ত রোগের বীজ সহরে প্রবেশ করে এই ভয়ে আমরা এতদূরে বন জঙ্গলের মধ্যে হাঁসপাতাল করিয়াছি। এবং এই জন্যই আমরা এখানে গমনাগমনের রাস্তা করি নাই। অতএব আশা করি, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক অবিলম্বে ফিরিয়া যাইবেন।"

সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট সাহেবের কথা শুনিয়া আমি অবাক্। অতঃপর আমি তাঁহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বলায় তিনি একবার মাত্র মিঃ মিশ্রের সহিত আমার সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি দিলেন এবং ডাক্তার সাহেবকে আমায় সঙ্গে করিয়া রোগীর নিকটে যাইতে

বলিলেন। রোগীর—মিঃ মিশ্র নীরোগ হইলেও জাপানী ডাক্তারের সন্দেহ হওয়ায় তাঁহাকে প্রকৃত বসন্তাক্রান্ত রোগী বলিয়া সংবাদ পত্রাদিতে প্রকাশিত করা হইয়াছিল—কক্ষে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আমার কাপড় চোপড় Disinfect করিয়া ডাক্তারখানা হইতে আমাকে একখানি শ্বেতাবরণী দিলেন। আমি উহা পরিধান করিয়া ডাক্তার সাহেবের অনুগমন করিলাম। মিঃ মিশ্রের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি তিনি একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্র পড়িতেছেন। তিনি আমাকে দেখিয়াই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

'কেমন আছেন' জিজ্ঞাসা করায় তিনি লজ্জাবনত মুখে অধোদিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন আমি বুঝিলাম যে সাধারণতঃ জাপানী হাঁসপাতালের যেরূপ বন্দোবস্ত এখানেও তাহার অনুষ্ঠানের ক্রটী হয় নাই। পাঠকবর্গের বোধ হয় 'খাংগোফু'র (nurses বা compounder) কথা স্মরণ থাকিতে পারে। মিঃ মিশ্রের সেবা শুশ্রূষার জন্য সেইরূপ কয়েকজন আনন্দময়ী যুবতীকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। জাপানের হাঁসপাতালসমূহে যুবতী 'খাংগোফু' রোগীর শুশ্রূষার জন্য রাখা হয়। ইহারা নাকি রোগীর মন স্ফূর্ত্তিতে রাখায় রোগ শীঘ্র আরোগ্য হয়।

কিছুক্ষণ পরে মিশ্র মহাশয় যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া আমাকে সমস্ত ঘটনা আমূল বর্ণনা করিয়া শুনাইলেন। তিনি বলিলেন "Quarantine Hospital গুলিকে লোকে যমালয় অপেক্ষাও ভয় করে; কারণ সেখানে যে সমস্ত লোক যায় তাহারা নাকি আর ফিরে না। আমি ভাবিয়াছিলাম, এখানকার ব্যবস্থাও সেইরূপ। সুতরাং ভীত হইয়া আপনাদিগকে জানাইয়াছিলাম। এক্ষণে দেখিতেছি বৃথা আপনাদিগকে উদ্বিগ্ন করিয়াছি। যাহা হউক আপনাকে দেখিয়া আমি বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম।"

আমি বলিলাম, "আমরা আপনার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হই নাই; কারণ এখানকার হাঁসপাতালের ব্যবস্থা আমরা পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছি। এখানকার হাঁসপাতাল এমনই যায়গা যে অনেক নিরোগীরও রোগী সাজিয়া সেখানে যাইতে ইচ্ছা করে।" ইহা শুনিয়া মিশ্র মহাশয় আবারও হাসিলেন এবং বৃথা আমাকে কষ্ট দিয়াছেন বলিয়া আমার নিকটে মাপ চাহিলেন। অনন্তর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি খাইয়া থাকেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "ভাত, রুটী এবং দুগ্ধ খাইয়া থাকি। স্নানাদি কয়েকদিন বন্ধ। এতদ্ব্যতীত আমাকে ঘর হইতে বাহির হইতেও দেওয়া হয় না। এবং সর্ব্বদা শুইয়া থাকিতে হয়। নীরোগ শরীরে দিবারাত্র শয়ন করা যে যন্ত্রণা আমি তাহাই ভোগ করিতেছি। আমার আর কোনও আক্ষেপের বিষয় নাই। 'খাংগোফু'গণ বিশেষ দয়ালু। তাঁহারা আমাকে যেরূপ যত্ন করিতেছেন, তাহা বোধ হয় বাটীতেও পাইতাম কি না সন্দেহ।"

মিঃ মিশ্রের সহিত এইরূপ আলাপ করিয়া 'খাংগোফু'ছান্‌কে তাঁহার অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ দিয়া আমি সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। বাহিরে আসিয়া পুনরায় কাপড় চোপড় disinfect করিয়া ডাক্তার সাহেবের সমভিব্যহারে আফিসে ফিরিয়া আসিলাম। আমি super-intendent সাহেবকে বলিলাম, "মহাশয়, আমার বন্ধু মিশ্রছানের কোনও অসুখ নাই, ইহাঁকে ছাড়িয়া দিবেন কি?"

তিনি উত্তর করিলেন, "ঐ সমস্ত সংক্রামক ব্যাধির রোগীদিগকে আমরা একমাসের পুর্ব্বে ছাড়িতে পারিব না। কারণ উহা আমাদের হাঁসপাতালের নিয়ম বিরুদ্ধ।"

আমি বলিলাম, "যে নিয়ম প্রকৃত রোগীর জন্য, সন্দেহজনক রোগীর জন্য সে ব্যবস্থা খাটিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত মিঃ মিশ্রের কোনও রোগ নাই। ইহা জাহাজের ডাক্তার বিশেষ ভাবে পরীক্ষা

করিয়া বলিয়াছিলেন। তবে বহু বৎসর পূর্ব্বে ইঁহার বসন্ত রোগ হইয়াছিল বটে ; কিন্তু সেই জন্য উঁহাকে এখনও বন্ধ করিয়া রাখা কি উচিত ? আরও দেখুন, উঁহার যদি বাস্তবিকই ঐরূপ কোনও রোগ হইত তাহা হইলে আমি ওছাকা হইতে এত কষ্টস্বীকার করিয়া এ পর্য্যন্ত আসিতাম না ; কারণ আমি জানি যে এই হাঁসপাতালে নীরোগীকে আসিতে দেওয়া হয় না। বিনা কারণে বদ্ধ করা হইয়াছে বলিয়া আমি এই সপ্তাহে দেশ প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিয়া আপনাদিগকে প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া উঁহাকে খালাস করিতে আসিয়াছি। মিশ্রছান্ আপনাদের ভাষা জানেন না, সুতরাং তিনি আপনাদিগকে প্রকৃত অবস্থা বুঝাইতে পারেন নাই।"

তখন superintendent সাহেব ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আপনি আজ ফিরিয়া যাউন ; আমি এ বিষয় কর্ত্তৃপক্ষদিগকে জানাইয়া যাহা বিহিত হয় করিব। তবে যতদূর বুঝিতেছি তাহাতে অন্ততঃ দুই সপ্তাহ রোগীকে এখানে বাস করিতে হইবে। ইহার পূর্ব্বে কাহাকেও হাঁসপাতালের বাহিরে যাইতে দেওয়া হয় না।"

আমি বলিলাম, "যাহা হউক আপনি আমার কথা উল্লেখ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষদিগকে জানাইবেন এবং রোগীকে এক পক্ষান্তে ছাড়িয়া দিবেন শুনিয়া আমি যৎপরোনাস্তি সুখী হইলাম। আপনি আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।"

অনন্তর কর্ম্মচারিবর্গের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমরা ফিরিয়া আসিলাম। তখন বেলা দেড়টা বাজিয়াছিল। ইয়োকোহামায় ফিরিয়া আসিতে প্রায় সাড়ে তিনটা বাজিয়া গেল। এবার খুব তাড়াতাড়ি আসিয়াছিলাম, কারণ পথটী নিম্নমুখী। ইয়োকোহামায় পৌঁছিয়া এক ভারতীয় সওদাগরের বাসায় উঠিলাম। সেখান হইতে কিছু জলযোগ করিয়া তোকিও গমন করিলাম। এইখানে মিশ্রছানের

জাপানের রণতরী।
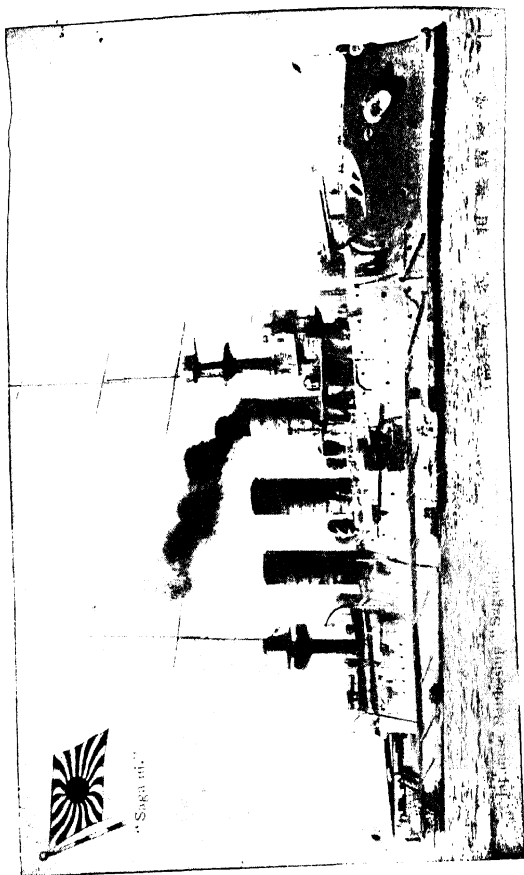
মুক্তি পাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া পরে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ওঁছা-কাতে ফিরিয়া গেলাম। যমদ্বার হইতে ফিরিয়া আসিলেন বলিয়া তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধুগণ তাঁহাকে অতি সমাদরে গ্রহণ করিলেন, আমিও চরিতার্থ হইলাম।

অতঃপর ইঁহাকে এক Enamelling Factoryতে প্রবেশ করা-ইয়া আমি নিষ্কৃতি লাভ করিলাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

নৌপ্রদর্শনী।

ইহার কতিপয় দিবস পরে কোবে বন্দরে Naval review (রণপোতপ্রদর্শনী) হয়। এতদুপলক্ষে মিকাদো হইতে আরম্ভ করিয়া এড্‌মিরাল তোগো, প্রিন্স ইতো, মার্‌শাল্ ওয়ামা, মারকুইস্ ইনোউয়ে প্রভৃতি জাপানের সমস্ত কৃতী মহাপুরুষগণ কোবে সমবেত হন। কোনও পরিচিত উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারী অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একখানি পাশ (pass-ticket) দিয়াছিলেন। এই সুযোগে আমি সেই পুণ্যাত্মা মহাপুরুষদিগকে দর্শন করিয়া পরম চরিতার্থ হই।

আমি অনেকবার 'ওতেন্‌শি ছামা'কে (সম্রাট্ মহোদয়কে) দেখি-য়াছি, কিন্তু একবারও তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদের কোনও আড়ম্বর দেখি নাই। বস্তুতঃ বহুলোকাকীর্ণ যায়গায় পোষাক দেখিয়া তাঁহাকে চিনিয়া বাহির করা সুকঠিন। তাঁহার বাহিরের চা'লচলনও তদনুরূপ। সাম্রাজ্য পরিদর্শনে বাহির হইয়া তিনি সাধারণ লোকের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া থাকেন। শরীররক্ষক প্রায়শঃ তাঁহার সহিত কেহই থাকেন না। তাঁহার প্রতি প্রজাপুঞ্জের অটল ভক্তিই ইহার একমাত্র কারণ। তিনি কিরূপ সদাশয় এবং নিরহঙ্কারী তাহা নিম্নে বর্ণিত

ঘটনা হইতে সহজেই অনুমিত হয়। গত Naval Reviewএর পূর্ব্বে তিনি Review of Land Armies দেখিবার জন্য 'নারা' নামক জাপানের প্রসিদ্ধ স্থানে কতিপয় দিবস বাস করেন। একদা সেখানে তিনি একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় (Primary School) পরিদর্শন করিতে গমন করেন। স্কুলটী দেখিতে দেখিতে তাঁহার আহারের সময় হওরায় পারিষদবর্গ তাঁহাকে শিবিরে ফিরিয়া আহার করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া সেই পাঠশালাতে বসিয়াই মাধ্যাহ্নিক ভোজন শেষ করিলেন। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার এই অমায়িক এবং উদারোচিত ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বাষ্প-গদগদ-কণ্ঠে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ দিলেন। অনন্তর প্রত্যেক শিক্ষক এবং শিক্ষয়িত্রীকে মধুর আলাপে আপ্যায়িত করিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। জানি না সমগ্র জগৎ অনুসন্ধান করিলেও তাঁহার সমকক্ষ অন্য কোনও নৃপতিকে এরূপ আচরণ করিতে দেখা যায় কি না!

এই গেল জাপানের সম্রাটের কথা। এখন দেখুন মহাবীর এড্-মিরাল তোগো কিরূপ লোক। ইঁহাকেও আমি অনেকবার জনাকীর্ণ রাস্তায় বাহির হইতে দেখিয়াছি; কিন্তু কখনও তাঁহাকে রণজয়ী গর্ব্বিত সৈনাপতির ন্যায় বুক টান্ করিয়া হাঁটিতে দেখি নাই। তিনি রাস্তায় বাহির হইলেই রাস্তার উভয়পার্শ্বস্থ লোকে যখন 'বান্‌জাই' (National War-cry) বলিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন, তখন তিনি অবনত মস্তকে অধোদিকে চাহিয়া থাকেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন তিনি সর্ব্বসাধারণের দত্তসম্মানের ভরে নত হইয়া পড়িয়াছেন। অহঙ্কার, তুমি এমন সৎপাত্রকে স্বায়ত্তে আনিতে পারিতেছ না? তোমার যত শক্তি তাহা বুঝি আমাদের উপরই ফলাইতেছ?

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বিদায় গ্রহণ।

Naval Review শেষ হইবার চারিদিন পরে আমার সমস্ত পরিচিত এবং হিতৈষী জাপানীদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমি স্বদেশ যাত্রা করি। তাঁহাদিগের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া এতদিন পরে বাটিতে আসিতেও আমার কষ্টবোধ হইতেছিল। জাহাজে চড়িবার পূর্ব্বে অনেকেই আমাকে বিদায় ভোজ দিয়া একত্রে ফটো লন। এবং জাহাজে উঠিবার দিন তাঁহারা নানাপ্রকার উপঢৌকনাদি লইয়া কোবে পর্য্যন্ত আসিয়া আমাকে বিদায় দিয়া যান। তাঁহারা যখন আমাদের জাহাজ হইতে নামিয়া ষ্টীমারযোগে তীরে ফিরিয়া গেলেন এবং আমাদের জাহাজ নোঙ্গর উঠাইবার ভোঁ দিতে লাগিল, তখন আমার সমুদয় হৃদয়-তন্ত্রী যেন এককালে ছিঁড়িবার উপক্রম হইল। জাপানে যাইয়া অবধি. কখন কোনও কারণবশতঃ অশ্রুমোচন না করিলেও জাপান হইতে বিদায় গ্রহণ কালে না কাঁদিয়া থাকিতে পারি-নাই। যে দিন আমি উরাইয়ামা ছানের বাটী হইতে বিদায় লই, সে দিন তাঁহার কন্যাদ্বয় এবং পুত্রটী আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া যে সমস্ত হৃদয়স্পর্শী করুণোক্তি করিয়াছিল তাহা আমি ইহজন্মেও ভুলিতে পারিব না। ছোট কন্যাটী—যাহাকে আমি শাশিন্ বলিয়া আদর করিতাম—আমার কোল অধিকার করিয়া বসিল এবং আস্তে আস্তে আমার চিবুক ধরিয়া সজলনয়নে বলিতে লাগিল, "ঘোষ ছান্, আপনি বাড়ী গেলে কাল আর এখানে আসিতে পারিবেন না?" আমি যখন বলিলাম যে আমার বাড়ী অনেক দূর, ইচ্ছা করিলেই আসা যায় না; তখন সে তাহার মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, "মা, মা, চল, তুমি ও আমি ঘোষ ছানের সঙ্গে যাই"। পুত্রটী—যাহার আদুরে

নাম' আমি শিন্রুই রাখিয়াছিলাম—এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল, সে বলিল, "আমি বড় হইয়া আপনাকে নিশ্চয়ই দেখিতে যাইব। তখন আপনি আমাকে চিনিতে পারিবেন তো?" আমি উত্তর করিলাম, "কেহ কি কখনও নিজের শিন্রুই কে (কুটুম্ব) ভুলিতে পারে?" ইহা শুনিয়া সে হাসিয়া মাতৃ-সন্নিধানে দৌড় মারিল। তখন বড় কন্যাটী —যাহার আদুরে নাম ছেন্ছে—আমার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল এবং বলিল, "বলুন, আপনি পুনর্ব্বার এখানে আসিবেন কি না? এবার ওক্ছান্কে সঙ্গে না আনিলে ছাড়িব না"।

তাহাদের যাহাকে যে উত্তর দেওয়া উচিত মনে করিলাম, তাহা দিলাম, পরে সেই বাটীস্থ আর আর সকলের নিকট হইতে যথারীতি বিদায় পাইয়া তথা হইতে বাহির হইলাম। বালক-বালিকারা আমার সঙ্গে সঙ্গে অনেকদুর আসিয়া বারংবার আমাকে পুনরায় তাহাদের বাটীতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। অতিকষ্টে তাহাদিগকে গৃহে প্রত্যাগমনের মত করাইয়া আমি বাসায় ফিরিতেছিলাম, খানিক দুর আসিয়া দেখি তাহারা তিনজনই সজল নয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। তাহাদের ঐরূপ ভাব দেখিয়া আমি আর তিষ্ঠিতে পারিলাম না। অগত্যা আবার তাহাদের নিকট যাইয়া দুই হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক তাহাদিগকে এক সঙ্গে জড়াইয়া ধরিলাম; দেখিলাম বালিকা দুটীরই চক্ষু ছল্ ছল্ করিতেছে; কিন্তু বালকটীর কোনও রূপান্তর হয় নাই। সে হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিল, "আমি কাল বাবার সহিত আপনাকে জাহাজে চড়াইবার জন্য কোবে যাইব।"

যাহা হউক, অতি কষ্টে তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ফিরিয়া আসিলাম বটে, কিন্তু মায়া রাক্ষসী আমাকে একেবারে পাইয়া বসিল। আমি শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া নির্জ্জনে বসিয়া অশ্রুমোচন

করিলাম এবং হৃদয়ের বেগ একটু উপশমিত হইলে অন্যান্য পরিচিত ব্যক্তিদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হইলাম।

নির্দ্দিষ্ট দিনে অঙ্গীকার মত শিন্‌রুই তাহার পিতার সহিত আমাকে জাহাজে চড়াইবার জন্য কোবে পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। তাহার হস্তে কতকগুলি সচিত্র পোষ্টকার্ড ছিল। সেগুলি তাহার ভগ্নিদ্বয় আমাকে দিবার জন্য পাঠাইয়াছিল। সে ঐগুলি আমার হাতে দিয়া বলিল, "ঘোষ ছান্‌ আপনার ছেন্‌ছে ও শাশিন্‌ এই ছবিগুলি আপনাকে দিয়াছে। উহা দেখিলেই নাকি তাহাদের কথা আপনার মনে হইবে। আমি আপনার জন্য এই পুরাকালীন 'সামুরাই'এর প্রতিমূর্ত্তিখানি আনিয়াছি। ইঁহার বীরত্ব কাহিনী আপনি অনেকবার আমার মুখে শুনিয়াছেন। ইহাঁরই নাম 'কুছুনুকি মাছা শিঙ্গে'।

জাহাজ যখন সমুদ্রবক্ষে ভাসিয়া উঠিল, তখন আমার নিকট জগৎ শূন্যময় বোধ হইতে লাগিল। জাপান-প্রবাস যেন অনেক অতীত-কালের কথা বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ফিরিবার পথে।

যে দিন কোবে বন্দর ছাড়িলাম সে দিন বেশ পরিষ্কার ছিল। পর-দিন সকালে 'মোজি'তে পৌঁছিলাম। এখানে আসিয়া প্রথম দিবস বেশ ভালই কাটিয়া গেল; কিন্তু দ্বিতীয় দিন হইতে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। তৃতীয় দিবস জাহাজ ছাড়িবার সময় প্রবলবেগে ঝড় হওয়ায় কাপ্তেন্‌ সাহেব এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন; কারণ ঝঞ্ঝাবাতের সময় সমুদ্র মধ্যস্থিত জাহাজাপেক্ষা তীরস্থ

জাহাজের বিপদাশঙ্কা বেশী। সমুদ্রমধ্যে জাহাজ গতিশীল হওয়ায় ঝড় শীঘ্র উহার কোনও অনিষ্ট করিতে পারে না; কিন্তু নোঙ্গর অবস্থায় অনেক জাহাজকেই বিধ্বস্ত হইতে দেখা যায়। জাহাজ যখন তীরে অবস্থান করে তখন উহার কল-কারখানা সমুদয় বন্ধ থাকে; সুতরাং ঝড় হইয়া কোনওক্রমে নোঙ্গর ছিঁড়িলে আর জাহাজ রক্ষা করা দায়।

যাহা হউক, আমাদের কাপ্তেন্ সাহেব বিচক্ষণ অভিজ্ঞ লোক ছিলেন। তিনি ঝড়ের বেগ আরও বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া জাহাজ বন্দর হইতে ছাড়িয়া দিলেন। ঝড়ের জন্য অনেক যাত্রী জাহাজে চড়িতে পারিল না।

এইবার আমি জাপানকে 'ছা'য়োনারা' (good-bye) করিলাম। চিন্তাকুল মনে মেঘাচ্ছন্ন বৃষ্টিময় দিনে আমি জাপানের শেষ বন্দর পরিত্যাগ করিলাম। পাঠকবর্গের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে যে যাইবার সময় জাহাজ হইতে যে দিন আমরা প্রথম জাপান দর্শন করি সে দিন অতি পরিষ্কার ছিল। সুতরাং আমি মনে ভাবিলাম, আসিবার সময় যে জাপান আমাদিগকে হাসিতে হাসিতে অভ্যর্থনা করিয়াছিল, আজ বহু দিন পরে তাহাকে পরিত্যাগ করায় দুঃখিত অন্তঃকরণে সে আমাকে বিদায় দিতেছিল।

জাপান সাগর অতিক্রম করিয়া জাহাজ যখন চীন সাগরে পতিত হইল তখন ঝড় কিংবা বৃষ্টি কিছুই ছিল না। সুতরাং যাইবার সময় যে চীনসাগরে জাহাজ ডুবুডুবু হইয়াছিল, এবার সেখানে বেশ [illegible] ভাবেই কাটিতে লাগিল। হংকং বন্দর পৌঁছাবধি বিশেষ কোনও কষ্ট হয় নাই। পথের বিবরণ পাঠকবর্গ পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছেন, সুতরাং হংকং, সিঙ্গাপুর, পেনাও ইত্যাদি বন্দরের সম্বন্ধে আর কিছু বলা আবশ্যক করে না। তবে পথিমধ্যে যে দুই একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার একটু আভাস এস্থলে দিব।

চীনাম্যান অপরাধীর রাজদণ্ড।

Printed by K. V. Seyne & Bros.

চীনবাসী।

জাহাজ হংকং বন্দর ছাড়িবার পূর্ব্বে অনেকগুলি ভারতীয় আরোহী তথা হইতে আমাদের জাহাজে চড়িলেন। ইহাঁদের মধ্যে অধিকাংশই পশ্চিম দেশীয় মুসলমান। ইহাদের মধ্যে একজন কাশ্মীরী শাল বিক্রেতার সহিত আমার বিশেষ পরিচয় হয়। তিনি প্রায় দুই বৎসর কাল চীন দেশের অভ্যন্তরে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে চীনাম্যানদের সম্বন্ধে যাহা কিছু শুনিয়াছিলাম তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।

তিনি বলেন যে চীনের রাজপথ গুলি অতি অপ্রশস্ত এবং দুর্গন্ধময়। রাস্তার উভয় পার্শ্বে অতি ঘন বসতি হওয়ায় তথায় সূর্য্যদেবের গতিবিধি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চীনাম্যানেরা যেমন অপরিষ্কার তাহাদের গৃহগুলিও তদনুরূপ নোংরা। তাহারা না খায় এমন অখাদ্যই নাই। বাজারে বাহির হইলে কত যে রসনার পরিতৃপ্তিকর আস্ত আস্ত ইন্দুর, আরসোলা ইত্যাদি ঝুলানো কিংবা বোতলে রক্ষিত (preserved) অবস্থায় দৃষ্ট হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। পাঠকবর্গ মনে করিবেন না যে জাপানী রন্ধন খাই বলিয়া আমার মুখে ঐ সমস্তও অতি উপাদেয় হইবে। যিনি আমাকে চীনসম্বন্ধে বলিয়াছেন তিনি এক দিন উল্লিখিত আহার্য্য বস্তু আস্বাদন করিতে গিয়া এত পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন যে তাঁহার উদরে একটী অন্নও অবশিষ্ট ছিল না। সুস্বাদু খাবারকে পাকস্থলিতে যথেষ্ট স্থান দিবার জন্য, পূর্ব্ব ভুক্ত সমস্ত জিনিষ স্বতঃ বাহির হইয়া আসিয়াছিল।

যেরূপ শুনিলাম তাহাতে বোধ হয় চীনবাসিদের সামাজিক নিয়মাবলী রাজবিধান দ্বারা অধিকাংশ স্থলেই পরিচালিত হয়। কোনও গৃহস্থ রমণী দ্বিচারিণী হইলে তাহাকে যে শাস্তি দেওয়া হয় তাহা লিখিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। ঐরূপ স্ত্রীলোকের হস্ত পদ বদ্ধ

করিয়া রাজ পথের চৌমাথায় বসাইয়া রাখা হয়। তাহার নিকট সর্ব্বদাই একজন প্রহরী থাকে। যে ব্যক্তি সেই পথ দিয়া যাইবে তাহাকেই সেই রমণীর স্তনযুগল হইতে একটুকু করিয়া মাংস কর্ত্তন করিতে হইবে। নচেৎ উক্ত প্রহরী তাহার বিরুদ্ধে রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য অভিযোগ আনয়ন করে। বেচারা পথিককে কোন্ অপরাধে দণ্ডবিধির কোন্ আইনানুসারে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে তাহা আইন ব্যবসায়ীগণ বলিয়া দিবেন কি? আমার ত সোজা বুদ্ধিতে উহা কুলায় না!

চৌর্য্য ইত্যাদির দণ্ড ও যে গুরুতর তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই শ্রেণীর অপরাধিগণেরও হস্ত পদ কাষ্ঠ ফলকে বদ্ধ করিয়া রাস্তায় বসাইয়া রাখা হয় এবং একখণ্ড কাষ্ঠে উহাদের অপরাধ ও দণ্ডের আমূল বৃত্তান্ত লিখিয়া গলায় ঝুলাইয়া দেওয়া হয়।

হত্যাকারীদিগের দণ্ড প্রথা বর্ব্বরোচিত। অপরাধীকে সাধারণ বেদীর সম্মুখে রাস্তার উপর শিরশ্ছেদন করা হয়।

চীনবাসীরা না করে এমন নেশা নাকি জগতে নাই; তবে ইহারা আফিঙেরই বিশেষ পক্ষপাতী। এই দোষটী শীঘ্রই অপনোদিত হইবে বলিয়া আশা হয়; কারণ অতি অল্প দিন হইতে রাজবিধান দ্বারা সমানে উহার প্রচলন বন্ধ করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

চীনবাসিদের আর একটী মহৎ দোষ এই যে তাহারা সমস্ত বিদেশীয় লোকদিগকে অতি বিদ্বেষপূর্ণ চক্ষে দেখে। চীন দেশের অভ্যন্তরে গমন করা অতি দুসাধ্য ব্যাপার। সাহস এবং অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া যে বিদেশী চীনের অভ্যন্তরিণ পল্লী দর্শনার্থে গমন করেন তাঁহাকে নাকি আর ফিরিতে হয় না।

এতগুলি দোষ থাকিলেও চীনবাসিরা অন্যান্য এশিয়াবাসি অপেক্ষা ব্যবসায়ী জাতি। ইহারা ব্যবসা বাণিজ্যে নাকি প্রতারণা করিতে প্রয়াস পায় না। এটী অতি বাঞ্ছনীয় গুণ বটে।

চীন জাপানের যেরূপ সন্নিহিত, এবং বর্ত্তমান চীন গভর্ণমেণ্ট যেরূপ যুবকবৃন্দকে শিক্ষার্থে জগতের সমস্ত উন্নত দেশে প্রেরণ করিতেছেন, তাহাতে খুবই আশা করা যায় যে অচিরে চীনদেশও সভ্য জগতে উপযুক্ত স্থান প্রাপ্ত হইবে। কবিবর হেমচন্দ্র জাপানকে অসভ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু আর কতিপয় বৎসর জীবিত থাকিলে তিনি স্বহস্তেই 'অসভ্য' স্থানে 'সুসভ্য' লিখিয়া যাইতেন। আমি আজ যে চীনকে অসভ্য বর্ব্বর ইত্যাদি বলিলাম; ইহা আমার জীবিতাবস্থাতেই পরিবর্ত্তন করিয়া সুসভ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া যাইব ইহা আমার ধ্রুব বিশ্বাস।

এবার আমাদের জাহাজ তিন দিন হংকং বন্দরে ছিল। চতুর্থ দিবসে জাহাজ বন্দর হইতে ছাড়া হইল। হংকং হইতে অনেকগুলি চীনাম্যান যাত্রীও আমাদের জাহাজে উঠিয়াছিল। ইহারা সকলেই দরিদ্র; সুতরাং কেহই প্রথম কিংবা দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিল না। তৃতীয় শ্রেণীর যায়গা জাহাজের হোল্ডের (Ship hold) ভিতর। সেখানে বায়ু সঞ্চারিত হয় না; সূর্য্যের রশ্মিও কদাচ প্রবেশ করে। এরূপ স্থলে বহুলোক একত্রে থাকিলে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছিল। হংকং ছাড়িবার পর দিন হইতে প্রায় প্রত্যহ ২।৩টী করিয়া যাত্রী মরিতে লাগিল। এবং তাহাদিগকে একে একে অনন্ত সাগরে সমাধি দেওয়া হইতে লাগিল। বিস্ময়ের বিষয় এই যে জাহাজে শত শত চীনবাসী থাকিতেও স্বজাতীয়ের মৃত দেহের উপযুক্ত সৎকার কেহই করিত না; সুতরাং জাহাজের খালাসীরাই তাহার আত্মীয় স্বজনের কর্ত্তব্য কাজ শেষ করিত! এতদ্দেশীয় মুসলমান যাত্রীদের মধ্যেও একজন মরিয়াছিল; কিন্তু তাহার যথাবিধি সৎকার জাহাজের অন্যান্য সকল মুসলমান সমবেত হইয়া করিয়াছিলেন। মুসলমানদিগের এই গুণটী বড়ই প্রশংসনীয়।

চীন সাগর কদাচ শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। ঝড় বৃষ্টির সময় উহা কিরূপ ভীষণ হয় তাহা আমরা জাপান যাইবার সময় দেখিয়াছিলাম। আসিবার সময় দিন বেশ পরিষ্কার থাকায় সমুদ্র অপেক্ষাকৃত ভালই ছিল; কিন্তু তত্রাচ তরঙ্গমালার এক একটী অন্ততঃ দোতালা সমান উঁচু হইয়া আমাদের জাহাজকে সজোরে আঘাত করিতেছিল। দেখিয়া বোধ হইতেছিল যেন স্থির সমুদ্রকে অবজ্ঞা করায় ক্রোধান্বিত হইয়া তরঙ্গমালা জাহাজকে ধাক্কা দিতেছিল।

জাহাজ চীনসাগরে পড়িয়া অবধি এরূপ ভাবে দুলিতে থাকিত যে আমরা কেহই সোজা ভাবে হাঁটিতে পারিতাম না। অতিরিক্ত সুরা পান করিলে মাতালেরা রাস্তা দিয়া যে ভাবে চলে আমরাও সেই ভাবে চলিতাম। মাতালেরা রাস্তায় প্রায়শঃ কাহারও সহিত ঠুলাঠুলি খায় না, কারণ অন্যান্য সকলে সতর্ক হইয়া পথে চলিয়া থাকে। কিন্তু আমরা পরস্পর সময়ে সময়ে ধাক্কা ধাক্কি করিতাম। জাহাজের কোন্ দিক্ হইতে কে কখন দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া কাহার গায়ে পড়িত তাহা বুঝা যাইত না; সুতরাং কেহই সতর্ক হইতে পারিতাম না।

আমরা যে জাহাজে জাপান গিয়াছিলাম তাহা একখানি প্রকাণ্ড মাল জাহাজ হওয়ায় কখনও এরূপভাবে দোলে নাই। সুতরাং এ মজাটী তখন হয় নাই!

সে যাহা হউক, চীনসাগরে পড়িয়া চীনাম্যান যাত্রিদের দুর্দ্দশা হয়, নাবিকদিগের মুখে তাহা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। শুনিলাম কোন কোন যাত্রায় একসঙ্গে বার তেরশত যাত্রী (Ship hold) তৃতীয় শ্রেণীতে গমনাগমন করে। আমাদের সঙ্গে বেশী যাত্রী ছিল না; সে সময়ে চীনদেশে একটী উৎসব ছিল। সুতরাং এবার বেশী লোক মরেও নাই। খালাসীরা যেরূপ বলিল তাহাতে

নাকি হংকং হইতে সিঙ্গাপুরের মধ্যে প্রায় প্রতি জাহাজে একশত দেড়-শত লোক মারা যায়। Ship holdএ বন্ধ হইয়া থাকায় বিশুদ্ধ বায়ুর অভাবে তাহারা মরিয়া থাকে। ইহা জানিয়াও যে কেন এত যাত্রী এক সঙ্গে একই জাহাজে আরোহণ করে তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ের কি প্রতিবিধান করিতেছেন?

জাহাজে কলেরা।

জাহাজ সিঙ্গাপুর হইতে ছাড়িবার দিন সকাল বেলা একজন খালাসীর কলেরা হয়। আমার ক্যাবিনের ভৃত্য (boy) আসিয়া আমাকে এই সংবাদ দিল। তখন বেলা বারটা বাজিয়াছিল। ডাক্তার বাবু ও আমি আলাপ করিতেছিলাম। ডাক্তার বাবুকে সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে রোগীর আর বাঁচিবার কোনই আশা নাই। সে ঔষধ পর্য্যন্ত খাইতে পারে না।

রোগীটী হিন্দুস্থানী মুসলমান। তাহার বয়স অনুমান ৫০ বৎসর হইবে। জাহাজে বৃদ্ধের আরও দুইজন আত্মীয় খালাসী ছিল। তাহারা বৃদ্ধের এই অসময়ে শুশ্রূষা করা দূরে থাকুক তাহার নিকট যাইতেও অস্বীকার করিল। তাহাদিগকে অনেক বুঝাইবার পর লোকলজ্জার খাতিরে তাহারা বৃদ্ধের নিকট যাইতে স্বীকৃত হইল; কিন্তু সেবা শুশ্রূষা করা দূরে থাকুক তাহাকে স্পর্শও করিল না। পর্য্যায়ক্রমে দুইজনে তাহার নিকট বসিয়া কিংবা শুইয়া থাকিত, কিন্তু রোগীকে ঔষধ খাওয়ান কি জলটুকু পর্য্যন্ত মুখে দেওয়া তাহাদের দ্বারা হইত না। আমাদের ক্যাবিন্ 'বয়'এর মুখে এই সমস্ত শুনিয়া আমি যখন উক্ত রোগীকে দেখিতে যাই, তখন তাহার যে অবস্থা দেখিলাম তাহা অত্যন্ত মর্ম্মভেদী। জাহাজের পশ্চাদ্দিকস্থ ডেকের উপর তাহার জন্য একটুকু স্থান ক্যানভাস্ দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছিল। জাহাজে হাঁসপাতাল

থাকিতেও কর্ত্তৃপক্ষ এই বেচারাকে কেন সেখানে স্থান দেন নাই তাহা তাঁহারাই জানেন।

উক্ত ডেকের উপর যে সমস্ত যাত্রী ছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই ভারতবাসী। এখানে পূর্ব্বোক্ত পশ্চিম অঞ্চলের মুসলমানগণ ব্যতীত আট নয় জন শিখ যাত্রীও ছিলেন। এই শিখ যুবকগণ শিক্ষিত না হইলেও ইঁহারা আমেরিকায় যাইয়া শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা প্রভূত ধন সঞ্চয় করিয়া দেশে ফিরিতেছিলেন। ইঁহারা অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু এবং ধর্ম্মভীরু। সাত আট বৎসর আমেরিকায় বাস করিলেও ইঁহারা হিন্দুর অখাদ্য কোনও দ্রব্য আহার করেন নাই। প্রত্যেকে দশ পনর হাজার টাকা উপার্জ্জন করিলেও ইঁহাদের কাহারও বিলাসিতা কিছুমাত্র ছিল না। জাহাজের উপর ইঁহারা স্বহস্তেই পাক করিয়া আহার করিতেন। জাহাজের ধন রক্ষকের (purser) নিকট ইঁহাদের সঞ্চিত অর্থ সমস্তই গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। সুতরাং সাহেব অর্থাধিক্য দেখিয়া তৃতীয় শ্রেণীর আরোহী হইলেও অনুগ্রহপূর্ব্বক ইঁহাদিগকে ভাল স্থানই দিয়াছিলেন।

কলেরা রোগাক্রান্ত খালাসীকে পূর্ব্বোক্ত যাত্রিদিগের মধ্যে রাখায় তাঁহারা সকলে ভীত হইয়া কাপ্তেন সাহেবকে উহার প্রতীকারের জন্য আবেদন করিলেন ; কিন্তু তিনি তাঁহাদের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া নিম্নস্থ কর্ম্মচারীদিগের কার্য্যই সমর্থন করিলেন। যাত্রিদের মধ্যে কয়েকজন আমাকে এ সংবাদও যথা সময়ে দিয়াছিলেন। অনন্তর আমি রোগীকে জাহাজের হাঁসপাতালে পাঠাইবার জন্য ডাক্তার সাহেবকে বলিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার এ চেষ্টা নিষ্ফল হইল। তখন আমি রোগীকে উত্তমরূপে পরিষ্কার করাইয়া তাহার বস্ত্রাদি disinfect করিবার জন্য তাহার নিকট গমন করিলাম। তথায় যাইয়া দেখি জলের ন্যায় 'দাস্ত' হইয়া রোগীর সমুদয় কাপড় চোপড়

ও ঘেরা জায়গা সমস্ত ভিজিয়া গিয়াছে এবং তাহার উপর সহস্র সহস্র মাছি ভন্ ভন্ করিয়া বসিতেছে ও উড়িতেছে। নিকটে বৃদ্ধের ভাগিনেয় ছিল; তাহাকে জোর করিয়া রোগীর নিকট শুশ্রূষার জন্য রাখা হইয়াছিল বলিয়া সে অতি বিষণ্ণ মনে একপার্শ্বে বসিয়াছিল, বোধ হয় মনে মনে ভাবিতেছিল যে আপদ্‌টা চুকে গেলেই ভাল হইত! বৃদ্ধের আর যে একজন আত্মীয় ছিল সে অতি ধূর্ত্ত। সে কেবল ফাঁকি দিবার ফাঁদ। এই সমস্ত অবস্থা দেখিয়া এবং সমুদয় বিবরণ আদ্যপান্ত শ্রবণ করিয়া আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। তাড়াতাড়ি ক্যাবিনে যাইয়া তথা হইতে একখানি কম্বল, একখানি ধুতি এবং একখান বিছানার চাদর লইয়া পুনরায় বৃদ্ধের সমীপে উপস্থিত হইলাম। অতঃপর ঐ বস্ত্রগুলি তাহাকে পরাইয়া দিবার জন্য তাহার ভাগিনেয়কে বলিলাম। সে রোগীকে স্পর্শ করিতেও নারাজ; সুতরাং ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। এতদ্দর্শনে আমার অত্যন্ত দুঃখ হইল। আমি তাহাকে বলিলাম, রোগী তোমার মাতুল, তুমি উহাকে স্পর্শ করিতেও ঘৃণা বোধ করিতেছ কেন? ইহাতে তোমার পাপ হইবে তাহা কি তুমি জান না। তোমাদের ধর্ম্মে কি পরোপকার শিক্ষা দেয় না? তোমাদের পীর মহম্মদের কথা স্মরণ করিয়া দেখ দেখি, তিনি এ সম্বন্ধে কি বলিয়া গিয়াছেন? আমার এই তিরস্কার মিশ্রিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সে হতবুদ্ধি হইয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া পরে বলিল, "মহাশয় আমি একাকী কি করিব, আমাকে যদি কেহ সাহায্য করে তাহা হইলে আমি সমস্তই পারি।" আমি বলিলাম "তুমি একজন বলবান যুবক; তুমি ইচ্ছা করিলে একাকীই সমস্ত করিতে পার। যাহা হউক তোমার সাহায্যার্থে আমি লোক দিতেছি।" অনন্তর আমি আমাদের মেথরকে কিছু পুরস্কার স্বীকার করিয়া বৃদ্ধকে পরিষ্কার করিয়া ময়লা বস্ত্রাদি বদলাইয়া

দিতে বলিলাম। কিন্তু হায়! সেও নাকি কলেরা রোগী স্পর্শ করিতে পারে না!

আমি দেখিলাম, লোকগুলি কি নির্ম্মম এবং দয়ামায়া বিহীন। একটী লোক শুশ্রূষা অভাবে মরিতেছে কিন্তু জাহাজের ভিতর সহস্র সহস্র লোক থাকিলেও তাহাকে যত্ন করিবার কেহই নাই! জগৎ কি এতই অকৃতজ্ঞ! মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করায় আমার নিজের উপরও তখন ধিক্কার জন্মিল। কেন আমি এতক্ষণ বাজে লোকের হাত পা না ধরিয়া নিজেই বৃদ্ধের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হই নাই? কেন আমি এতক্ষণ অশিক্ষিত লোকদিগকে বৃথা তাড়না করিয়া তাহাদের বিরাগভাজন হইতেছিলাম! আমি নিজেও তো ঐ কার্য্য করিতে পারি। পাঠ্যাবস্থায় কত রোগীকে তো শুশ্রূষা করিয়াছি, তবে এখন পারিতেছি না কেন? স্বজাতীয় এবং স্বধর্ম্মাবলম্বী বলিয়াই কি তাঁহাদের সেবা করিতে পারিয়াছিলাম, আর এ বেচারা বিধর্ম্মী বলিয়াই কি আমার মন স্বতঃ আগুয়ান হইতেছে না? দয়া দাক্ষিণ্যের নিকট আবার ধর্ম্মের পার্থক্য আছে কি? জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে দয়া প্রকাশ সকলের প্রতিই তো করা যাইতে পারে! এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি স্বয়ং তাহার পরিচর্য্যা করিতে বদ্ধপরিকর হইলাম। জাহাজের লোকে আমাকে ঘৃণা করে করুক, তাহাতে কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই ভাবিয়া আমি রোগীর নিকট যাইয়া বসিলাম। রোগী যেরূপ ভাবে পড়িয়াছিল তাহাতে কেহ বলিতেছিল, সে মরিয়া গিয়াছে, আবার কেহ বা বলিতেছিল, সে মরে নাই কিন্তু তাহার সংজ্ঞা লোপ পাইয়াছে। যাহা হউক, আমি তাহার পার্শ্বে বসিয়া গাত্রস্পর্শ করিয়া দেখি তাহার শরীর তখনও স্বাভাবিক গরম। তখন আমি তাহাকে 'আলাউদ্দিন' 'আলাউদ্দিন' বলিয়া ডাকিলে সে অতি কষ্টে অস্পষ্টভাবে উত্তর করিল। আমি তাহার উত্তর বুঝিতে না পারিয়া

তাহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "আলাউদ্দিন, তুমি কি চাও, তোমার কি কষ্ট বোধ হইতেছে"? এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধের নয়ন যুগল হইতে দরদর করিয়া জল বাহির হইয়া গণ্ডস্থল পর্য্যন্ত ভিজিয়া গেল। "তোম্ কোন্, থোড়া পানি" বলিয়াই বৃদ্ধ চুপ করিল। আমি তখন তাহার মুখে একটু জল দিলাম। সে অতি পিপাসুর ন্যায় তাহা একেবারে পান করিয়া ফেলিল।

আমি যে কম্বল ও কাপড় রোগীর ব্যবহারার্থে দিয়াছিলাম, তাহা এখনও পড়িয়াছিল। রোগীর ভাগিনেয় কিংবা মেথর যখন তাহাকে স্পর্শ করিতে অসম্মত হইল তখন আমি অগত্যা স্বহস্তে তাহার পরিধানের বস্ত্রখানি খুলিয়া জলে ফেলিয়া দিলাম। পরে পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেশ করিয়া পুছিয়া ফেলিলাম। এই সমস্ত দেখিয়া তাহার ভাগিনেয়, বোধ হয়, লজ্জা পাইয়া আমাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল। সে বৃদ্ধকে আস্তে আস্তে ধরিয়া বসাইলে পর আমি কম্বলখানি দুভাঁজ করিয়া বিছাইয়া দিলাম। এতক্ষণ রোগী একখণ্ড তক্তার উপর বিনা বিছানায় শুইয়াছিল। বলা বাহুল্য সেই তক্তাখানিও তরল বিষ্ঠায় সিক্ত হইয়া গিয়াছিল। একখানি আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা আমি উহা পূর্ব্বেই পরিষ্কার করিয়াছিলাম।

এইবার আলাউদ্দিনকে বিছানায় শয়ন করাইলে সে যেন একটু উপশম বোধ করিতে লাগিল। অনন্তর দুধ ও চিনি তাহাকে খাইতে দিলে সে একটু সুস্থ হইয়া উঠিল। ইহার আধ ঘণ্টা পর আমি তাহাকে একদাগ ঔষধ সেবন করাইয়া দিলাম। এখন হইতে রোগী প্রকৃতস্থের ন্যায় আমাদের সহিত আলাপ করিতে লাগিল। যত্নের গুণে মৃতপ্রায় রোগীকে এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া জাহাজের আরোহীগণ আমাকে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

প্রথমবার ঔষধ সেবন করাইয়া আমি যখন হস্ত প্রক্ষালনের জন্য

ক্যাবিনে ফিরিয়া গেলাম তখন দলে দলে আরোহী এবং খালাসীগণ আমাকে দেখিতে আসিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অনেকেই এই মর্ম্মে আমাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন যে, আমি মনুষ্য নহি, শাপভ্রষ্ট দেবতা বিশেষ। নচেৎ আমার ন্যায় একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহী—তাহাতে আবার পরিধানে সাহেবী পোষাক—কেন একজন সামান্য খালাসীর বিষ্ঠা দুই হস্তে ছিনিবে। তাঁহারা বলিতেছিলেন "আহা, আজকাল বাঙ্গালীদের কি সদ্‌গুণই দেখা যায়! ইহাঁরা সকলেই নিরহঙ্কারী এবং পর দুঃখে কাতর। ইনি এতদিন বিদেশে থাকিলেও বঙ্গীয় আধুনিক যুবকবৃন্দের সমস্ত গুণই ইহাঁতে বর্ত্তমান আছে। ভগবান্ ইহাঁর মঙ্গল করুন।"

আলাউদ্দিনকে স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে আমি ভাবিয়াছিলাম যে যদি আমি ঐরূপ জঘন্য কার্য্য করি, তাহা হইলে সকলে আমাকে ঘৃণা করিবে, এবং এই জন্যই আমি প্রথমতঃ স্বয়ং না যাইয়া মেথরকে বৃথা তোষামোদ করিয়াছিলাম। পরে দেখিলাম ঠিক্ তাহার বিপরীত। জাহাজের যে যে যাত্রীরা আমাকে জানিতেন না তাঁহারাও আমাকে দেখিয়া যাইতে লাগিলেন এবং আমার সহিত আলাপ করিয়া তাঁহারা যেন চরিতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন।

বেলা ১২টা হইতে সন্ধ্যা ৫টা পর্য্যন্ত আলাউদ্দিনকে চারিবার ঔষধ খাওয়াইয়াছিলাম এবং মধ্যে মধ্যে দুগ্ধে পাউরুটী গুলিয়া তাহাকে খাইতে দিয়াছিলাম। বৃদ্ধ একটু আনারস খাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাহাকে তাহাও দিয়াছিলাম। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রোগী বেশ আশাতীত উন্নতিলাভ করায় ডাক্তার সাহেব এবং জাহাজের অন্যান্য লোকেরা বিস্মিত হইলেন। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে রোগীর আর বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই, এই ধারণাই তাঁহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল।

পরদিন অতি প্রত্যূষে জাহাজ ছাড়িবার কথা; সুতরাং আমি

আলাউদ্দিনের জন্য কিছু ফল এবং রুটী ও বিস্কুট খরিদ করিয়া রাখিলাম। কিন্তু হায়! আমার সমস্ত আশাই নিষ্ফল হইল। সন্ধ্যা ঘোর হইবার পূর্ব্বেই সিঙ্গাপুরের হাঁসপাতাল হইতে ৫ জন লোক একখানি খাটিয়া লইয়া আসিয়া রোগীকে লইয়া গেল। আমি ইহার কিছুই জানিতাম না। জাহাজের কর্তৃপক্ষ নাকি সকাল বেলাতেই রোগীকে Quarantine Hospitalএ লইয়া যাইবার জন্য সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম; সুতরাং কর্ত্তারা যাহা ইচ্ছা করিলেন তাহাই হইল। আমি তাঁহাদের এই নির্ম্মম ব্যবস্থায় অতীব ব্যথিত হইলাম। কি করি, কোনও হাত নাই। আলাউদ্দিনকে হাঁসপাতালে লইয়া গেলে পর একজন খালাসী আসিয়া আমাকে উক্ত সংবাদ প্রদান করিল। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র আমি তাড়াতাড়ি ডাক্তার সাহেবের কামরায় উপস্থিত হইলাম। অনন্তর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "মহাশয়, আপনাদের এ আবার কিরূপ ব্যবস্থা! রোগী তো প্রায়ই আরোগ্য লাভ করিয়াছিল, তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইবার কি প্রয়োজন ছিল? রোগীকে রীতিমত শুশ্রূষা করিলে সে নিশ্চয়ই ভাল হইত, ইহা আমার ধ্রুব বিশ্বাস। দুপুরবেলা হইতে আলাউদ্দিন আশাতীত ফললাভ করিতেছিল, তাহা বোধ হয় আপনি অবিদিত নহেন, ইহা জানিয়াও আপনারা কেন তাহাকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করিলেন?"

ডাক্তার সাহেব একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই রোগীকে হাঁসপাতালে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। দুই প্রহর হইতে আপনি তাহাকে যেরূপ শুশ্রূষা করিতেছিলেন, ব্যারাম হওয়া অবধি আর কেহই তাহাকে সেরূপ করে নাই। এবং এই জন্যেই বৃদ্ধের কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। এখন তাহাকে হাঁসপাতাল হইতে আর ফিরাইবার উপায় নাই।"

জাহাজ কর্তৃপক্ষের এই নিদারুণ ব্যবস্থায় আমি মর্ম্মাহত হইয়া নিজের ক্যাবিনে ফিরিয়া আসিলাম। পরে ক্যাবিনের দ্বার রুদ্ধ করিয়া কত কি ভাবিতে ভাবিতে শুইয়া রহিলাম। সে রাত্রিতে নিদ্রা ভাল হইল না।

রাত্রি প্রভাত হইলে যথাসময়ে জাহাজ সিঙ্গাপুর বন্দর ছাড়িল। সিঙ্গাপুর হইতে পেনাঙ ৩৬ ঘণ্টার পথ। সুতরাং পরদিন দ্বিপ্রহরের সময় জাহাজ পেনাঙে পৌঁছিল। আমি তীরে নামিতে যাইতেছি এমন সময়ে চারিজন এতদ্দেশীয় তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রি আমার নিকট আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "বাবু সাহেব, আপনি বিপদগ্রস্ত লোকের প্রতি যেরূপ দয়ালু, তাহাতে আশা করি আপনি আমাদের বর্ত্তমান বিপদে সৎপরামর্শ দানে বাধিত করিবেন। আমরা চীন দেশ হইতে বাজপক্ষী (hawk) খরিদ করিয়া ভারতবর্ষে উহা বিক্রয় করি। এই বাজপক্ষীর জন্য আমরা তিন চারিজন লোক প্রতি বৎসর চীনদেশে যাইয়া থাকি। এ বৎসর আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া মোট এগারটী পাখী পাইয়াছিলাম। তন্মধ্যে আটটী পাখী আজ Purser সাহেব (জাহাজের ধনরক্ষক) ঘরে বন্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে পাখীর মাশুলের জন্য ৩৫ ডলার (এক ডলার—এক টাকা বার আনার সমান) দিতে বলিতেছেন। আমাদের সহিত এগারটী বাজ ব্যতীত তাহাদের আহারের জন্য প্রায় পঞ্চাশটী পায়রা ছিল। এই সমস্ত গুলির মাশুল কিছু লাগিবে না বলিয়া আমরা জানিতাম, আমাদের চারিজনের সহিত ঐ বাজগুলি বিনা মাশুলে যাইবে বলিয়া আমরা উহাদের জন্য আর স্বতন্ত্র টিকিট কিম্বা পাশ লই নাই। ৩৫ ডলার দিতে পারি এমন সঙ্গতি আমাদের তখনও ছিল না এবং এখনও নাই। কিন্তু purser সাহেব তাহা শুনিলেন না। তিনি আমাদিগকে নানাপ্রকারে ভীতি প্রদর্শন করিয়া পরে পক্ষী-

গুলিকে পিঞ্জরসমেত লইয়া গিয়া Boilerএর নিকটবর্ত্তী কক্ষে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। অনন্তর আমরা তাঁহার নিকট অনেক কাঁদাকাটি করিতে লাগিলাম ; কিন্তু তিনি এক একবার রোষ কষায়িত লোচনে আমাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, মাশুলের টাকা না দিলে পাখী ছাড়া হইবে না। এইরূপে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাটিয়া গেল তবুও বাজ্‌গুলিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল না।

"অনেক সাধ্য সাধনার পর আমাদের উপর প্রভুর কৃপাদৃষ্টি পতিত হইল। তিনি আমাদের একজনকে ধাক্কা দিয়া বলিলেন, যে মাশুল না দিলে পাখী কোনও প্রকারে ছাড়িবেন না। এই সময়ে জনৈক খালাসী আসিয়া বলিল যে ৩৪টা পাখী মরিয়া গিয়াছে, অবশিষ্টগুলিও মরিবার উপক্রম হইয়াছে ; তাহারা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। এই কথা শুনিবামাত্র আমরা সেখানে ছুটিয়া গেলাম এবং তথায় যাইয়া দেখি যে চারিটী বাজ্‌ মরিয়া গিয়াছে। তখন সাহেব একটু মুখভঙ্গী করিয়া খালাসীকে বাজ্‌গুলি ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। যে কক্ষে বাজ্‌গুলিকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেখানে বায়ু সঞ্চালন করিতে না পারায় এবং উহা জাহাজের boiler এবং উপরিস্থ চিমনীর পার্শ্বে অবস্থিত হওয়ায়, পাখীগুলি শ্বাস রোধ হইয়া মরিয়াছিল। অনন্তর কক্ষ হইতে বাহির করিবার কতিপয় ঘণ্টার মধ্যে আরও চারিটী বাজ্‌ মরিয়া গেল। অবশিষ্টগুলিও বাঁচিবে বলিয়া আশা হয় না।

"আমরা এই বাজের জন্য এত ক্লেশ ও অর্থ ব্যয় করিয়া চীনদেশের অনেক দুর্গমস্থানে গমন করিয়াছিলাম। এক্ষণে দেখিতেছি, আমাদের সমস্তই ব্যর্থ হইল! ভারতের অনেক রাজা ও মহারাজগণ এবং বড় বড় সাহেবেরা একশত হইতে দেড়শত টাকা পর্য্যন্ত মূল্য দিয়া শিকারের জন্য এক একটী বাজ্‌ খরিদ করিয়া থাকেন। আমরা অনেকবার এইরূপ এক একটী পাখী একশত কুড়ি পঁচিশ টাকায় বিক্রয় করি-

যাছি! সুতরাং সর্ব্বসমেত আটটী পাখী মারিয়া ফেলায় আমাদের যে কতদূর ক্ষতি হইল, তাহা আপনি সহজেই বুঝিতে পারেন!"

এই বলিতে বলিতে বেচারারা আমার হাতে একখানি লিখিত দরখাস্ত দিল। দরখাস্ত খানিতে জাহাজ-কোম্পানির বড় সাহেবের নিকট প্রতীকারের জন্য নালিশ করা হইয়াছে। আমি তাহাদের অবলম্বিত উপায়ই প্রকৃষ্ট বলায়, তাহারা একটু উৎসাহিত হইয়া বলিল যে, যদি বড় সাহেব ইহার কোনও বিহিত বিধান না করেন, তাহা হইলে তাহারা আদালতে ১০০০৲ টাকার ক্ষতি পূরণের দাবী করিয়া নালিশ করিবে।

এদিকে purser সাহেবও পাখীগুলি মরিবার পর হইতে খুব শান্ত শিষ্ট হইয়া উঠিলেন। তিনি মাশুলের জন্য উক্ত যাত্রিদিগকে উৎপীড়ন করিতে নিরস্ত হইলেন।

একদিন পরে জাহাজ পেনাঙ্ ছাড়িল। এবার রেঙ্গুনে না যাইয়া বরাবর কলিকাতায় আসিতে আমাদের প্রায় ছয় দিন লাগিল।

জাহাজ গঙ্গার ঘাটের জেটীতে না লাগায় নৌকাযোগে তীরে আসিতে হয়। সুতরাং একজন ডিঙ্গির মাঝিকে ইঙ্গিত করিলাম। দেখিতে দেখিতে তিন চারিখান ডিঙ্গি জাহাজের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই আমাকে ডাকিতে লাগিল; ইহা দেখিয়া আমি বলিলাম যে তাহাদের মধ্যে যে সর্ব্বপ্রথম আমার ডাক শুনিয়া আসিয়াছে আমি তাহারই নৌকায় চড়িব। তখন মাঝিদের মধ্যে এক তুমুল বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সকলেই বলিতে লাগিল যে, সে সর্ব্বপ্রথম আমার ডাক শুনিয়াছিল। অনন্তর বাক্‌যুদ্ধে যখন কিছুই স্থির হইল না, তখন হাতাহাতি আরম্ভ হইল; ফলে একজন বৃদ্ধ মাঝি ধাক্কা খাইয়া জলে পড়িয়া গেল। সে তৎক্ষণাৎ জল হইতে উঠিয়া তাহার শ্বশুর মহাশয়ের পুত্রসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া চীৎকার করিতে

লাগিল। মাঝিদের এইরূপ বর্ব্বরোচিত ব্যবহারে আমি মর্ম্মাহত হইয়া ক্ষণকাল সেখানে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। পরে যে বৃদ্ধ জলে পড়িয়াছিল এবং ক্রোধে নারদ মুনির ন্যায় কাঁপিতেছিল, তাহার নৌকায় আরোহণ করিলাম। যুদ্ধের জের তখনও চলিতে ছিল। প্রজ্বলিত ক্রোধানল এক একবার নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া বার বার জ্বলিয়া উঠিতেছিল। যেরূপ ঝগড়া এবং কলহ জাপানে অতি ইতর লোকের ভিতরও তিন বৎসরের মধ্যে একদিনও দেখি নাই, আজ দেশের মাটীতে পা দিতে না দিতেই তাহা দেখিলাম। মনে মনে ভাবিলাম. যতদিন দেশে সুশিক্ষার ব্যবস্থা না হইতেছে, ততদিন আমরা এইরূপ অসভ্যই থাকিব।

অনন্তর তীরে আসিয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া আমি সহরাভ্যন্তরে যাইতে লাগিলাম। সে দিন রবিবার। দলে দলে ভিক্ষুকেরা ভিক্ষা-পাত্র হস্তে লইয়া রাজ-পথ দিয়া যাইতেছিল। দেখিলাম, তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই কার্য্যক্ষম। প্রকৃত দয়ার পাত্র আট দশ জনও ছিল কি না সন্দেহ। অমনি জাপানী-ভিখারীদের কথা মনে পড়িল। সভ্য জগতে অঙ্গহীন, রোগগ্রস্ত কিংবা বার্দ্ধক্যজনিত অক্ষম লোক ব্যতীত কেহই ভিক্ষাকে জীবিকা উপার্জ্জনের পন্থা বলিয়া অবলম্বন করে না। জাপানীরা উপযুক্তরূপ শিক্ষা লাভ করেন বলিয়া ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করিতে তাঁহারা হেয়জ্ঞান করেন। হে শিক্ষিত মহোদয়গণ, আপনাদের নিকট আমার সানুনয় নিবেদন এই যে, আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক অচিরে লোক শিক্ষার ব্যবস্থা করুন। দেখিবেন, শিক্ষার প্রভাবে আমাদের জাতি এবং ব্যক্তিগত সমস্ত দোষই একে একে তিরোহিত হইবে।

অনন্তর কলিকাতায় একদিন মাত্র থাকিয়া, বাটীস্থ সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দেশে গমন করিলাম।

উপসংহার।

জাপানে শিল্প-শিক্ষা।

কিরূপ ছাত্র জাপানে শিল্প এবং বিজ্ঞান শিক্ষার্থে যাইবার উপযুক্ত, তথায় মাসে কত খরচ লাগে এবং যে যে শিক্ষার্থী তথায় যাইবেন, তাঁহারা কি কি জিনিস্ এখান হইতে লইয়া গেলে সুবিধা হয়, অনেকেই আমাকে এতৎসম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবারণের জন্য আমি নিম্নে জাপান সংক্রান্ত ঐ সকল সংবাদ লিখিতেছি।

ভারতীয় শিল্পী কিংবা শ্রমজীবীদিগের পক্ষে জাপানে যাইয়া শিল্প শিক্ষা করা সম্ভবপর নহে। কারণ সেখানে ঐ শ্রেণীর লোকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক এবং পারিশ্রমিকের হার অতি অল্প। জাপান হইতে অসংখ্য শ্রমজীবী আমেরিকায় যাইয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। তবে ইচ্ছা করিলে ভারতীয় দরিদ্র এবং উৎসাহী যুবকগণ অথবা সাধারণ শিল্পী কিংবা শ্রমজীবীরা আমেরিকায় যাইয়া স্বাবলম্বী হইতে পারেন। প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোক একটু শিক্ষিত হইলে তাঁহারা প্রয়োজনীয় অনেক বিষয় শিক্ষা করিয়া আসিতে পারেন। চীন এবং জাপ-যুবকগণ আমেরিকায় কত হীন কার্য্য দ্বারা স্বাবলম্বী হইয়া শিক্ষা লাভ করিতেছেন।

এই বিষয়ে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র মিঃ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাহা বলেন তাহা উল্লেখযোগ্য। আমি একই জাহাজে তাঁহার সহিত এক সঙ্গে জাপান পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম, পাঠক-বর্গের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে। রথীন্দ্র বাবু কিছুদিন পরে কৃষি

বিদ্যা শিক্ষার্থে আমেরিকায় গমন করেন। তিনি আমেরিকায় যাইয়া কৃষি কলেজে ভর্ত্তি হইবার পর আমাকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন নিম্নে তাহার মর্ম্ম প্রদত্ত হইল।

"আপনি যদি আমেরিকায় আসিতে ইচ্ছা করেন, তবে আসিতে পারেন। এখানে স্বাবলম্বী ছাত্রের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে আমেরিকান যুবকেরা শিক্ষার্থে অতি ঘৃণার্হ কার্য্য করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না। তাঁহারা সময়ের প্রতি মুহূর্ত্তকে অতি মূল্যবান্ বলিয়া মনে করায় উহার সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন।

"এক্ষণে অনেক ভারতীয় ছাত্রও এখানে স্বাবলম্বী হইয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। যাঁহারা দিনের বেলায় সময় না পান, তাঁহারা নৈশ বিদ্যালয়ে যোগদান করিয়াছেন। এই নৈশ বিদ্যালয় গুলিতেও সকল প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

"আমেরিকায় পৌঁছিতে পারিলে আহার কিংবা থাকিবার জন্য বিশেষ কোনও চিন্তার কারণ নাই। নিজের খোরাক পোষাকের উপযুক্ত অর্থ উপার্জ্জন করা অতি সহজ।

"আপনি বোধ হয় জানেন যে নবাগত ব্যক্তির হাতে অন্ততঃ ১৫০৲ টাকা না থাকিলে মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট তাহাকে জাহাজ হইতে তীরে নামিতে দেন না, সুতরাং যদি আমেরিকায় আসিতে ইচ্ছা করেন, উক্ত দেড়শত টাকার সংগ্রহ করিয়া আসিবেন। অধিক লেখা বাহুল্য।"

শিল্পকে মোটা মুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর শিল্পে বিদ্যা ও বুদ্ধির দরকার, আর এক শ্রেণীতে বুদ্ধির সঙ্গে শারীরিক বল এবং হস্ত পদ পরিচালনে দক্ষতার প্রয়োজন।

শেষোক্ত শ্রেণীর শিল্প শিক্ষার্থীদিগের নিম্ন বর্ণিত গুণ থাকিলেই

যথেষ্ট। যাঁহারা এন্‌ট্রান্স পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন এবং অঙ্কন বিদ্যায় যাঁহা-দিগের মোটামুটি জ্ঞান আছে, তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবক অপেক্ষা কোনও অংশে অযোগ্য নহেন; বরং অনেক স্থলে অধিকতর উপযুক্ত; কারণ শেষোক্ত যুবকগণ উপাধি গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাদের স্বাভাবিক উৎসাহ এবং উদ্যম প্রায়শঃ নষ্ট করায় এই সমস্ত কার্য্যে যথোচিত উৎসাহ এবং উদ্যোগ প্রকাশ করিতে অসমর্থ হন।

শিল্প শিক্ষার্থীদিগকে বেশ চালাক, চতুর এবং কর্ম্মিষ্ঠ হইতে হইবে। ভাল ইংরাজী বলিতে পারিলে জাপানের ফ্যাক্‌টরীতে অনেক সুবিধা ভোগ করা যায়। কারণ কারখানার অনেকেই উহা শিখিতে ইচ্ছুক। তাহাদিগকে কিছু কিছু ইংরাজী শিখাইলে তাহাদের দ্বারা অনেক সময়ে অনেক উপকার সাধিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ফ্যাক্টরীতে যে সমস্ত কার্য্য হয় তাহা শিক্ষা করিতে হস্ত পরিচালনের দক্ষতা ও দৃষ্টি শক্তির প্রয়োজন। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে প্রায় সমস্ত শিল্পেই অল্প বিস্তর রসায়নের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু তজ্জন্য রসায়ন শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকিলেও চলে; কারণ কোন্ পদার্থের কি গুণ এবং উহা কি পরিমাণে কিসে মিশাইতে হয় তাহা ফ্যাক্টরীতে 'হাতে কলমে' কাজ করিতে করিতে পরে জানা যাইতে পারে।

আমাদের দেশে শিক্ষার্থীদিগের শিক্ষণীয় বিষয় অধিকাংশ স্থলেই অভিভাবকগণ নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। এরূপ প্রথা শিল্প সম্বন্ধে আদৌ খাটিতে পারে না। যে যুবক যাহা শিখিবার উপযোগী, অপর ব্যক্তি অপেক্ষা তিনিই তাহা নির্ব্বাচন করিবার উপযুক্ত পাত্র। এবং এই কারণেই বিষয় নির্ব্বাচনের ভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত থাকা উচিত। ফ্যাক্টরীর কার্য্য প্রণালী স্বচক্ষে পরিদর্শন করিয়া উহা যদি আমোদজনক বোধ হয় এবং যদি উহা শিক্ষা করা আপনার শক্তির

অতীত বলিয়া প্রতীয়মান্ না হয়, তাহা হইলে সেই বিষয় শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। অপর কোনও ব্যক্তির দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া কিংবা দেশ হইতে শিক্ষার বিষয় স্থির করিয়া শিক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়া অপেক্ষা কার্য্য-ক্ষেত্রে যাইয়া শিক্ষার্থীর মনোনীত বিষয় শিক্ষা করিলে ভাল হয়। কারণ ক্ষুদ্র অথচ অর্থকরী শিল্প এমন অনেক আছে যাহা আমাদের দেশের লোক আদৌ অবগত নহেন।

পাশ্চাত্য দেশের ফ্যাক্টরী সামান্য কারখানা নহে। সহসা সেরূপ কারখানা দেখিলে শিক্ষানবীশদিগের মাথা বিগড়াইয়া তাঁহাদিগের চক্ষু ঝলসাইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সেখানে গৃহশিল্প ঘরে ঘরে প্রচলিত নাই; পক্ষান্তরে জাপানে বড় বড় ফ্যাক্টরী অপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার-খানার সংখ্যাই অধিক। কাপড় যেরূপ বড় বড় কলে প্রস্তুত হইলেও ছোট ছোট তাঁতেও বয়ন করা যায়, সেইরূপ প্রায়শঃ সকল জিনিসই কলে এবং হাতে প্রস্তুত করা যায়। জাপানে যাইবার পূর্ব্বে আমার বিশ্বাস ছিল যে সাবান, পেন্সিল, বোতাম, চিরুণী, দেশালাই, গেঞ্জি মোজা, টীন কিংবা কাগজের বাক্স, কৌটা ইত্যাদি জুতার ফিতা, লৌহ কিংবা কাঠের ইস্ক্রু, বালতি, কড়াই, প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে বড় বড় কলের দরকার। কিন্তু সে ভ্রম আমার আর নাই। জাপানে উল্লিখিত দ্রব্যগুলি প্রস্তুতের জন্য যেমন বড় বড় ফ্যাক্টরী আছে তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ণ কুটীরেও ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সম্মিলিত মূলধনে বড় বড় কারবারের সংখ্যা জাপানে অতি কম। অধিকাংশ বড় ফ্যাক্টরী এক একজন ধনকুবেরের সম্পত্তি। জাপানী-দের পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস বা একতার অভাব যে ইহার কারণ তাহা বলা যায় না, কারণ জাপানীরা গৃহশিল্পের প্রতি সর্ব্বদাই উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। এই সমস্ত বিষয়ে তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে যেরূপ সহানুভূতি ও বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা অনেক

দেশেই অতি বিরল। শিল্পক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কোন্ ব্যক্তি নিজের লভ্য অংশ অপরের সহিত স্বেচ্ছানুসারে বাটিয়া লইতে পারে?

যে জাপানী গেঞ্জি এবং মোজা ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে তাহা কিরূপে প্রস্তুত হয় তাহা শুনুন। জাপানীরা একই কলে মোজার নিম্ন এবং উপরিভাগ বয়ন করেন না, কারণ তাহাতে খরচ পোষায় না। প্রত্যেক মোজার নিম্নভাগ বুনা হইবার পর উপরিভাগের 'ঘো' আরম্ভ করিবার সময় সূচ গুলি পুনরায় স্থানান্তরিত করিয়া বসাইতে যে সময় অতিবাহিত হয় তাহার মধ্যে আর একটি মোজা বুনা যাইতে পারে। সুতরাং জাপানীরা ঐ সময় টুকু বৃথা অতিবাহিত হইবার আশঙ্কায় মোজার নিম্ন এবং উপরিভাগ ভিন্ন ভিন্ন কলে বয়ন করিয়া থাকেন। পরে উহা সেলাই করিয়া একসঙ্গে জোড়া দেওয়া হয়। এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য সাধারণতঃ ৪টা হাত-কল এবং চারিজন লোকের প্রয়োজন হয়। জাপানীরা ঐ কার্য্য পরস্পরের মধ্যে বিভাগ করিয়া লওয়ায় অতি সহজে এবং অল্প ব্যয়ে উহা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

আমি দেখিয়াছি যে, চারি ব্যক্তি সহরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিয়াও একই কার্য্য করিতেছে। ইহাদের মধ্যে এক এক জন মোজার এক একটি অংশ প্রস্তুত করিয়া থাকে। কেহ বা মোজার নিম্নভাগ, কেহ বা উহার উপরিভাগ, কেহ বা উল্লিখিত দুই ভাগকে একত্র করিয়া সেলাই, আবার কেহ বা প্রস্তুত মোজাকে ধুইয়া ইস্ত্রি করিয়া 'রোলারের' মধ্য দিয়া বাহির করে।

চিরুনী বোতাম ইত্যাদিও এইরূপ ভাবে প্রস্তুত করিতে দেখা যায়। একজন শৃঙ্গ, কাষ্ঠ কিংবা 'সেলুলয়েড' হইতে চিরুণী কাটিয়া উহার দাঁত কাটিবার জন্য আর এক ব্যক্তির নিকট দেয়, সে দাঁত কাটিবার পর উহা পরিষ্কার করিয়া পালিশ করিবার জন্য আর এক

জনের নিকট পাঠাইয়া দেয়। এইরূপে সামান্য একখানি চিরুণীও কত হাত ঘুরিবার পরে সুন্দররূপে প্রস্তুত হইয়া থাকে। যাঁহারা কেবল ২।১টী গৃহশিল্প শিক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহারা এক বৎসরকাল জাপানে থাকিলেই যথেষ্ট শিক্ষা করিতে পারিবেন। ভারতের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায় এইরূপ গৃহ শিল্পের অধিক প্রচলন হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

সমস্ত সভ্য দেশেই স্ত্রী এবং পুরুষ শ্রমজীবীর সংখ্যা প্রায় সমান। গৃহ শিল্পের অধিকতর প্রচলন করিয়া ভারতেও স্ত্রী-শ্রমজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। ইহা যতদিন না হইতেছে ততদিন ভারত-বাসীকে 'হা অন্ন' 'হা অন্ন' করিয়া দিন যাপন করিতে হইবে।

জাপানীরা সকল প্রকার জিনিস্ প্রস্তুত করিবার উপযোগী ছোট ছোট কল আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সমস্ত কল আমাদের দেশে যাহাতে প্রচলিত হয় সেজন্য আমি জাপানের প্রসিদ্ধ কল প্রস্তুতকারক-গণের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি। তাঁহারা সকলেই আমাদের শিল্পের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া অল্প লাভে আমাদিগকে কল (hand machine) দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহা আমাদের পক্ষে কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে। কেহ জাপানী কল খরিদ করিবার প্রয়াসী হইলে আমি তাঁহাকে প্রয়োজন অনুসারে সাহায্য করিতে পারি। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক যে জাপানী কলগুলি অতি সস্তা অথচ অধিককাল স্থায়ী। আমি উহা ব্যবহারে বেশ সন্তোষলাভ করায় জাপান হইতে আসিবার সময় অনেকগুলি কল নিজ ব্যবহার্থে আনিয়াছি।

যাঁহারা বিদেশে শিল্প শিক্ষান্তে দেশে ফিরিয়া বড় বড় কারখানা খুলিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা যেন তথায় দু তিন বৎসর কাল অবস্থান করেন। কোনও একটী জিনিস কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয় কেবল তাহাই জানিলে শিল্প শিক্ষা হয় না। ফ্যাক্টরী চালাইবার অনেকগুলি

গূঢ় তত্ত্ব জানা আবশ্যক। কি করিলে ব্যবসা লাভজনক হইবে এবং অধীনস্থ কর্ম্মচারী এবং শ্রমজীবীরা সন্তুষ্ট থাকিবে শিক্ষার্থীকে তাহাও শিক্ষা করিতে হইবে। বস্তুতঃ কোনও বস্তু প্রস্তুতকরণ অপেক্ষা কি করিলে ব্যবসা লাভজনক হয় তাহাই অধিকতর মনোযোগের সহিত শিক্ষা করা আবশ্যক।

উচ্চ বিজ্ঞান শিক্ষার্থে জাপান যাইতে হইলে শিক্ষার্থীগণকে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল বি, এ, কিম্বা এম, এ, হইলে ভাল হয়। কারণ সেখানকার পাঠ্য অতি উচ্চ। আমাদের দেশে পাশ বি, এ, কোর্সে যাহা শিক্ষা দেওয়া হয়, জাপানের প্রবেশিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ তাহা শিক্ষা করিয়া থাকেন।

জাপানে স্কুল এবং কলেজের Session সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ভাগে আরম্ভ হয়। ঐ সময়ে প্রবেশার্থী ছাত্রগণকে একটী প্রাথমিক পরীক্ষা দিতে হয়। বিদেশীয় ছাত্রদিগকে (সাধারণতঃ চীন, কোরিয়া, ফিলিপাইন এবং ভারতের যুবকগণকে) জাপানী ভাষারও পরীক্ষা দিতে হয়। ভাষা-পরীক্ষা তত কঠিন নহে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সর্ব্বত্রই জাপানী ভাষায় দেওয়া হইয়া থাকে ; তবে মধ্যে মধ্যে অন্যান্য ভাষাও ব্যবহৃত হয় মাত্র।

এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, জাপানের স্কুল ও কলেজের পাঠ্য পাশ্চাত্য কোনও দেশের অপেক্ষা ন্যূন নহে। যে দেশের যাহা ভাল, জাপানীরা তাহা সমস্তই নিজেদের দেশে প্রবর্ত্তন করিতেছেন, শিক্ষা সম্বন্ধেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। সুতরাং ইংলণ্ড, জর্ম্মেনী, ফ্রান্স কিম্বা আমেরিকায় যাহা শিক্ষা দেওয়া হয়, জাপানে তাহার কোনটীরই অভাব নাই। বরং অনেক স্থলে বেশীই আছে।

কোন বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে, সেই দেশে যাইয়া

তথাকার অধিবাসীদিগের মধ্যে বাস করিলে যত শীঘ্র উহা শিক্ষা করা যায়, তত শীঘ্র আর কোনও প্রকারে হয় না। সুতরাং যাঁহারা উচ্চ বিজ্ঞান শিক্ষার্থে জাপানে যাইতে চাহেন,তাঁহারা সেসন আরম্ভ হইবার অন্ততঃ ছয় মাস পূর্ব্বে তথায় যাইয়া ভাষা শিক্ষা করিলে ভাল হয়।

জাপানের স্কুল কিংবা কলেজে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অধিক একটী ছাত্রও লওয়া হয় না। প্রতি বৎসরই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অনেক অধিক ছাত্র প্রবেশপ্রার্থী হইয়া থাকে, এই জন্যই কর্ত্তৃপক্ষগণ একটী প্রাথমিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ব্যতীত অন্য কাহাকেও লওয়া হয় না। Session আরম্ভ হইবার একমাস পূর্ব্ব হইতে আর ছাত্রদিগের আবেদনপত্র গৃহীত হয় না। এই সমস্ত কারণে বিদেশীয় ছাত্রগণকে অনেক পূর্ব্ব হইতেই জাপানে যাইয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা করিতে হয়! দরখাস্ত দিয়া শুধু ঘরে বসিয়া থাকিলে প্রবেশাধিকার পাওয়া সুকঠিন।

স্কুল কিংবা কলেজে পাঠেচ্ছুক ছাত্রগণকে Certificate of identification লইয়া যাইতে হইবে। শিল্পশিক্ষার্থীগণেরও অনেক সময়ে উহার প্রয়োজন হয়। ঐ Certificate লইয়া ব্রীটিশ রাজের প্রতিনিধির (British Embassy) নিকট যাইতে হয়। তিনি উহা দেখিয়া আবেদনকারীকে ব্রটিশ প্রজা বলিয়া জাপান গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ পত্র দেন এবং তাহার পর শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ এ দেশীয়দিগকে স্কুল কিম্বা কলেজে ভর্ত্তি করিয়া থাকেন। বিগত রুষ-জাপান যুদ্ধের পর ইংলণ্ড এবং জাপান যে মিত্রতার সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাহার ফলে British Embassyর অনুরোধে ভারতীয় ছাত্রদিগের জাপান উচ্চ শিক্ষার পথ কথঞ্চিৎ প্রশস্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ জাপানের স্কুল কিংবা কলেজে বিদেশীয় যুবকদিগকে ভর্ত্তি করা হয় না।

শিল্প শিক্ষার্থীগণ British Embassyর অনুরোধপত্র ব্যতীতও অধিকাংশ কারখানায় প্রবেশ লাভ করিতে পারেন, কিন্তু এমন অনেক কারখানা আছে যেখানে প্রবেশ করিতে হইলে জাপান গবর্ণমেণ্টের অনুরোধের প্রয়োজন হয়। এরূপ স্থলে জাপান গভর্ণমেণ্টের নিকট British Embassyর অনুরোধ পত্র লওয়া প্রয়োজন।

জাপানে ভারতীয় ছাত্র ঠিক্ কত খরচে থাকিতে পারেন, তাহা বলা সুকঠিন। কারণ খরচের অল্পাধিক্য তাঁহাদের শিক্ষণীয় বিষয়ের উপর অধিকাংশ স্থলে নির্ভর করে। বাসস্থান কিংবা আহারের জন্য বড় বেশী লাগে না। ৩০।৩২ টাকা হইলেই যথেষ্ট; কিন্তু শিক্ষার্থী-গণের ইহা ব্যতীত আরও অনেক অপরিহার্য্য খরচ প্রতি মাসেই আছে। যথা, স্কুল কিম্বা কলেজের ফি, পুস্তকের মূল্য, বাটীতে পাঠের জন্য একটী laboratory, দেশাচার অনুসারে পরিচিত ব্যক্তিদিগকে উপঢৌকনাদি (Presents), আগন্তুকদিগের অভ্যর্থনার জন্য জল খাবার এবং চা'র বন্দোবস্ত ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত ধোপা, নাপিত, দরজি ইত্যাদির খরচও আছে।

জাপানে অবস্থিতি কালে কি প্রকারে চলিলে স্বচ্ছন্দে অথচ কম খরচে থাকা যায়, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য আমি তোকিয়ো, কিয়োতো কোবে, এবং ওসাকাতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বাস করিয়া দেখিয়াছি। কোথাও ভারতীয় ছাত্রবৃন্দের সহিত একত্র মেস্ করিয়া, কোথাও জাপানী ছাত্রদের সহিত তাঁহাদের বোর্ডিংএ, কোথাও জাপানী ভদ্র পরিবারে, কোথাও বা কোনও গৃহস্থের বাড়ীর একটী ঘর মাত্র ভাড়া লইয়া, হোটেলে খাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দেখিয়াছি। কয়েক মাসের জন্য একাকী বাসা করিয়াও দেখিয়াছি। কিন্তু দেখিলাম, যে কোনও প্রকারে থাকিতে হইলে অন্ততঃ ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা মাসিক খরচ গড় পড়তা হয়। অবশ্য একাকী থাকিলে অধিক ব্যয় হয়।

জাপানে প্রায় সমস্ত দ্রব্যই আমাদের দেশের অপেক্ষা [illegible] সুতরাং নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি সঙ্গে লইয়া গেলে ব্যয়াধিক্য হইতে অনেকটা ত্রাণ পাওয়া যায়।

১। গ্রীষ্মকালের ব্যবহারোপযোগী দুই প্রস্ত পোষাক এবং আর দুই প্রস্ত পোষাক প্রস্তুতের জন্য উপযুক্ত মাপের বাপ্তা, কাশীর সিল্ক কিংবা ভাল নাগপুরে, পাবনার অথবা কুষ্টিয়ার ছিট্ লইয়া গেলে ভাল হয়। শীতের জন্য একটী পোষাক এখান হইতে প্রস্তুত করিয়া আরও ২।৩ টা পোষাকের উপযোগী ভাল শীতের মোটা ও পাতলা কাপড় লইয়া যাওয়া উচিত। 'ওভার কোট' এখান হইতে প্রস্তুত না করাইয়া উহার জন্য কাপড় লইয়া গেলে ভাল হয়। জাপানে কাপড়ের মূল্য অত্যন্ত অধিক। তবে ভাল ভাল দরজি আমাদের দেশের অপেক্ষা সস্তায় পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য জাপানীরা সাহেবী পোষাকের বেশী পক্ষপাতী হওয়ায় তথাকার দরজিরা উহা প্রস্তুত করিতে বেশ দক্ষতা লাভ করিয়াছে। যখন যেরূপ কাট্‌ছাঁট ইউরোপে ফ্যাসন হইতেছে, জাপানীরা অবিলম্বে তাহার অনুকরণ করিতেছেন। এই কারণে পোষাক পরিচ্ছদ তথায় যাইয়া প্রস্তুত করাইয়া লওয়াই যুক্তিযুক্ত।

২। একটি Straw hat এবং একটী night cap এখান হইতে লইয়া গেলে ভাল হয়। জাপানীরা শীতকালে felt hat ব্যবহার করেন; উহা জাপানে খুব সস্তায় পাওয়া যায়, সুতরাং সেখান হইতে উহা ক্রয় করা উচিত। শোলার টুপি জাপানে আদৌ প্রচলিত নাই।

৩। দুইজোড়া জুতা—বুট একজোড়া এবং 'সু' একজোড়া। চটী জুতার প্রয়োজন নাই, কারণ উহার ব্যবহার জাপানে নাই বলিলেই চলে। জুতার মূল্য জাপানে অত্যন্ত অধিক। ৯।১০ টাকার কম বুট জুতা পাওয়া যায় না।

৪। দুই তিনটী মজবুত ষ্টীল্ ট্রাঙ্ক। চামড়ার পোর্ট ম্যাণ্টো কিম্বা

লইয়া যাওয়া উচিত নহে; কারণ উহা পথেই ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

৫। চারিটী সাদা এবং চারিটী ভাল ছিটের সার্ট। জাপানে ২॥০ টাকার কম সার্ট পাওয়া যায় না। নীচে পরিবার জামা (under wear) এখান হইতে লইবার দরকার নাই। উহা জাপানেই সুলভ এবং ভাল।

৬। একটা বালিস, চারিখানি বিছানার সাদা ও ছিটের ভাল চাদর, এবং একখানি মোটা ভাল আলোয়ান বা শাল লইয়া গেলে ভাল হয়। তুলার বালিস্ জাপানীরা ব্যবহার করেন না। সাধারণতঃ তাঁহারা ধানের খোসা (তুষ) বালিসের খোলে পুরিয়া তাহারই উপরে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করিয়া থাকেন। ধান খাইলে যেমন পায়রার বক্ষঃস্থল গজ্ গজ্ করে, জাপানীদের বালিস্ (থলে বলাই ঠিক্) টিপিলে বা মস্তকে দিলে সেইরূপ করিতে থাকে। ইহাকে জাপানীরা 'মাকুরা' বলে; ইহার ওয়াড় থাকে না।

জাপানে বিছানার চাদরের ব্যবহার পূর্ব্বে আদৌ ছিল না, আজকাল অল্প অল্প প্রচলিত হইতেছে। সেখানে উহা আমাদের দেশের অপেক্ষা অনেক মহার্ঘ।

৭। দুইটী লংক্লথের এবং দুইটী জুটফ্লানেলের শয়নের বস্ত্র (Sleeping suit) লইলেও চলে অথবা কয়েকটী জাপানী 'কিমোনো' সেখানে যাইয়া প্রস্তুত করাইলেও হয়।

৮। ডেকচেয়ার ১ খানা এবং ডেক "সু" কিংবা কম মূল্যের এক জোড়া চটি জাহাজে ব্যবহারের জন্য লওয়া উচিত। চেয়ার খানিও অল্প দামের হইলে চলিবে, কারণ জাপানে পৌঁছিলে আর উহা ব্যবহারে লাগে না।

৯। স্বহস্তে দাড়ি ক্ষৌর করিবার জন্য ক্ষুর,—কাঁচি ইত্যাদি

সঙ্গে লইলেই ভাল হয়। কারণ জাপানে নাপিতের দ্বারা দাড়িটুকু পর্য্যন্ত ফেলিতে হইলে তাহার দোকানে যাইতে হয় এবং অনেক পয়সা দিতে হয়। আমাদের দেশের ন্যায় জাপানী পরামাণিকেরা সরঞ্জাম লইয়া বাটীতে আসিয়া ক্ষৌর করে না।

১০। আজকাল মসলাদি কিছু এখান হইতে লইবার প্রয়োজন হয় না। সেখানে বিলাতি এবং মান্দ্রাজী Curry powder পাওয়া যায়। তাহা দ্বারা আমাদের আহারোপযোগী প্রায় সর্ব্ব প্রকার ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করা যাইতে পারে।

১১। মশারি একখানি এখান হইতে লইয়া গেলেও চলে, অথবা সেখানে যাইয়া ক্রয় করিলেও হয়। জাপানে মশার দৌরাত্ম্য সর্ব্বত্রই আছে।

১২। বিছানা এখান হইতে লইবার দরকার নাই। তবে দেশী ভাল দুইখানি কম্বল (Blanket) লইয়া গেলে মন্দ হয় না। সেখানে যেরূপ পুরু লেপ ব্যবহার হয়, তাহা এতদ্দেশীয় লোকের ধারণাতেও আসিবে না। সুতরাং লেপ প্রয়োজন মত সেখানে যাইয়া করাই ভাল।